A চিহ্নিত তফসীল।

আমি অমুক প্রতিজ্ঞা করিয়া এজহার করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত রম অথবা রম শরাব অমুক জিলার অমুক নামক অনুমতিহওয়া ভাটীতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং ঐ রম অথবা রম শরাব ইক্ষু বা খাজুরের গুড়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং চাউল বা শস্য বা অন্য কোন বস্তুতে প্রস্তুত করা শরবার তাহার মধ্যে কোন প্রকারে মিশাল নাহি।

অমুকের দস্তখত।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

* আমি অমুক অমুক ভাটীতে সরকারের তরফে সরকারী কার্য্যকারক জ্ঞাত করিতেছি যে উক্ত এজহার সত্য ও যথার্থ।

অমুকের দস্তখত

অমুক ভাটীতে নিযুক্ত সরকারী আমলা

উক্ত এজহারের সম্পর্কীয় জিনিসের তালিক।

যত গালন আছে তাহা	শরাবের রকম	সৈকসের হইদুমিটর অনুসারে তাহার গড় তেজ	পীপার নম্বর এবং নাম	পীপার চিহ্ন

অমুকের দস্তখত

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ

কালেক্টর সাহেবের নম্বর

কালেক্টর সাহেবের তারিখ সন মাস দিন।

কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ

কালেক্টর সাহেবের মোহর

* সরকারের তরফের আমলা ঐ এজহারে সহী করেন এ নিমিত্ত রম শরাব ভাটী হইতে তুলিয়া আনিবার পূর্ব্বে ঐ এজহার করিতে হইবেক।

B চিহ্নিত তফসীল।

আমি অমুক জিলার ভূমির রাজস্বের কালেক্টর অথবা হাসিলের কালেক্টর অথবা এই বিষয়ে কার্য্য করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত কার্য্যকারক অমুক আইনের বিধানানুসারে আপনার দস্তখৎ ও মোহর করা এই সর্টিফিকট দিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত এজহারের নির্দ্দিষ্ট যে শপথকরাওনের অপরাধের তুল্য দণ্ড পাইবেক। এবং রম অথবা রম শরাব এই দপ্তরের মোহরে মোহর হইল এবং অমুক সনের অমুক মাসের অমুক নম্বরে নম্বর করা গেল এবং অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে তারিখ দেওয়া গেল এবং অমুক নামক অনুমতি হওয়া ভাটীর কর্ত্তা অথবা মালিক অমুক ব্যক্তির দ্বারা দস্তখৎ হইল তাহা অমুক জিলার উৎপন্ন দ্রব্য এবং কথিত হইয়াছে যে তাহাতে ইক্ষু অথবা খাজুরের গুড় বিনা আর কোন দ্রব্যেতে প্রস্তুতকরা শরাব মিশাল নাহি এবং উক্ত অমুক জিলাতে ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও রম অথবা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের যে স্থানে ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও রম শরাব আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই স্থানের জাত চিনি ও রম শরাব আমদানী করা নিষেধ আছে।

কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ।

মোহরের স্থান

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

C চিহ্নিত তফসীল

আমি অমুক নীচের লিখিত রম ও রম শরাব জাহাজে রফ্তানীকারী যথাজ্ঞান ও যথা প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে নিচে যে সকল রম ও রম শরাব লেখা আছে তাহা এক্ষণে আমার দ্বারা দাখিল হওয়া সর্টিফিকটে যে রম ও রম শরাব লেখা আছে তাহা।

অমুকের দস্তখৎ

এই এজহার যে শরাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার তালিকা।

যত গালন আছে তাহা	শরাবের রকম	সৈকসের হইদ্রুমিটর অনুসারে তাহার গড় তেজ	পীপার নম্বর ও রকম	জাহাজের নাম	জাহাজের কাপ্তানের নাম

অমুকের দস্তখৎ

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

D চিহ্নিত তফসীল।

আমি অমুক অমুক বন্দরের হাসিলের কালেক্‌টর অথবা এই বিষয়ে কার্য্য করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা নিযুক্ত কার্য্য কারক আপনার দস্তখৎ ও মোহরক্রমে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত রম অথবা রম শরাব জাহাজে রপ্তানীকারী অমুক আমার নিকটে এক সর্টিফিকট দাখিল করিয়াছে ঐ সর্টিফিকটে ফোর্ট উলিয়েম অথবা আগরার রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের অমুক জিলার রাজস্বের কালেক্‌টর অথবা হাসিলের কালেক্‌টর অথবা এই বিষয়ে কর্ম্ম করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা নিযুক্ত কার্য্যকারকের দস্তখৎ ও মোহর আছে। এবং উক্ত সর্টিফিকটে এমত লেখা আছে যে উক্ত রম অথবা রম শরাব উক্ত জিলাতে নিতান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ইক্ষু বা খাজুরের গুড় ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে প্রস্তুতকরা শরাব তাহাতে মিশাল নাহি এবং ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও শরাব অথবা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের যে স্থানে ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও শরাব আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই স্থান জাত চিনি ও শরাব আমদানী করিতে নিষেধ আছে।

মোহরের স্থান   হাসিলের কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

এই এজহার যে শরাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার তালিকা।

যত গালন আছে তাহা	শরাবের রকম	সৈকসের হইদ্রমিটর অনুসারে তাহার গড় তেজ	পীপার নম্বর ও রকম	জাহাজের নাম	জাহাজের কাপ্তানের নাম

অমুক হাসিলের কালেক্টরের দস্তখৎ।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৪ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা একি প্রকার এবং উত্তম রীতি স্থাপনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনবিষয়ক কোন রাজধানীর সমস্ত আইন এবং আইনের ভাগ ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দেশের কোন আদালত এবং ঐ আদালতের প্রত্যেক জজ ঐ আদালতে উপস্থিত সকল দেওয়ানী কার্য্যে ঐ কার্য্যসম্পর্কীয় কোন পক্ষের দরখাস্তক্রমে ঐ আদালতের কোন কার্য্যকারকের অথবা হুকুমে নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সমক্ষে ঐ কার্য্য যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের এলাকার মধ্যে কোন সাক্ষি দিগের জোবানবন্দী লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা অথবা প্রকারান্তরে লইতে হুকুম দিতে পারেন্ অথবা লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্ত কোন অধীন আদালতের প্রতি কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন্ অথবা আদালতের এলাকার বাহিরে কোন স্থানে বা স্থানসকলে লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা কিম্বা প্রকারন্তরে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্ত অন্য কোন আদা লতে কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং সেই হুকুম অথবা পশ্চাৎ দেওয়া কোন হুকুম বা হুকুমসকলের দ্বারা যে আদালতে ঐ বিষয় উপস্থিত থাকে তাহার এলাকার মধ্যে কিম্বা বাহিরে ঐ জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম উচিত ও যথার্থ বোধ হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্। এবং যে আদালতে এইরূপ কোন কমিস্যন প্রেরণ হয় সেই আদালত যে সকল গতিকে সাক্ষিরা আদা লতে হাজির হইতে পারে এবং নিতান্ত আইনের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিবে চনাক্রমে হাজির হইতে ক্ষমা পায় নাই সেই সকল গতিকে ঐ জোবানবন্দী খোলা কাছারীতে লইবেন। কিন্তু আদালতের এলাকার বাহিরে সাক্ষির জোবান বন্দীর বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মতে যে কমিস্যন প্রেরণ হয় তাহা বিশেষ২ গতিকে কমি স্যনপ্রেরক আদালতের উচিত বোধ হইলে কোন আদালতের নামে না হইয়া

অন্য কাহার নামে প্রেরণ হইতে পারে। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালত যে কোন কমিস্যন পাঠান অথবা যে হুকুম দেন্ তাহা যদ্যপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে জারী করিতে হয় তবে তাহা পশ্চাৎ লিখিত মতে পাঠান যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে আদালতে কার্য্য উপস্থিত থাকে তাহার এলাকার মধ্যে যখন এই আইনের ক্ষমতাক্রমে সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ে কোন হুকুম দেওয়া যায় তখন ঐ আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ সেই বিষয়ে প্রথম যে হুকুম দেন্ তাহার দ্বারা অথবা পশ্চাৎ দেওয়া কোন হুকুমের দ্বারা ঐ হুকুমে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐমত কোন ব্যক্তিকে আপনার নিজ বাস স্থানে অথবা আবশ্যক বা ভদ্র হইলে অন্য কোন স্থানে হাজির হইতে এবং যে সকল দলীল ও কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় তাহা আনিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং যদি কেহ ঐমত হুকুম জানিয়া শুনিয়া লঙ্ঘন করে তবে তাহা আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং অন্যং গতিকে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করিলে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সেই দণ্ড হইবেক। কিন্তু আদালতে হাজির হইলে খরচ ও সময় ক্ষতির বিষয়ে টাকা দেওয়া এক্ষণে যেং গতিকে নির্দ্দিষ্ট আছে এই আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তির প্রতি হাজির হইবার হুকুম হয় তাহারা সেইং গতিকে খরচ ও সময় ক্ষতির টাকা পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে প্রেরণকরা কোন হুকুম অথবা কমিস্যনের দ্বারা যে প্রত্যেক আদালত বা ব্যক্তিকে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁহারা ঐ জোবানবন্দী শপথপূর্ব্বক লইতে পারেন্ অথবা যে স্থলে মোকদ্দমার বিচারের সময়ে প্রতিজ্ঞা লওয়া যাইতে পারে অথবা লইবার হুকুম আছে সেই স্থলে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সকল জোবানবন্দী লইতে পারেন্ এবং সেইরূপে জোবানবন্দী লইতে ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি কোন ব্যক্তি সেইরূপ শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া এবং দুষ্টামী করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে ঐ অপরাধি ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষে দোষী জ্ঞান হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তি অন্যেরে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয় সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের প্রবৃত্তি দেওনের দোষে দোষী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে কোন হুকুম অথবা কমিস্যন পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহা প্রেরণকারি

আদালত অথবা জজ সাহেবের ইহা নিশ্চয় করিয়া জানান উচিত যে ঐ এলাকার মধ্যে না থাকনপ্রযুক্ত কিম্বা পিড়া বা আইনসিদ্ধ অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত সাক্ষী জোবান বন্দী দিবার নিমিত্ত নিরূপিত সময়ে হাজির হইতে পারিবেক না ইহা বিশ্বাসকরণের উপযুক্ত কারণ আছে। এবং ঐরূপ কমিস্যন দেওনের পূর্ব্বে কমিস্যনদেও নিয়া আদালত ঐ কমিস্যনক্রমে যে সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হয় তাহার এক্ষণকার বাস স্থানের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন এবং কমিস্যনদেও নিয়া আদালতের তুল্য শ্রেণীর অথবা অধঃস্থ শ্রেণীর কোন্ আদালত সাক্ষির নিবাসের অতিনিকট এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন এবং তুল্য শ্রেণী অথবা অধঃস্থ শ্রেণীর যে আদালতের দ্বারা অক্লেশে ঐ হুকুম জারী হইতে পারে এইমত আদালতের নামে সামান্যতঃ ঐ কমিস্যন দেওয়া যাইবেক। কিন্তু তুল্য শ্রেণীর অথবা অধঃস্থ শ্রেণীর কোন্ আদালতের দ্বারা অক্লেশে কর্ম্ম হইতে পারে এই বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ হয় তবে যে জিলায় ঐ কমিস্যন জারী করিতে হয় তাহার মধ্যে যে জজ সাহেবের এলাকা থাকে তাঁহার নামে তাহা দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে হয় নিজ আদালতে ঐ কমিস্যনের কার্য্য করিবেন অথবা তাঁহার জিলার মধ্যে কোন অধীন আদালতকে তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন্ তাহা হইলে ঐ কমিস্যন প্রথমত ঐ অধীন আদালতের নামে হইলে যে রূপ এই আইনের কার্য্য সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত প্রমাণ না হয় যে জোবানবন্দীদায়ক ব্যক্তি আদালতের এলাকার বাহিরে আছে অথবা মরিয়াছে অথবা রোগ কি দৌবল্যপ্রযুক্ত স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত হাজির হইতে পারে না অথবা কারসাজীবিনা আদালতের মোকামহইতে ৫০ ক্রোশের অধিক দূরে আছে অথবা নিতান্ত আইনের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতে স্বয়ং হাজীর হইতে ক্ষমা পাইয়াছে অথবা যদ্যপি আদালত আপনার বিবেচনাক্রমে উক্ত সকল বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া ক্ষমা না করেন্ অথবা সেইরূপ জোবানবন্দী লওনের কারণ জোবানবন্দী পাঠ করণের সময়ে নিবৃত্ত হইয়াছে ইহার প্রমাণ হইলেও যদ্যপি আদালত কোন সাক্ষির জোবানবন্দী সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করিতে হুকুম না দেন্ তবে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহার অনুমতি বিনা তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করা যাইবেক না। এবং সাক্ষিকে হাজির করা গেলে এবং সে আপনার সাক্ষ্য দিলে আদালত আপনার বিবেচনাক্রমে তাহার জোবানবন্দী পাঠ করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং যে সকল জোবানবন্দী এই আইনক্রমে লওয়া যায় তাহা নিয়মিতমতে সহী হইলে দস্তখতের বিষয়ের প্রমাণ না লইয়াও তাহা আদালতের বিবেচনাক্রমে পাঠ করা যাইতে পারে ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত ভিন্ন অন্য কোন

আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ এই আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার নির্দ্দিষ্ট উক্ত প্রকার কমিস্যন অথবা হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারী হওনার্থ দিতে পারেন্ এবং ঐ প্রকার সকল কমিস্যন এবং হুকুম কোন আদালতভিন্ন অন্য কাহারু নামে দিতে হইলে তাহা ঐ সীমার মধ্যে বা তাহার কোন ভাগে যে কোর্ট রিক্বেষ্টের এলাকা থাকে তাঁহার নামে হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে যেং রাজা ও অধিকারিরা মৈত্রভাবে আছেন তাঁহারদের রাজ্যের মধ্যে জারীহওনার্থ উক্ত প্রকার কমিস্যন এবং হুকুম এই আইনক্রমে প্রেরণ হইতে পারে। এবং শেষোক্ত রাজ্যের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহারদিগের তাহা প্রতিপালন করিতে ইহার দ্বারা হুকুম হইল এবং যদ্যপি তাঁহারা ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন্ তবে যে আদালত অথবা জজের দ্বারা ঐ কমিস্যন অথবা হুকুম প্রেরণ করা গিয়া থাকে তাঁহার এলাকার মধ্যে তাহারদিগকে পাওয়া গেলে ঐ এলাকার মধ্যে সেই অপরাধ করিলে যেরূপ দণ্ডনীয় হইতেন সেইরূপ দণ্ডনীয় হইবেন। এবং ঐ কমিস্যন অথবা আজ্ঞার সম্পর্কে যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন আদালতে দণ্ডনীয় হইতে পারিবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে আদালতে উপস্থিতহওয়া কার্য্যের নিমিত্ত সাক্ষির আবশ্যক সেই আদালতের এলাকার বাহিরে অনুপস্থিত কোন সাক্ষির জোবানবন্দীর আবশ্যক হইলে এবং ঐ কমিস্যন কোন আদালতের নামে দেওয়া গেলে ঐ আদালত পুর্ব্বোক্তমত হুকুম আপনি না দিলেও সেই হুকুমের খামখা না মাননের দোষ আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সাক্ষ্য দেওনের অস্বীকার বা ত্রুটির যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে সেই দণ্ড করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২৮ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

(বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে আবকারীর উৎপন্ন রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষাকরণের নিমিত্ত ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন২ জরীমানা নির্ণয়করণ বিষয়ের আইন।)

১ ধারা।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ১৪ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের উক্ত ধারাক্রমে যেং অপরাধী দণ্ডনীয় তাহারা দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা অথবা তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং জরীমানার টাকা না দিলে উক্ত মিয়াদের অনধিক কাল কয়েদের যোগ্য হইবেক। এবং উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট আবকারীর রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রত্যেক গতিকে ঐ দণ্ডের হুকুম দিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৫ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন এদেশীয় সেনাপতি ও সেনারদের নিমিত্ত সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের বিষয়ি আইন শুধরণপূর্ব্বক এক আইনে সংগ্রহকরণের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের বিষয়ি সমস্ত আইন ও আইনের ভাগ রদ হইল। কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর রাজধানীর সৈন্যেরা যেং ছাউনি এবং থানাতে থাকে তাহার সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারকরণের নিমিত্ত ঐং রাজধানীর চলিত বিধানানুসারে উপযুক্তমত ক্ষমতা প্রাপ্ত ও নিযুক্তহওয়া এক জন সেনাপতি সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশের চলিত বিধানানুসারে সৈন্যসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে নালিশ পঞ্চাইতের দ্বারা বিচারকরণে যে রীতি আছে তাহা এই আইনের কোন কথার দ্বারা মতান্তর অথবা অন্যথা হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে দৃষ্টি রাখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যের কার্য্যে নিযুক্ত এদেশীয় সৈন্যের দের নিমিত্ত যুদ্ধের যে আইন আছে তাহার অধীন এদেশীয় সেনাপতিরদের এবং সেনারদের এবং অন্যং ব্যক্তিরদের অথবা সৈন্যের কোন থানায় কিম্বা ছাউনিতে বাসকারির এবং সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারে কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায়কারির নামে কর্জের কি বস্তুবিষয়ে যে নালিশ হয় যদ্যপি তাহার মূল্য ২০০/ টাকার অধিক না হয় এবং ঐ মোকদ্দমার হেতু হওনকালে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হওনসময়ে যদি আসামী উপরের লিখিতমত ব্যক্তি ছিল তবে ঐ নালিশ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতে বিচার্য্য হইবেক এবং অন্যত্র বিচার্য্য হইবেক না। কিন্তু জাতিবিষয়ক অথবা স্থাবর বস্তুর স্বত্ব বিষয়ক বিবাদ ভঞ্জনার্থ কোন মোকদ্দমা এই আইনক্রমে সৈন্যসম্পর্কীয় কোন আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যের কোন থানার কিম্বা ছাউনির সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব অথবা রণভূমিতে উপস্থিত সৈন্যের কোন অংশের সৈন্যাধ্যক্ষ সেইরূপ সৈন্য সম্পর্কীয় আদালত নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং যে রাজধানীর অধীন দেশে ঐ সৈন্যের থানা বা ছাউনি থাকে তাহার তৎসময়ে যে ব্যক্তি প্রধান সেনাপতি হন্ তাঁহার হুকুমানুসারে অথবা যদ্যপি সেইরূপ হুকুম না হয় তবে ঐ আদালত নিযুক্তকারি সেনাপতি সাহেবের বিবেচনাক্রমে ঐ আদালতের বিচারকেরা নিযুক্ত হইবেক। ঐ আদালতে হয় অন্যূন তিন জন ইউরোপীয় সনদী সেনাপতি কিম্বা এদেশীয় অন্যূন তিন জন সনদী সেনাপতি থাকিবেন এবং দেশীয় সেনাপতি নিযুক্ত হইলে ঐ আদালতের সমস্ত বিষয়ের কর্তৃত্ব করণের এবং তাহা লিখিয়া রাখনের নিমিত্ত ৫ বৎসরের কম নয় যিনি সৈন্যের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এমত এক জন ইউরোপীয় সেনাপতি থাকিবেন। কিন্তু যে সৈন্যের থানা বা ছাউনিতে কোন মোকদ্দমার হেতু জন্মে অথবা আসামী বাস করে তাহাতে যদি আদালতকরণের তুল্য সংখ্যক সেনাপতি না থাকেন তবে তাহার অতিনিকট যে থানা বা ছাউনিতে পূর্ব্বোক্তমতে সৈন্যসম্পর্কীয় আদালত হইতে পারে সেই স্থানে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই প্রকার সৈন্যসম্পর্কীয় আদালত মাসেং নিযুক্ত হইবেক এবং প্রতিমাসের মাহিয়ানা বাহিরহওনের পূর্ব্বে কোন সুবিধামত দিনে বৈঠক করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশীয় সৈন্যেরদের বিষয়ে কোর্ট মার্স্যলে উপস্থিত মোকদ্দমায় যেং ব্যবহার চলিত আছে সাধ্যপর্য্যন্ত সেইং ব্যবহারানুসারে উক্ত আদালতের কার্য্যের রীতি হইবেক। এবং সাক্ষি তলবের বিষয়ে কোর্ট মার্স্যলের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা এই আদালতের থাকিবেক। কিন্তু এই আদালত কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের জোবানবন্দী লইতে এবং আপনার বিবেচনামতে তাহারদের হাজির করাইতে বা না করাইতে সর্ব্বদা ক্ষমতা রাখিবেন এবং গরহাজির ব্যক্তি ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা এইরূপ প্রত্যেক আদালতেরো থাকিবেক কিন্তু সৈন্যসম্পর্কীয় কোন কোর্ট রিক্রেষ্টের হুকুমকরা কোন কমিস্যনক্রমে যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা তৎপরে নিযুক্ত সেইরূপ আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। এবং ঐ কমিস্যন যে আদালতের নামে হয় তাহা যদি ঐ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের এলাকার

বাহিরে না থাকে তথাপি ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে এই আইনক্রমে যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্ট সেইরূপ কমিস্যন পাঠাইতে পারেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সাক্ষিরা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে অথবা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা মিথ্যা শপথ করিলে তাহারা এবং যে ব্যক্তিরা সাক্ষির দিগকে মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দেয় তাহারা যদ্যপি যুদ্ধের আইনের অধীন থাকে তবে কোর্ট মার্শ্যলের দ্বারা বিচারিত ও দণ্ডিত হইবেক এবং সৈন্যসম্পর্কীয় অপরাধের বিচার হইলে ঐ অপরাধির দণ্ডের নিমিত্ত যুদ্ধের আইনে যেং বিধি আছে তাহা খাটিবেক। কিন্তু যদি তাহারা যুদ্ধের আইনের অধীন না থাকে তবে কোম্পানি বাহা দুরের যে ফৌজদারী আদালত সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেই আদালতের সামান্যতঃ ফৌজদারী বিষয়ে অপরাধির উপর এলাকা থাকুক বা না থাকুক ঐ নিকটস্থ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় সেইরূপ অপরাধ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ অপ রাধির বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদ্যপি যুদ্ধসম্পর্কীয় বা অসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় বা ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি কথা বা চিহ্ন কি অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ভয় দেখায় অথবা স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া বা না থাকিয়া অন্য কোন প্রকারে যুদ্ধসম্পর্কীয় কোন কোর্ট রিক্রেষ্টের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায় তবে সেই ব্যক্তি যদি যুদ্ধের আইনের অধীন থাকে তবে কোর্ট মার্শ্যলের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবেক এবং যদি সৈন্যের আইনের অধীন না থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের যে ফৌজদারী আদালত সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেই আদালতের সামান্যতঃ ফৌজদারী বিষয়ে অপরাধির উপর এলাকা থাকুক বা না থাকুক ঐ নিকটস্থ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় সেইরূপ অপরাধ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ অপরাধির বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের বিচারহওয়া প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্য্যের এক রোয়দাদ রাখা যাইবেক। এবং যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়া ছিল তাহার স্থূল ভাগ এবং যে সাক্ষ্য আইনমতে অগ্রাহ্য বা অসম্পর্কীয় বলিয়া বা অন্য কোন হেতুতে হেয় হইয়াছিল সেই সাক্ষ্যের ভাব ঐ রোয়দাদে লেখা থাকিবেক এবং ঐ আদালতের বিচারকেরা তাহাতে সহী করিবেন। এবং কার্য্যসকল সমাপ্ত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ঐ রোয়দাদ অথবা তাহার এক নকল ঐ প্রত্যেক আদালতের ইউরোপীয় সভাপতি অথবা কর্ত্তৃত্বকারি কার্য্যকারকের দ্বারা

ঐ সৈন্যের থানার বা ছাউনির সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি দাওয়া ২০০) টাকার অধিক হয় অথবা স্বতন্ত্র নানা দাওয়া তাহার অধিক হয় তবে একি ফরিয়াদী বা ফরিয়াদীসকল একি জন আসামীর স্থানে ২০০) টাকার অধিক আদায় করিতে পারিবেক না। এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের পূর্ব্বে যদি দেনা হইয়া থাকে তবে তাহার দাওয়ার বিষয়ে কোর্ট রিকুেষ্টের ফয়সলা হইলে সেই দাওয়ার টাকা পাইবার নিমিত্ত অথবা সেই হেতুর নিমিত্ত অন্য কোন দাওয়া বা পুনর্দাওয়া কোন আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না। এবং আসামী কোন বিপরীত দাওয়া করিলে ঐ প্রকার সৈন্যসম্পর্কীয় আদালত তাহা বিবেচনা করিতে পারেন। এবং উভয় বিবাদির মধ্যে টাকার সুদের বিষয়ে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা যদি সামান্য টাকার কারবারে দেশের ব্যবহারাপেক্ষা অধিক না হয় তবে ঐ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালত সেই সুদ দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং ক্রয়করা ও দেওয়া জিনিসের বিষয়ে টাকা পাওন বিনা ২০) টাকা র ঊর্দ্ধ কর্জের দাওয়া এই আইন জারীহওনের পর যে করারক্রমে হয় তাহার বিষয়ে এই আবশ্যক হইবেক যে তাহা লিখিত হইবেক এবং আসামীর ভাষায় লেখা হইবেক এবং তাহাতে আসামীর অথবা তাহার পক্ষে ফরিয়াদীভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহী থাকিবেক। কিন্তু যে কর্জ ৬ বৎসরের অধিক হইয়া থাকে তাহার বিষয়ি মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের পুর্ব্বে যদি ৬ বৎসরের মধ্যে তাহা পরিশোধকরণের স্পষ্ট অঙ্গীকারের প্রমাণ না দেওয়া যায় তবে তাহার বিষয়ে কোন মোকদ্দমা কোন কোর্ট রিকুেষ্টে গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের কোন এক জন সৈন্যসম্পর্কীয় কোন কোর্ট রিকুেষ্টের হুকুম পাইয়া যদি স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির দ্বারা হাজির না হয় অথবা আপনার সাক্ষি না আনায় ঐ আদালতের যদি এইমত হৃদ্বোধ হয় যে ঐ ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য তাহার সংবাদ তাহাকে রীতিমত দেওয়া গিয়াছিল তবে সে ব্যক্তি হাজির না হইলেও আদালত মোকদ্দমার শেষ করিতে পারেন। এবং যদ্যপি এইমত গতিকে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তবে সেই মোকদ্দমার হেতুর নিমিত্ত ঐ ব্যক্তি নূতন মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে পারিবেক না ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সেনাপতি সাহেবের নিকটে পুর্ব্বোক্তমতে রোয়দাদ প্রেরণ করা যায় তিনি তাহা পুনর্বিচারের নিমিত্তে সেই সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট

রিক্রেষ্টে অথবা অন্য কোন সেইরূপ আদালতে পাঠাইতে পারেন। এবং এইরূপ হইলে যদি আইনঘটিত কোন দোষ না থাকে তবে দ্বিতীয় ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক। আইনঘটিত দোষ থাকিলে সেই বিষয় দেশের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক এবং তিনি সমস্ত কার্য্য রদ্ করিতে পারেন্ এবং তাহাতে পুনর্ব্বার মোকদ্দমাকরণের কোন ব্যাঘাত হইবেক না। কিন্তু নূতন মোকদ্দমা হইলে যে সাক্ষ্য প্রথম মোকদ্দমাতে না দেওয়া গিয়া থাকে সেই সাক্ষ্য আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন্ ইতি।

১২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক ফরিয়াদী আপনার দাওয়া লিখনের দ্বারা প্রস্তাব করিবেক এবং ছাউনির ষ্টাফ আফিসরনামক কার্য্যকারকের নিকটে দাখিল করিবেক। ঐ দাওয়া সেই ছাউনির ষ্টাফ আফিসর এক তফসীলে লিখিবেন এবং ঐ তফসীল আদালতের বৈঠকের অন্যূন দুই দিবস পূর্ব্বে পল্টনের আজিটাণ্ট সাহেবের অথবা নানা সিরিশ্‌তার প্রধান কার্য্যকারকেরদের নিকটে পাঠান যাইবেক। এবং ঐ পল্টনের অথবা সিরিশ্‌তার সম্পর্কীয় আসামীরদিগকে উপযুক্তমতে তলব করণের বিষয়ে ঐ আজিটাণ্ট অথবা সিরিশ্‌তার প্রধান কার্য্যকারকেরা দায়ী হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের প্রত্যেক ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে ছাউনির হুকুমের বহীতে তাহা প্রকাশ করা যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের ডিক্রী ঐ আদালতের হুকুমমতে সাধারণরূপে অথবা বিশেষরূপে জারী হইতে পারে। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব আদালতের হুকুম হইলেও আপনার বিবেচনামতে ঐ ডিক্রী সাধারণরূপে অথবা বিশেষরূপে জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সাধারণরূপে ডিক্রী জারীকরণের হুকুম হইলে যদি ঐ কর্জের টাকা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ না করা যায় তবে আসামীর যে জিনিস সৈন্যের থানা বা ছাউনির সীমার মধ্যে অথবা অন্যত্র পাওয়া যায় তাহা সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের দস্তখতকরা হুকুমের ক্ষমতানুসারে ক্রোক ও বিক্রয় হইয়া টাকা আদায় হইবেক এবং আসামীর জিনিসের মধ্যে সৈন্যের থানা বা ছাউনির অন্তঃপাতি তাহার বাটী বা

অন্য কোন প্রকার ঘর গণ্য হইবেক। এবং যদি প্রচুরমতে জিনিস না পাওয়া যায় এবং যদি আসামী সেনা না হয় তবে সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া সৈন্যের থানার কি ছাউনির নিকটস্থ কোন দেওয়ানী জেলখানায় (এবং সেই নিমিত্ত ১৮৪০ সালের ২ আইনের বিধি অশিবেক) অথবা সৈন্যের থানার কি ছাউনির সীমার মধ্যস্থিত অন্য কোন উপযুক্ত কয়েদী স্থানে কর্জের টাকা ২ মাসের মধ্যে পরিশোধ না হইলে ২ মাসপর্য্যন্ত কয়েদ হইবেক এবং যদ্যপি তাহার পর কোন সময়ে তাহার কোন জিনিস ঐ সৈন্যের থানার কিম্বা ছাউনির সীমার মধ্যে বা অন্যত্র পাওয়া যায় তবে তাহা ক্রোক হইয়া কর্জ পরিশোধের নিমিত্ত বিক্রয় হইবেক। এবং যদি আসামী সেনা হয় এবং তাহার যুদ্ধসরঞ্জাম ও আবশ্যক দ্রব্যব্যতিরিক্ত যদি অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিলে কর্জ পরিশোধ না হয় তবে নীচের লিখিত বিধানানুসারে আসামীর মাহিয়ানাহইতে মাসে২ কিছু বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা পরিশোধকরণের নিমিত্তে হুকুম হইতে পারে ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যখন বিশেষরূপে ডিক্রী জারী হয় তখন ঐ কর্জা টাকা আসামীর মাহিয়ানা ও উপরি প্রাপ্তিহইতে দেওয়া যাইবেক এবং অন্য প্রকারে দেওয়া যাইবেক না। এবং ঐ ডিক্রীর এক সর্টিফিকট এবং তাহার উপর ঐ হুকুম অথবা বিধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা লিখিত এবং দস্তখৎ হইলে তাহাতে মাসং ঐ টাকা কাটিয়া লওনের প্রচুর ক্ষমতা হইবেক। কিন্তু কোন এক মাসে কোন সনদী সেনাপতির বেতন ও উপরি প্রাপ্তির অর্দ্ধেকের অধিক কিম্বা কোন বেসনদী সেনাপতির বা সেনার বেতন ও উপরি প্রাপ্তির চারি অংশের এক অংশের অধিক লইতে হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের সীমার বাহিরের কোন স্থানে কর্জের বা কোন জিনিসের মোকদ্দমা যে কোন মূল্যের হউক ঐরূপ সৈন্য সম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে পুর্ব্বোক্তমতে যুদ্ধের আইনের অধীন ব্যক্তিরদের বিপরীতে হইতে পারে। কিন্তু ঐ সীমার বহির্ভূত এইরূপ সৈন্য সম্পর্কীয় আদালতে কেবল ইউরোপীয় সেনাপতি সাহেবেরা বিচার করিবেন। এবং যদি দাওয়া ২০০/ টাকার অধিক হয় তবে নিকটস্থ রাজধানীর সদর আদালতে তাহার আপীল হইতে পারে এবং ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন আদালতে আপীলের বিষয়ে যে হুকুম চলন আছে তদনুসারে আপীল হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ইহার পুর্ব্বে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা

অথবা আগামি ১০ আগস্ট তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার কার্য্যের বিষয়ে এ আইন খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৯ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

/ মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইন শুধরিবার আইন। /

[হেতুবাদ।]

১ ধারা।

যেহেতুক ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদিগের উপকারের নিমিত্ত মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ জমীদারীর সাময়িক নীলামের সংখ্যা নিরূপণ করিতে এবং ঐ বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লওয়া রহিত করিতে এবং যে মহালের সমুদয় ভূমির মাল গুজারী নিয়মিত দিবসে বা নিয়মিত দিবসের পূর্ব্বে না দেওয়া যায় সেই মহাল নিশ্চিত এবং প্রকাশিত সময়ে নীলাম করণের হুকুম করিতে এবং অন্যা২ প্রকারে ভূমির মাল গুজারী আদায়করণার্থ আইন শুধরিতে উচিত বোধ হইল।

[রদহওয়া আইন।]

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এবং ৩৬ ও ৩৮ ধারাব্যতিরিক্ত ১৮২২ সালের ১১ আইন এবং ১৮৩০ সালের ৭ আইন রদ হইল কেবল উক্ত আইনের যে বিধির দ্বারা অন্য আইন বা আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা বহাল থাকিবেক।

[সুদ ও জরীমানা রহিত।]

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এ আইনের ৩৫ ধারার নিরূপিত তারিখের পর যে

ভূমির মালগুজারী বাকী পড়ে তাহার উপর কিছু সুদ বা জরীমানার দাওয়া হইবেক না ইতি।

[নীলামের নিরূপিত দিবস।]

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাঁহারদের অধীন ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া প্রত্যেক জিলা বা প্রদেশের বিষয়ে প্রতিবৎসরে যে২ নিশ্চিত তারিখে মহাল বিক্রয়ের দ্বারা তাহার ভূমির মালগুজারীর বাকী আদায়করণের কার্য্য আরম্ভ হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন। এবং বোর্ডের সাহেবেরা ঐ নিরূপণকরা তারিখের সমাচার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন। আরো প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এই আইনক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের কাছারীতে এবং জজ ও মাজিস্ট্রেট সাহেব এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও সদর মুনসেফের কাছারীতে ঐ সমাচার প্রত্যেক জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যে২ তারিখ ঐমত নিরূপণ হইবেক সেইং তারিখ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা পূর্ব্বোক্তমতে ইশ্‌তিহার ও এত্তেলাদেওনের দ্বারা পরিবর্ত্ত না করিলে পরিবর্ত্ত হইবেক না। এবং ঐ ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা উক্তমতে প্রথমবার প্রকাশ হওনের পর যে বৎসরে নূতন তারিখ বা তারিখ সকল আমলে আসিবেক তাহার পূর্ব্বের মালগুজারীসম্পর্কীয় বৎসর সমাপ্ত না হওনের অন্যূন তিন মাস পূর্ব্বে ঐমত ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং নীলামের নিমিত্ত যে প্রত্যেক দিবস নিরূপিত হয় তাহার অন্যূন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ১৫ দিবসপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাছারী ও আদালতে ইশ্‌তিহার লট্‌কাওনের দ্বারা নিয়ত অন্য এক এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে কালেক্টর সাহেব যেং মহালে বাকী পড়িয়াছে এবং প্রত্যেকের উপর যত টাকা বাকী আছে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা যত ব্যক্তি জানিতে চাহে তাহার দিগকে নিতান্ত দিবেন ইতি।

[জমা ধার্য্য না হওয়া দেশে ও বারাণসে বর্জ্জিত কথা।]

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ইস্তমরারী জমা যেং জিলাতে ধার্য্য হয় নাহি সেইং জিলায় এবং সুবে বারাণসে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্ত নীলাম করিতে হইলে প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হওয়া গেলে কোন নীলাম হইবেক না ইতি।

[বাকী এই কথার অর্থ।]

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রকার সন ধরিয়া কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তীবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সেই বৎসরের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া যায় তবে ঐ না দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি।

[বাকীপড়া সকল জমীদারী নীলাম হইবেক।]

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত বর্জিত বিষয়ব্যতিরেকে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ে যে সকল ভূমির মালগুজারী বাকী থাকে তাহা ঐ নিরূপিত দিবসে অথবা পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার পর দিবস বা দিবসসকলে কালেক্টর সাহেবের অথবা নীলামের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে সরকারহইতে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ের পর খাজানার টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে ঐ নীলামের সময়ে অথবা তাহার পরে নীলামের নিবারণ অথবা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

[কমীকরণ এবং জমাখরচে ভুক্তিয়া লওনের দাওয়া।]

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফহওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমাকরণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইতে পারিবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকীপড়া টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে এমত বাকীদারের টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের

নামে লেখা থাকে এবং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পর কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের নামে জমা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি।

[বর্জ্জিত বিষয়।]

৮ ধারা।

কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এক এস্তেলানামাতে বাকী টাকার অথবা দাওয়ার প্রকার ও সংখ্যা বিশেষরূপে জিলার চলিত ভাষায় লেখাইয়া নীলামের তারিখ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পোনের দিনের কম না হয় এত পূর্ব্বে ঐ এস্তেলানামা কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে কোন কার্য্যকারকের দ্বারা নীলাম হইবেক তাঁহার কাছারীতে এবং ইশ্‌তিহার হওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকায় থাকে সেই সাহেবের কাছারীতে ও জিলার সমস্ত প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন ও মনসেফদিগের কাছারীতে এবং এস্তেলানামাসম্পর্কীয় জমীদারী বা জমীদারীর অংশ যে পোলীসের এলাকায় থাকে সেই এলাকার পোলীসের থানায় এবং জমীদারীর মালের কাছারীতে কি জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইয়া না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায়করণের কারণ কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না। উক্ত যেং কার্য্যকারকের কাছারীতে ঐ এস্তেলানামা ঘোষণা হয় তাঁহারা একং রসীদ দিয়া ঐ ঘোষণাহওয়া জ্ঞাত করিবেন এবং জমীদারীতে প্রকাশহওনের প্রমান ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত পেয়াদা বা অন্য ব্যক্তি দিবেক। এবং ঐ এস্তেলাতে ইহা জ্ঞাত করা যাইবেক যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিন সূর্য্যাস্তের পর বাকী বা দাওয়ার টাকা দেওয়া গেলে বা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে নীলামের সময়ে বা তাহার পরে নীলামের নিবারণ বা ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না ইতি।

বিশেষতঃ প্রথম। ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জমীদারীর বাকী অথবা সেই রূপ জমীদারী নীলামের দ্বারা যে বাকী আদায় করিতে হয় তাহা।

দ্বিতীয়। হালের অথবা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ছাড়া বাকী।

তৃতীয়। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী।

চতুর্থ। আদালতের কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে মহাল ক্রোক হইয়াছে তাহার বাকী।

পঞ্চম। তাগাবী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজস্বের বাকী আদায়করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।

[মালিকভিন্ন অন্য ব্যক্তির টাকা দেওন।]

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ জমীদারীর বিষয়ে পাওনা মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানৎ স্বরূপ লইতে পারেন্ এবং যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ জমীদারীর হিসাবে জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া ঐ জমীদারী কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন্। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারীতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে ঐ আমানতী টাকা সুদসমেত ঐ জমীদারীর মালিকের স্থানে আদায় করিতে পারিবেক ইতি।

[ওয়ার্ডসের এবং নাবালকের জমীদারী। রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হওয়া জমীদারী। আদালতের দ্বারা ক্রোকহওয়া জমীদারী।]

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জমীদারী থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালকমাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার তত্ত্বাবধারণের ভার লন্ নাহি ঐ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ এক কি ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুমব্যতিরেকে

অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্ তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকীপড়া মালগুজারীর নিমিত্তে নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি।

[নীলাম ক্ষমা। বিশেষ নিয়ম।]

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং সেই প্রকারে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্তহওনের পর সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব রীতিমত এক রুবকারীতে লিখিবেন। কিন্তু যদ্যপি নীলাম ক্ষমাকরণের ঐ হুকুম কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে কমিস্যনর সাহেব নীলাম ক্ষমার যে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন তাহার দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেবের অথবা সরকারহইতে নীলাম করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে নীলাম সামান্যতঃ হইবেক কিন্তু যখন ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কাছারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

[নীলাম বিলম্বকরণ।]

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন্ কিম্বা আরম্ভ

করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন্ তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন্। এবং ঐরূপ বিলম্ব করণের কারণ রুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশ্‌তিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং এইরূপে যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন্ সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এপ্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এবং তাহার সংবাদ না দেওয়া যায় তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম নিয়ত হইবেক ইতি।

[নীলামের ক্রম।]

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের নিরূপিত দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের শেষ নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐমতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি ইতি।

[খরীদের বায়নার টাকা।]

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমীদারীর খরীদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা নীলাম শেষহওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমীদারী তৎক্ষণাৎ নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।

[খরীদের অবশিষ্ট টাকা।]

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ক্রেতা যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই দিবসের

পর ত্রিংশত্তম দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহার মূল্যের সমুদয় টাকা ঐ খরীদারের দিতে হইবেক। এবং যে দিবসে নীলাম হইয়া থাকে তাহা ঐ ত্রিংশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন হয় তবে ত্রিংশত্তম দিবসের পর যে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হয় সেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত দিবসে টাকা দিতে ত্রুটি করে তবে সেই সময়ে এবং তৎপরে যতবার ত্রুটি হয় ততবার বায়নার টাকা সরকারে দণ্ডস্বরূপ লওয়া যাইবেক এবং ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক এবং ত্রুটিকারি ক্রেতার ঐ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর কোন দাওয়া থাকিবেক না। এবং যে নীলাম শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্যে ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এবং ঐ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হওয়া জমীদারীর বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক এবং যদি একবারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ত্রুটি হয় তবে ত্রুটিকারি ডাকনিয়ারা প্রত্যেক জন যত ডাকিয়াছিল তাহার সংখ্যা পর্য্যন্ত ঐ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এবং একেং দায়ী হইবেক কিন্তু এইরূপ যতবার পুনর্নীলাম হয় তাহা এই আইনের ৮ ধারার নির্দ্ধারিত এস্তেলা ও নিয়মানুসারে করা যাইবেক ইতি।

[নীলামের এস্তেলার পর রাইয়তের খাজানা দেওয়া স্থগিতকরণ।]

১৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন জমীদারী বিক্রয় হইলে কালে কূটর সাহেব অথবা উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক আপন কাছারীতে এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফ ও পোলীসের দারোগার এলাকা বা এলাকাসকলের মধ্যে ঐ জমীদারীর কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজা দিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে ইশ্‌তিহারের লিখিত তারিখ অবধি এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত ২১ ধারার নিরূপিত ইশ্‌তিহারের তারিখপর্য্যন্ত যে খাজানা দেনা হয় তাহারা তাহা না দেয় এবং ঐ দুই তারিখের মধ্যে তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর ক্রেতার হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি।

[আপীল।]

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন্ নতুবা লইতে পারেন্ না। এবং এই রূপে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন্ যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন্ এবং যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম দিবেন। ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা যত কাল গচ্ছিত ছিল তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সুদঅপেক্ষা অধিক হইবেক না। এবং এই মত গতিকে কমিস্যনর সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[গবর্ণমেণ্ট জমীদারী ফিরিয়া দিতে পারেন্।]

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন্ যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে আপীলের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন্ এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন্ এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্ এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যে নিয়ম তাঁহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেই নিয়মে ঐ জমিদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন্ ইতি।

[নীলাম যে সময়ে চূড়ান্ত হইবেক তাহা।]

২০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের ১৩ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব

হয় নাই সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপীল হইয়াছে এবং ঐ আপীল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে, তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখঅবধি তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

[অধিকারের নিদর্শন।]

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে ক্রেতাকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন।

আমি অমুক জ্ঞাপন করি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং তাহার পরঅবধি আমলে আসিবেক।

অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বিক্রয় হওয়া জমীদারীতে অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত নিদর্শনপত্র জ্ঞান হইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী খারিজ দাখিল হওনের কার্য্য এক লিখিত ইশ্‌তিহারের দ্বারা আপনার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে এবং জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং নীলামের দিবসে যে সকল টাকা বাকী ছিল তাহা খরীদের টাকা লইয়া পরিশোধ করিবেন অথবা যদি পুনর্নীলামের দ্বারা ঐ নীলাম শেষে সম্পন্ন হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসে যে টাকা বাকী ছিল তাহা পরিশোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের নামে যে সকল পাওনা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমীদারীর রেজিষ্টরীহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকেরদের নামে আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রসীদদৃষ্টে নীচের লিখিতমতে ঐ টাকা দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্নং লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ লিখিত অংশমতে তাহারদিগকে টাকা

দিবেন কিন্তু যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অংশ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহা রদের সকলের দস্তখৎকরা একি রসীদদৃষ্টে মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খরীদের টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয়হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এবং ঐ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোককরণপূর্ব্বক তাহা ঐ ভূম্যধিকারিকে দিতে আটক হইবেক না। এবং যদ্যপি ঐ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথাকরণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারী যেপর্য্যন্ত সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় সেইপর্য্যন্ত সে আপনার ঐ ভূমির দখল পাইবেক না ইতি।

[বিনামী খরীদ।]

২২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে দেওয়া গিয়াছিল তবে খরচাসমেত নালিশ ডিসমিস হইবেক ইতি।

[নীলাম অন্যথাহওনের এত্তেলা।]

২৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন তবে এই আইনের ২১ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্তহওনের সংবাদ দিতে হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সাহেব কি উপরের উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক অসিদ্ধ হওনের সংবাদ সর্ব্বত্র দিবেন। এবং খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিলকরণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে তাহাকে সুদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

[খরীদার ওয়াসীলাতের দায়ী।]

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলামহওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকের সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি নীলামের দিনের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক কিম্বা যদ্যপি পুনর্নীলাম হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসের পরঅবধি মালগুজারীর যত কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী খরীদার হইবেক ইতি।

[দেওয়ানী আদালতে যে হেতুতে ও যে নিয়মে নীলাম অন্যথা হইতে পারে তাহা। বিশেষ নিয়ম।]

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ নীলাম হইয়াছিল। এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৮ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ২০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন্ না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকাহইতে কিছু টাকা গ্রহণ করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম ঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ক্রটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপুরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে নিষেধ হইল ইতি।

[নীলাম অসিদ্ধ হইলে টাকা ফিরিয়া দেওন।]

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ

সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

[বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে খাজানা বৃদ্ধিকরণ।]

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জিলার কোন জমীদারীতে মালগুজারী বাকী পড়িলে ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্ত এই আইনক্রমে বিক্রয়হওয়া ঐ জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরেকে ঐ জমীদারীর সমস্ত পাট্টাদার প্রজারদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না।

প্রথম। ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টাক্রমে নির্দ্ধারিত খাজানাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহা।

দ্বিতীয়। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ের বর্ত্তমান যে পাট্টার বিষয়ে এমত প্রমাণ দেওয়া যায় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যেং খোদকস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনের নিশ্চিত বিধানানুসারে যে খাজানা নিরূপণ হইতে পারে এইমত খাজানায় ভোগদখলকরণের অধিকার আছে তাহারদের ভূমি।

চতুর্থ। যেং ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্ম্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা প্রভৃতির আকরের নিমিত্ত কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থান কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্যং সেইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতার্থে মিয়াদী বা চিরকালের পাট্টাক্রমে উপযুক্ত খাজানায় দেওয়া গিয়া পাট্টার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে এইপর্য্যন্ত আসিতেছে সেইং ভূমি।

পঞ্চম। ভূমির সাবেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে ইজারা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই ইজারা। কিন্তু সেই সময় প্রত্যেক গতিকে ইজারদারেরা কালেক্টর সাহেবকে এক লিখিত এত্তেলা দিবেন এবং তাহাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে তাহা ও তাহার খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার নিয়ম ও ইজারদারেরদের নাম লেখা থাকিবেক। এবং যদ্যপি

কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন্। এবং কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে আপনার কাছারীতে এক ইশ্‌তিহার লট্‌কাইয়া যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি জানান্ সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা বর্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টাক্রমে দেওয়া গেলেও এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে কোন জমীদারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়া তাহা অন্যথা করিতে পারে ইতি।

[অন্য প্রকার পাট্টাদার।]

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৭ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায় তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এবং প্রথমতঃ যে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্থলাভিষিক্ত বা লিখনাদির দ্বারা তৎস্বত্বপ্রাপ্ত বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোক যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছে তাহা এবং শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রজাইত্যাদিরদিগকে যেং পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবং প্রথম বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরীদার রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী এবং তৎসম্পর্কীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যেং পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ কাল ঐ ভূমি ঐং কার্য্যে আইসে ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎ কাল কখন সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে যাহারা ভূমি নীলামে খরীদ করে তাহারা যে পাট্টাদারের পাট্টা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত হয় সেই পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে পূর্ব্বের মালগুজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহারদের স্থানে তাহার বেশী লইতে পারে কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদিপ্রযুক্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা পূর্ব্বের নিরূপিত জমার কিছু কমী দেওয়াতে পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজীবী জমাহইতে কম জমার পাট্টার অনুসারে ভূমি ভোগ করে কিম্বা এমত প্রমাণ

হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে অদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজাদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিবিদ্ধ কিছু বেশী কিম্বা আর কিছু তলব করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।

[স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পুর্ব্বের সকল পাট্টা বজায় রাখিতে পারেন।]

২৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যখন উপযুক্ত বুঝেন মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নিলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির তৎকালের অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমিসম্পর্কীয় যে২ পাট্টা কিম্বা হস্তান্তর করণের পত্র দিয়া থাকে কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়া থাকে সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝেন তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন যদি ইহা হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমিতে যে২ নিয়ম বহাল রাখণের হুকুম করেন সেই ভূমির লাট নীলামকরণের সময়ে কালেক্টর সাহেব সেই২ নিয়মের কথা সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর যে২ হুকুম করেন তাহাও প্রচার করাইবেন কিন্তু এই প্রকার নিয়মযুক্ত ভূমি নীলাম করণেতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি নীলামের তারিখপর্য্যন্ত ঐ ভূমির উপর মালগুজারীর যত টাকা বাকী হয় তাহার কম হয় কিম্বা সেই ভূমিতে ঐ২ নিয়মযুক্ত থাকিলে উত্তর কালে তাহার রাজস্ব পাওনের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক এমত বোধ হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ নিয়মযুক্ত ভূমির নীলাম এই আইনের ২০ ধারার নিরূপিত প্রকারে চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ নীলাম রদ করিতে এবং এই আইনের ২৭ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জিত বিষয়ের নিয়মব্যতিরিক্ত অন্য সকল নিয়ম ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পরে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত নীলামকরা ভূমি মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলামকরণের প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা হুকুম দিতে পারেন যে এই আইনের ২৭ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জিত বিষয় ব্যতিরেকে অন্য২ নিয়ম বর্জিত করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত করিয়া সেই মহাল নীলাম করা যায়। এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে ঐ নিয়ম বর্জিত নীলামেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা যদি নিয়মযুক্ত নীলামেতে পাওয়া মূল্যের টাকা হইতে অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের উপস্বত্ব বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি।

[রেজিষ্টরীহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া শরীক বা ভূম্যধিকারীর দ্বারা জমীদারী ক্রয়হওন।]

৩০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাঁটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অংশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারাক্রমে আপনারদের অংশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরীহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্ তাহা আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলাম হওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে তাহার পুনর্ব্বার দখল পান সেই ভূম্যধিকারী এবং জমীদারীর উপর যে বাকী পড়িয়াছে বা যে দাওয়া হইয়াছে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংযোগ হইয়াছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং নীলামের সময়ে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না তিনি এমত স্বত্ব পাইবেন না ইতি।

[বাকী খাজানা।]

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে তাহা নীলামের পূর্ব্বে যে কোন রীতিক্রমে আদায় করিয়া থাকেন্ সেই রীতিক্রমে নীলামের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন না ইতি।

[আদালতের অবজ্ঞা।]

৩২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয়ি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যে দফ্তরে কোন সময়ে কার্য্য করেন তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ করা কোন অবজ্ঞার ২০০) দুই শত টাকার অনধিকপর্য্যন্ত জরীমানা করিতে পারেন এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন্ এবং পুর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট

সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[টাকা দেওনের ত্রুটি।]

৩৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যে বায়না করণের দ্বারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।

[এ আইন যেখানে চলন হইবেক।]

৩৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবং দত্ত ও জয়করা যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেই২ দেশে এই আইনের কার্য্য হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা সিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ কি মলাকার বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

[যে তারিখঅবধি চলিবেক।]

৩৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪২ সালের ১ জানুআরি তারিখে এবং তাহার পর এই আইনের কার্য্য আরম্ভ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

অশুদ্ধশোধন।

১৮৪১ সালের ১২ আইনের ১৪ ধারা অশুদ্ধহওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত ১৪ ধারা পাঠ করিতে হইবেক।

নীলামের ক্রম।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের নিরূপিত দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের প্রথম নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐমতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি ইতি।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৬ আগস্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের বিধি স্পষ্টকরণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে আমদানীর সময়ে পীপাতে যত ওয়াইন শরাব ও শরাব রেজিষ্টরী হয় তাহাহইতে কিছু বাদ না দিয়া তাহারি উপর আমদানীর মাসুল নির্দ্ধার্য্য হইবেক। কিন্তু ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক গুদাম রাখনিয়া ব্যক্তির ঐ গুদামজাত বস্তুর বিষয়ে হাসিলের দফ্তরে হিসাবদেওন সময়ে ঐ ওয়াইন শরাব ও শরাব যত কাল গুদামজাত থাকে তত কাল বৎসরেং তাহার দশ ভাগের এক ভাগের হিসাবে কর্ত্তি বাদ দিয়া অবশিষ্টের উপর মাসুল দিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোনং গতিকে মফঃসল আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমায় কলিকাতানিবাসি ব্যক্তি দিগের জামিন দেওয়া রহিত করণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারানুসারে মফঃসল আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমায় কলিকাতানিবাসি ব্যক্তিরদের জামিনদেওনের আবশ্যক হওয়াতে অনেক ক্লেশ হইতেছে এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে মফঃসল আদালতের হুকুমক্রমে কলিকাতার মধ্যস্থিত সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে এবং সেইরূপ জামিন আর লওনের আবশ্যক নাই।

অতএব হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

জুষ্টিস অফ দি পীসেরদের ক্ষমতাপন্ন হওনার্থ শপথকরণবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক পীসের সনদক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরদের রীতিমত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার নিমিত্ত এখনপর্য্যন্ত যে নিয়মানুসারে শপথকরা উচিত বোধ আছে তাহাতে ক্লেশ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে পীসের সনদে যে সকল ব্যক্তি নিরূপিত ও নিযুক্ত হন্ তাঁহারা যে স্থানে ও যে স্থানের নিমিত্ত ঐ সনদ দেওয়া যায় সেই স্থানের কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে ঐ আদালতের বিচারক জুষ্টিস অফ দি পীস হউন কি না হউন তাঁহার সম্মুখে জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ত্তব্য শপথ করিলে ও তাহাতে দস্তখৎকরিলে ঐ সনদের মর্ম্মানুসারে সর্ব্ব প্রকারে জুষ্টিস অফ দি পীসের কার্য্য করিতে পারিবেন এবং যে আদালতে ঐ শপথ করাণ যায় সেই আদালতের রিকার্ডের মধ্যে ঐ দস্তখতী শপথপত্র গচ্ছিত করা ও রাখা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে প্রত্যেক জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবকে অন্য কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কার্য্যের যোগ্যতার শপথ করাইয়াছেন তিনি ঐ শপথকরণের সময়াবধি জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্ম করিতে রীতিমতে যোগ্য বোধ হইবেন এবং পূর্ব্বের জারীকরা অন্য কোন আইনের দ্বারা কিম্বা এই আইনের দ্বারা যেরূপে আদালতে শপথ করাওনের হুকুম হইয়াছে সেইরূপে যদিও শপথ আদালতে করেন্ নাই তথাপি তিনি কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন থাকিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ি কার্য্য সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎকরা হুকুমের দ্বারা আপীলহওয়া মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত প্রস্তুতকরণের এবং ঐ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারীকরণের ভার ঐ রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি অপণ করিতে পারেন্ এবং আবশ্যক হুকুম দিতে এবং তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাধারণ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধ্যনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় খরচার নিমিত্ত জামিন লওয়া আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে আইনের দ্বারা দেওয়ানী এবং ফৌজদারীবিষয়ক যে ক্ষমতা অর্পণ আছে তাহা উচিতমতে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্ত ঐ উভয় আদালত কার্য্যের যেং নিয়ম সময়ক্রমে আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্। এবং ঐ নিয়ম এইরূপে প্রস্তুত হইলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে জ্ঞাপন করিতে হইবেক এবং ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে তাহা মঞ্জুর করিলে এই আইনের মধ্যে তাহা লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

যুদ্ধসরঞ্জাম দেশান্তরে রফ্তকরণের আইনসকলের সংশোধনপূর্ব্বক একত্র করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক রাজধানীর নিমিত্ত যে সরকারী কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকদিগকে পরওয়ানা দেওনার্থ নিযুক্ত করিবেন তাঁহারদের পরওয়ানা না পাইয়া এবং উক্ত প্রত্যেক গবর্নমেণ্ট ঐ রফ্তানীর বিষয়ে ঐ কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরদের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যে সকল বিধি ও নিয়ম করিবেন তাহার মতাচরণ না করিলে সাধারণ ব্যক্তিরদের নিকটে নিজ ব্যবহারের নিমিত্ত যে অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাহাব্যতিরিক্ত কোন অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ ইত্যাদি ও যুদ্ধ সরঞ্জাম কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য হইতে রফ্ত হইতে কিম্বা কোন প্রকারে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা বারুদইত্যাদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম রফ্ত করে বা করিতে উদ্যোগ করে কিম্বা উক্ত প্রকারে লইয়া যাইতে উদ্যোগ করে তাহা উক্ত প্রকারে পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরদের কিম্বা হাসিলের কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে জব্দ হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত কর্ম্মকারকের পরওয়ানা না পাইয়া যে কোন ব্যক্তি ৫০ পৌণ্ড অর্থাৎ ॥৫ সেরের অধিক বারুদ কোন এক স্থানে কিম্বা দেড় ক্রোশের অনধিক অন্তরিত নানা স্থানে সংগ্রহ করে কিম্বা রাখে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার ঐ দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক। এবং উক্ত প্রকারে পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরদের কিম্বা হাসিলের কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে ঐ বারুদ জব্দ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত কোন গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বোধ করিলে উপরের উক্ত প্রকার পরওয়ানাব্যতিরেকেও উক্ত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বারুদ ইত্যাদি ও যুদ্ধসরঞ্জাম কোন এক বা ততোধিক বন্দর হইতে রপ্তানীকরণের অনুমতি দিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta;—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ব্যক্তিরা স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মরিলে এবং দান অথবা উত্তরাধিকারিত্বের দ্বারা স্বত্বের ভাক্ত দাওয়া হইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তগতহওয়াতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। এবং যেহেতুক এমত গতিক অস্থাবর সম্পত্তির কিং প্রকার তাহা নিশ্চয় করিয়া জানান দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত এবং ঐ প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি এবং স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব অন্যায়রূপে লওনের সুযোগপ্রযুক্ত এবং জাবেতামত মোকদ্দমা কেবল ক্লেশ দেওনের নিমিত্তে দেরী হইলে ঐ দেরীপ্রযুক্ত এবং উত্তরাধিকারিরা বেদখল হইলে তাহারদের হকের বিষয়ে নালিশ করিতে অক্ষম হওনপ্রযুক্ত ঐ সম্পত্তির বলে বা ছলে দখল করিবার অনেক প্রবৃত্তি জন্মে। এবং যেহেতুক উক্ত নানা কারণেতে সমস্ত বিবাদির কথা শুননের পর জজ সাহেবের সরাসরী মোকদ্দমার ফয়সলাতে যেরূপে যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হয় তেমনি উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে কেবল সম্পত্তির দখলহওয়াতে তাদৃশ যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হইতে পারে না। অথচ ঐ সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তদ্বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাহার প্রতি নিষেধ নাহি। এবং যেহেতুক উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে অন্যায়রূপে সম্পত্তির দখলকরণের যে নানা প্রবৃত্তি থাকে যদ্যপি ঐ সরাসরী মোকদ্দমাহওয়াতে তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে তথাপি ঐরূপ মোকদ্দমার কাল দেরীপ্রযুক্ত ঐ সকল প্রবৃত্তির বিশেষতঃ অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে প্রতিকার হইতে পারে না। এবং যেহেতুক যে স্থলে সম্পত্তির অন্যায়রূপে অধিকার বা ক্ষতি কি রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটি বিষয়ে সংশয়হওনের সম্ভাবনা হয় এবং যে স্থলে এক জন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিযুক্তকারি কার্য্যকারক সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া উপকারক বোধ করেন্ সেই স্থলে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পুর্ব্বে উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কীয় সম্পত্তি লইয়া রাখিবার নিমিত্ত এক জন সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরা

বিহিত হইতে পারে। এবং যেহেতুক সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরণ অথবা সরাসরী মোকদ্দমাকরণের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরণের উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে এবং কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা সাধারণ উপায় হইলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ইহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ যে ব্যক্তির দ্বারা বা যে ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া যায় তাহারা উক্ত প্রকার কার্য্যের বিষয়ের দাওয়া না করিলে উক্ত দুই প্রকারের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরা অনিষ্ট হইবেক

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তি স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু রাখিয়া লোকান্তরগত হয় তখন যে কোন ব্যক্তি আপনাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঐ সম্পত্তির অথবা তাহার কোন অংশের স্বত্বের বিষয়ে দাওয়া করে সেই ব্যক্তি অন্য কেহ তাহা দখলকরণের পর অথবা বলপূর্ব্বক তাহা দখলকরণের সংশয় হইলে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলার মধ্যে আছে বা থাকে তাহার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রতিকারের দরখাস্ত করিতে পারে ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোখ্তারকার অথবা কুটুম্ব কিম্বা আত্মীয় ঐরূপ প্রতিকারের নিমিত্তে দরখাস্ত করিতে পারে অথবা উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বরূপে কোন নাবালক অথবা অযোগ্য কিম্বা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের সাহেবেরদের তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে তাঁহারা সেইরূপ প্রতিকারের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ দরখাস্ত যে জজ সাহেবের নিকটে করা যায় সম্পত্তির দখীলকার ব্যক্তি কিম্বা বলপূর্ব্বক দখলকরণের নিমিত্ত উদ্যোগি ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে কোন যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং দরখাস্তকরণিয়ার অথবা যে ব্যক্তির পক্ষে দরখাস্ত হয় তাহার যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং রীতিমতে মোকদ্দমাকরণের সামান্য উপায়মাত্র থাকিলে ঐ ব্যক্তির অতি ভারি ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে কি না এবং ঐ দরখাস্ত নিষ্কপটরূপে করা গিয়াছে কি না এই সকল বিষয়ে তিনি প্রথমতঃ ফরিয়াদীর প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং আপনার বিবেচনাক্রমে সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য দৃঢ় প্রমাণ আছে কি না ইহা তজ্বকরিয়া দেখিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ বিশ্বাস যোগ্য প্রবল কারণ থাকনের বিষয়ে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হইলে তিনি আসামীকে তলব করিবেন এবং ঐ সম্পত্তি কাহারো

দখলে নাই অথবা দখলের বিষয়ে বিবাদ আছে ইহার সংবাদ ইশ্তিহারের দ্বারা দিবেন এবং উপযুক্ত মিয়াদ অতীত হইলে দখলের স্বত্বের বিষয় সরাসরীরূপে নিশ্চয় করিবেন এবং তদনুসারে দখল দেওয়াইবেন পরন্তু পশ্চাৎ লিখিতমত ঐ বিষয়ের জাবেতামত মোকদ্দমা হইতে পারে কিন্তু জজ সাহেবের ঐরূপ হৃদ্বোধ না হইলে ঐরূপ কার্য্য করিবেন না। এবং জজ সাহেব আসামীকে তলব করিবার নিমিত্তে যে তজবীজ আবশ্যক হয় তাহা সমাপ্ত করিলে বা না করিলে যদ্যপি তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করা যায় তবে ঐ সম্পত্তির তালিকা লিখিবার নিমিত্ত এবং অগৌণে তাহাতে মোহরকরণের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে ঐ সম্পত্তির সাবধানরূপে রাখণের নিমিত্তে এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার দরখাস্ত এবং তজবীজের পর যদ্যপি এমত দৃষ্ট হয় যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি অপহরণ অথবা ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে এবং দখীলকার ব্যক্তির স্থানে জামিন লওনের বিলম্বেতে অথবা ঐ জামিন অপ্রচুরহওয়াতে বেদখলহওয়া ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্বামী হইলে তাহার অত্যন্ত বিঘ্নহওনের সম্ভাবনা তখন জজ সাহেব পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতাবিশিষ্ট এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং তাহার বা তাহারদের স্বং সনদের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদপর্য্যন্ত তাহারদের ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে অথবা সেই নিষ্পত্তিক্রমে ঐ বস্তুর দখল মঞ্জুর হইলে অথবা অন্যকে দখল দেওয়া গেলে তাহারদের ক্ষমতার শেষ হইবেক। কিন্তু ভূমির বিষয় হইলে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে অথবা তাঁহার আমলাকে সম্পত্তিরক্ষকের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং কোন সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইলে তাহা রীতিমত ঘোষণা করিতে হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব হয় সাধারণরূপে অথবা দখীলকার ব্যক্তির জামিন না দেওয়াপর্য্যন্ত অথবা ঐ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত না হওয়াপর্য্যন্ত কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির ঐ সম্পত্তির অপহরণ বা নষ্টকরণের নিবারণার্থ অন্য যে কোন উপায়ের আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে লইতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু দখীলকার ব্যক্তি জামিন দিলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে থাকিবার অনুমতি দিতে পারেন্ বা না পারেন্ এবং তাহার দখলে থাকিতে অনুমতি হইলেও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকরণের বিষয়ে অথবা দলীলদস্তাবেজ কি অন্য বস্তু নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহা সেই ব্যক্তি প্রতিপালন করিবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব ঐ সম্পত্তিরক্ষকের হস্তে যে কর্ম্ম অর্পণ করেন্ তাহা বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে তাঁহার স্বুবোধ প্রকার হিসাবদেওনের বিষয়ে তাহার স্থানে জামিন লইবেন্ এবং যে মেহ নতানা উচিত বোধ হয় তাহা ঐ সম্পত্তিহইতে লইতে হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু তাহা কোন গতিকে অস্থাবর সম্পত্তির অথবা স্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক উপস্বত্বের শতকরা ৫) টাকার অধিক হইবেক না। এবং অবশিষ্ট যত টাকা ঐ সম্পত্তিরক্ষক আদায় করে তাহা আদালতে দাখিল করিবেক এবং সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সময়ে যাহার দের স্বত্ব নির্ণয় হয় তাহারদের নিমিত্তে ঐ টাকা লইয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট ক্রয় করা যাইবেক। কিন্তু যদ্যপি সম্পত্তিরক্ষকের স্থানে নিয়ত যত শীঘ্র হইতে পারে জামিন লইতে হইবেক এবং যদ্যপি সাধ্যমতে ঐ সম্পত্তিরক্ষক তৎপরে যে সকল কর্ম্মেতে নিযুক্ত হয় সেই সকলের বিষয়ে জামিন সাধারণ খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক তথাপি জামিন লওনের বিলম্ব হইলেও ঐ সম্পত্তিরক্ষককে সেই পদের ক্ষমতা অগৌণে অর্পণ করিতে জজ সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সমুদয় কিম্বা কোন অংশ সরকারের করদায়ি ভূমি হইলে দখীলকার ব্যক্তিকে তলবকরা এবং সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরা এবং ঐ পদে বিশেষ ব্যক্তিকে মনোনীত করা উচিত কি না এই নানা বিষয়ে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের স্থানে এক রিপোর্ট চাহিবেন এবং এই ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ঐ রিপোর্ট দিতে হুকুম হইল। কিন্তু অত্যাবশ্যক হইলে জজ সাহেব প্রথমতঃ সেইরূপ রিপোর্ট না পাইয়া কার্য্য করিতে পারেন্ এবং সেই রিপোর্টানুযায়ি তাঁহার কার্য্য না করিলে নয় এমত নহে কিন্তু যদ্যপি তিনি ঐ রিপোর্ট না মানিয়া অন্য প্রকারে কর্ম্ম করেন্ তবে তিনি তাহার কারণ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যদি ঐ কারণে সম্মত না হন্ তবে জজ সাহেবকে কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টানুযায়ি কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ বা তাহার জওয়াব দেওনের বিষয়ে ঐ সম্পত্তিরক্ষক জজ সাহেবের সমস্ত আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবেক এবং ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষকের নামে মোকদ্দমাসকল উপস্থিত করা যাইতে পারে এবং তাহার জওয়াব দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সম্পত্তিরক্ষকের নিযুক্ত

হওনের সনদে দেনা ও খাজানা আদায়করণের বিশেষ ক্ষমতা দেওনের আবশ্যক হইবেক কিন্তু ঐ বিশেষ ক্ষমতা পাইলে সম্পত্তিরক্ষক ঐ ক্ষমতাপ্রযুক্ত যে সকল টাকা আদায় করে তাহার সম্পূর্ণ রসীদ দিতে পারিবেক ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি থাকনসময়ে জজ সাহেব ঐ বিষয়সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও বিভবের সরাসরী তজবীজ করিয়া যে ব্যক্তিরদের অধিকার আছে দেখা যায় তাহারদিগকে যেং খরচ আবশ্যক বোধ হয় তাহা দেওয়াইবেন এবং আপনার বিবেচনামতে তাহারদের স্থানে এইমত জামিন লইবেন যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যদি ঐ ব্যক্তিরদের ঐ সম্পত্তিতে অধিকার নাই বোধ হয় তবে তাহারা ঐ টাকা সুদসমেত ফিরিয়া দিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষক সংক্ষেপে মাসিক হিসাব দাখিল করিবেক এবং যদ্যপি তাহার রক্ষকতার কার্য্য অনেক কাল থাকে তবে তিনং মাসান্তর সেইরূপ হিসাব দাখিল করিবেক পরে ঐ সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিলে যাহাতে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হয় এমত আপনার কার্য্যের সবিশেষ হিসাব দাখিল করিবেক ইতি।

১২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বিষয় সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তি উপরের লিখিত সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব দেখিতে পারিবেক এবং ঐ সম্পত্তিরক্ষক যে জমা খরচের হিসাব রাখে তাহার এক নকল রাখিবার নিমিত্ত ঐ বিষয়সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে। এবং যদি দৃষ্ট হয় যে কোন সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব বাকী পড়িয়াছে কিম্বা তাহাতে কিছু ভুল আছে বা তাহা সম্পূর্ণ না হয় অথবা জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে হিসাব দাখিল করিতে হুকুম করিলে যদি তাহা দাখিল না করে তবে এমত প্রত্যেক দোষের নিমিত্ত সে ব্যক্তি এক হাজার টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলার জজ সাহেব যখন কোন সম্পত্তি রক্ষককে নিযুক্ত করেন্ যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করেন্ তখন ঐ রাজধানীর অধীন অন্য কোন জিলার জজ সাহেব অন্য কোন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কেবল কতক অংশের নিমিত্ত সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে তদ্দারা সম্পত্তির অবশিষ্ট অথবা তাহার

অন্য কোন অংশের বিষয়ে অন্য সম্পত্তিরক্ষককে ঐ রাজধানীর মধ্যে নিযুক্তকরণের প্রতিবন্ধক হইবেক না। কিন্তু যে সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনক্রমে সরাসরী মোকদ্দমা কোন জজ সাহেবের নিকটে পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পত্তির বিষয়ে অন্য কোন জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে অথবা সরাসরী মোকদ্দমা শুনিতে পারিবেন না। এবং আরো হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির নানা অংশের বিষয়ে যদি ভিন্ন২ জজ সাহেবেরা দুই বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিয়া থাকেন্ তবে সমস্ত সম্পত্তির উপর এক জন সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরণের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে হুকুম বিহিত বোধ করেন্ তাহা দিতে পারেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে দাওয়া হয় তাহার মরণের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি উক্তমতে জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত না করা যায় তবে এই আইনানুসারে কার্য্য হইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরকারের সহিত যে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহা এই আইনের সত্যানুসারে উল্লঙ্ঘন হইবেক না। এবং মৃত ব্যক্তি আপনার উত্তরাধিকারির নাবালকীতে বা অন্য কোন গতিকে আপনার মরণের পর আপনার সম্পত্তির দখলের বিষয়ে আইনসিদ্ধ যে নিয়ম করিয়া যায় সেই নিয়মের বিরুদ্ধে এই আইন বলবৎ হইবেক না। কিন্তু এমত প্রত্যেক গতিকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে জজ সাহেবের এলাকা থাকে তিনি সেইরূপ নিয়ম থাকন বিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন রাজধানীর কোর্ট ওয়ার্ডসের দখলের বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত এই আইন প্রবল হইবেক না এবং যে ব্যক্তির পক্ষে এই আইনানুসারে দরখাস্ত করা যায় সেই ব্যক্তি যদি নাবালক হয় অথবা অন্য প্রকারে অযোগ্য ব্যক্তি হয় এবং যদি তাহার সম্পত্তি কোর্ট ওয়ার্ডষের অধীনে থাকে তবে জজ সাহেব দখীলকার ব্যক্তিকে তলব করিতে এবং সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তিরক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারদের স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে জামিন লইবেন না। এবং যদ্যপি সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে এমত দৃষ্ট হয় যে ঐ নাবালক অথবা অন্য অযোগ্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির নিতান্ত অধিকারী তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দখীলকার ব্যক্তির তলবহওনের পুর্ব্বে বা পরে যে ব্যক্তির দরখাস্ত হেয় হইয়াছিল তাহার জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে অথবা এই আইনক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তাহার ঐরূপ মোকদ্দমা করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

আরো হইাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে সরাসরীর মোকদ্দমাতে জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে প্রকৃত দখল নির্ণয়করণব্যতিরেকে আর কোন ফল হইবেক না। কিন্তু দখলের বিষয়ে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এবং তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না এবং তাহা পুনর্ব্বিচার করণের কোন হুকুম হইতে পারিবেক না ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট কোন এক কিম্বা ততোধিক জিলার নিমিত্ত সাধারণ সম্পত্তিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্। এবং এই আইনের পুর্ব্বের লিখিত নানা ধারাক্রমে যে সকল স্থলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ সেইং স্থলে জজ সাহেবের এলাকা থাকিলে তিনি ঐ সাধারণ সম্পত্তিরক্ষককে বা রক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার প্রকৃত সরহদ্দের মধ্যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যদি কোন ব্যক্তি মরে এবং ঐ আদালতের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কোন ব্যক্তির আইনমতে স্বত্ব আছে ইহা নির্ণয় করিতেং ঐ সম্পত্তির অপহরণ এবং ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে ঐ আদালত আপন ইক্লিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবকে অথবা এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং তাহা আমানৎ করিতে অথবা যেরূপে ও যে স্থানে ও যে জামিনক্রমে ও যে হুকুম ও নিয়মানুসারে ঐ আদালত উচিত বোধ করেন্ সেইরূপে ঐ টাকা অর্পণ করিতে ক্ষমতা ও হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৬ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

/ উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকার আদায় সুগমকরণের নিমিত্ত এবং মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে যাহারা আপনং কর্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাঁহারদের বেঝুঁকীহওনের নিমিত্ত আইন।/

১ ধারা।

যেহেতুক মৃত হিন্দু ও মুসলমান ও বৃটনীয় প্রজা নামে বিখ্যাত না হওয়া অন্য ব্যক্তিরদের যে টাকা পাওনা ছিল তাহা ঐং মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে যাহারা দেয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বেঝুঁকী রাখিবার নিমিত্ত এবং ঐ পাওনা টাকার দাওয়া এবং আদায় করিতে আইনমতে যাহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ে সন্দেহসকল দূর করণের দ্বারা ঐ পাওনা টাকা আদায়ের সুগমকরা উচিত বোধ হইল

সর্টিফিকট বিনা পাওনা টাকা আদায় হইতে পারে না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যদ্যপি আদালতের বিচারকের এমত বোধ না হয় যে পাওনা টাকা লইবার অধিকারী কে এই বিষয়ে উপযুক্ত সন্দেহহওয়াতে দেনদার আপনার দেনা বাকী রাখিতেছে এবং চাতুরীর বা বিঘ্ন জন্মাইবার অভিপ্রায়ে বাকী রাখে নাহি তবে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের স্বত্বের যে ব্যক্তি দাওয়া করে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রকারের প্রাপ্ত সর্টিফিকট কিম্বা প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন যদি না দেখায় তবে মৃত ব্যক্তির দেনদারের দেনা তাহাকে দিতে কোন আদালতের বিচারক হুকুম করিতে পারেন না ইতি।

সর্টিফিকট পাওনের পথ।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলা বা

প্রদেশের এলাকার মধ্যে থাকে তাহার জজ সাহেব এই আইনক্রমে সর্টিফিকট দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। দরখাস্তকারির যে প্রকার অধিকার থাকে তাহা আপন দরখাস্তে লিখিবেক পরে জজ সাহেব ঐ দরখাস্ত হইয়াছে এমত এস্তেলা দিয়া দাওয়াদারেরদিগকে আহ্বান করিবেন এবং দরখাস্ত শুননির নিমিত্তে কোন এক দিন নিরূপণ করিবেন এবং নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপরে যত শীঘ্র সুগম হয় সর্টিফিকট পাইবার অধিকার যাহার আছে তাহা নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে সর্টিফিকট দিবেন ইতি।

সর্টিফিকটের ফল।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সমস্ত দেনদারের স্থানে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির টাকা দাওয়া করণের অধিকার আছে ইহা জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে স্থির হইবেক এবং যাহাকে ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহাকে সমস্ত দেনদার আপনারদের দেনার টাকা দিলে তাহারদের উপর আর কিছু দাওয়া থাকিবেক না ইতি।

সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে জামিন লইতে হইবেক।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব যাহাকে সর্টিফিকট দিবেন তাহার আদায়করা টাকার হিসাব দাখিল করণবিষয়ে এবং সর্টিফিকটক্রমে আদায়হওয়া সমস্ত টাকা বা তাহার কতক অংশ যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার আছে তাহারদিগকে তাহা দেওনের বিষয়ে যেমত জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন্ তাহার স্থানে সেইমত জামিন লইবেন। এবং সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে ঐ টাকা পাইবার অধিকারিরদের যে ক্ষমতা আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।

জজ সাহেবের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক তাহা।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলকরণের দ্বারা ঐরূপ সর্টিফিকট দেওয়া স্থগিত হইতে পারে। ঐ সর্টিফিকট যাহাকে দেওয়া উচিত তাহা ঐ আদালতের সাহেবেরা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ অথবা সর্টিফিকট পাইবার

অধিকারের বিষয়ে অনুসন্ধানকরণের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন। এবং জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব সর্টিফিকট দিলে পর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা দরখাস্ত পাইয়া ঐ জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট বাতিল করিয়া নূতন সর্টিফিকট দিতে পারেন এবং যাহাকে প্রথমে সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা বাতিলহওনের সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে যে টাকা আদায় করিয়া থাকে সেই টাকার বিষয়ে ঐ নূতন সর্টিফিকটের দ্বারা পুনর্ব্বার দাওয়া হইতে পারিবেক না। কিন্তু তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে প্রথম সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপন সর্টিফিকটক্রমে যে টাকা আদায় করিয়াছিল তাহা তাহার স্থানে দাওয়া করিয়া লইতে পারে ইতি।

সর্টিফিকটের দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহার সীমা।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার সকল স্থানে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ক্ষমতাপন্ন হইবেক এবং সেই সম্পত্তির বিষয়ে তাহার পরে যে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত গতিকভিন্ন সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক না ইতি।

গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোট এবং ডিবিডেণ্ড।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্তমতে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোটের সুদ এবং ব্যাঙ্ক স্যার অর্থাৎ অংশ বা তাহার কোন ভাগের ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সুদের টাকা আদায় করিতে এবং উক্ত প্রকার নোটইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। আরো উক্ত সুদ অথবা ডিবিডেণ্ডের কোন ভাগ আদায় করিতে এবং উক্ত নোটইত্যাদির কোন ভাগ ক্রয়বিক্রয় করিতে তাহাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা বিশেষরূপে না লেখা হইলে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা হইবেক না ইতি।

পূর্ব্বের সর্টিফিকটপ্রযুক্ত অন্য সর্টিফিকটক্রমে টাকা দেওয়া অসিদ্ধ।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে পরে

দেওয়া সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত এমত স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের বিষয় না জানিয়া পরের দেওয়া সর্টিফিকটধারি ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের সর্টিফিকটের দ্বারা তাহার উপর কোন দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।

প্রোবেট কি লেটর্স দেওনের পর সর্টিফিকট রদহওনের বিষয়।

৯ ধারা।

এবং মৃত হিন্দু ও মুসলমান এবং যাহারা বৃটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত নহে তাহারদের সম্পত্তির বিষয়ে ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আড মিনিষ্ট্রেসন দেওনিয়া আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে পর যদি ঐ সম্পত্তির বিষয়ে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

প্রকৃতার্থে দেওয়া টাকা সিদ্ধ হইবেক।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে প্রোবেট কিম্বা লেটর্স অফ আড মিনিষ্ট্রেসন না দেওয়া গেলে সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত সেই স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে কেহ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের দেওয়া প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের দ্বারা তাহার উপর আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।

পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের পর প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট দায়ি আদালতের এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে পর যদি সেই সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যায় তবে ঐ প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের শক্তিতে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় হইতে পারিবেক না এবং দেনদারেরা টাকা দিলে তাহারা বেঝুঁকী হইবেক না ইতি।

প্রকৃতার্থে দেওয়া টাকা সিদ্ধ হইবেক।

১২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পুর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন সিদ্ধ হইত সেই স্থলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে সর্টিফিকট দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি টাকা দেয় তাহার উপর পুর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ টাকার বিষয়ে আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

এবং যেহেতুক মৃত ব্যক্তিরদের অসি এবং আডমিনিষ্ট্রেটরের যে কতক২ ক্ষমতা এই আইনক্রমে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগকে অর্পণ হইয়াছে সেই২ ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের মতে সংসারাধ্যক্ষ ব্যক্তিরদের প্রতি অর্পণ হইতে পারে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট অথবা প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন নিতান্ত দেওয়া গেলে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির অথবা অসির কি আডমিনিষ্ট্রেটরেরদের ঐ আইন জারী না হইলে যে ক্ষমতা হইত সেই ক্ষমতানুসারে উক্ত আইনের দ্বারা নিযুক্ত সংসারাধ্যক্ষেরা কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু জজ সাহেব যে সংসারাধ্যক্ষকে পাওনা টাকা কিম্বা খাজানা আদায় করিতে ক্ষমতা দেন তাহাকে যে সকল লোক ঐ পাওনা টাকা অথবা খাজানা দেয় তাহারা বেঝুঁকী থাকিবেক এবং যে ব্যক্তি সর্টিফিকট পাইয়াছে তাহাকে কিম্বা অসিকে অথবা আডমিনিষ্ট্রেটরকে সংসারাধ্যক্ষ আপনার আদায়করা টাকা দিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক ইতি।

হিন্দু ও অন্যেরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়া প্রোবেট বা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের ফল।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনদেওনিয়া যে আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঐ আদালতের দেওয়া প্রোবেটইত্যাদি ব্রিটনীয় প্রজার সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া প্রোবেটইত্যাদির তুল্য বলবৎ হইবেক কিন্তু কেবল পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্ত এবং কর্জ পরিশোধকরণিয়া দেনদারেরদের বেঝুঁকী হইবার নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক। কিন্তু এই আইনে যেপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বর্জিত থাকিল ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি সামান্যতঃ ব্রিটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত এমত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর এই আইনের কোন বিধি খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

স্থানবিশেষের ক্ষতিজনক ব্যাপারের নিবারণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে সাধারণ লোকেরদের উপকার ও সুখের নিমিত্তে আব শ্যক হইলে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব পথ ও লোকেরদের ব্যবহৃত স্থান হইতে বে আইনী অবরোধকারি বস্তু ও ক্ষতিজনক বস্তু উঠাইয়া ফেলিতে পারেন এবং যে ব্যব সায় অথবা ব্যাপারের দ্বারা সাধারণ লোকেরদের স্বাস্থ্য কি সুখের ব্যাঘাত হইতেছে তাহা রহিত করিতে অথবা অন্য স্থানে লইয়া যাইতে হুকুম দিতে পারেন এবং তাঁ হার বোধে যাহাতে আগুন লাগনের সম্ভাবনা আছে এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণের এবং শীঘ্র জ্বলনশীল বস্তু রাখনের নিবারণ করিতে পারেন এবং যে গৃহ এমত জীর্ণ হই য়াছে যে তাহা পড়িবার সম্ভাবনাতে তাঁহার বোধে লোকেরদের প্রতি সঙ্কট হইতে পারে এমত গৃহ উঠাইয়া লইয়া যাওনের হুকুম করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি উপরের ধারার দ্বারা যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তদনুসারে কার্য্য করত তিনি প্রথমতঃ তদারক করিবেন যে এই আইনমতে উদ্যোগকরণের আবশ্যক আছে কি না ইহা নিশ্চয় করিলে পর তিনি নি ষেধের হুকুম করিবেন এবং সাধ্য হইলে ঐ হুকুম ঐ বিষয়সম্পর্কীয়ব্যক্তিরদের উপর জারী হইবেক। কিন্তু যদি ঐরূপ জারীকরা অসাধ্য বা তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় তবে ঐ হুকুম জোবানীতে ঘোষণা করা যাইবেক এবং যে স্থানে বা স্থান সকলে ইশ্তি হার দিলে তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নিকটে তাহার সংবাদ শীঘ্র পঁহুছিতে পারে সেই স্থানে তাহার লিখিত ইশ্তিহার দিতে হইবেক। এবং যদ্যপি সেই নিষেধের হুকুম প্রতিপালন না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলপুর্ব্বক তাহা প্রতিপালন করা ইতে পারেন এবং প্রতিপালন না হইলে ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা অথবা এক মাসের অনধিক মিয়াদে পরিশ্রম ভিন্ন কয়েদের সাস্তি করিতে পারেন। এবং যে দ্রব্য বা গৃহের দ্বারা ক্ষতি বা সঙ্কটের সম্ভাবনা তাহা উঠাইয়া দিতে কিছু

খরচকরণের আবশ্যক হইলে ঐ খরচ পোষাইবার নিমিত্তে ঐ দ্রব্য অথবা তাহার সরঞ্জাম নীলাম করিতে পারেন্ এবং যদি তাহাতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা তাহার মালিককে দিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এইমত ক্ষমতা দেওয়া গেল যে কোন সরকারী রাস্তার নিকটে পুষ্করিণী অথবা কূপের মালিককে যাহাতে তদ্দারা সাধারণ লোকেরদের সংশয় দূর হয় এমত তাহা ঘিরিয়া রাখিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ হুকুম প্রতিপালন না হইলে উপরের উক্ত জরীমানার হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত নিষেধের হুকুম অথবা লিখিত ইশ্তিহারের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় সে যদ্যপি তাহার বিষয়ে আপত্তি করে তবে যুক্তিসহ সাধ্য হইলে দশ দিনের মধ্যে নতুবা ঐ নিষেধ পাওনের পর অথবা ঐ এস্তেলা ঘোষণাহওনের পর দশ দিনের অধিক যত অল্প কাল যুক্তিসিদ্ধ হয় তত কালের মধ্যে লিখিত দরখাস্তের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এমত দাওয়া করিতে পারে যে ঐ বিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে এক জুরি অথবা এক পঞ্চাইত নিযুক্ত হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দরখাস্ত পাইলে জুরি অথবা পঞ্চাইত নিযুক্ত করিতে হুকুম দিবেন। তাহাতে অন্যূন ৫ পাঁচ জন থাকিবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ স্থানের চারি দিগের ব্যক্তিরদের মধ্যহইতে পঞ্চাইতের সভাপতি এবং দুই জন মনোনীত করিবেন এবং অপর দুই জনকে দরখাস্ত করণিয়া ব্যক্তি মনোনীত করিবেক। এবং ঐ তজবীজ যত কাল হয় তত কাল মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার হুকুম অথবা ইশ্তিহার জারীকরা মৌকুফ রাখিবেন পরে ঐ জুরির নিষ্পত্তির অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং জুরির অধিকাংশ ব্যক্তির মত জুরির মত জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যদি দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির ত্রুটিতে বা অন্য কোন কার্য্যে ঐ জুরি অথবা পঞ্চাইত নিযুক্ত না হয় অথবা ঐরূপ নিযুক্তহওয়া জুরিরা তাহারদের নিযুক্তকরণের হুকুমনামাতে যে উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপিত হইবেক তাহার মধ্যে কোন কারণপ্রযুক্ত যদি নিষ্পত্তি এবং রিপোর্ট না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ হুকুমের দ্বারা তাহারদের ঐ পদ আরো অধিক কাল বজায় না রাখিলে ঐ মিয়াদ সমাপ্তহওনের তারিখঅবধি তাহারদের পদ রহিত হইবেক। এবং যদ্যপি উপরের উক্ত কোন কারণপ্রযুক্ত জুরি অথবা পঞ্চাইতের দ্বারা কোন নিষ্পত্তি না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের প্রতি আপত্তি না হইলে যেমতে জারী হইত সেইমতে তাহা জারী হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অন্যং হুকুমের উপর নানা

রাজধানীর আইনানুসারে যেরূপ আপীল হইতে পারে সেইরূপ এই আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমস্ত হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে এই আইনের ব্যবহার হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

[illegible]

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৭ সপ্তবিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৮ আক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

/ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ অংশের দাওয়া না হয় তাহা বিলি করিয়া দেওনের আইন। /

১ ধারা।

যেহেতুক নানা রাজধানীতে যোত্রহীন কর্জদারদিগের উপকারার্থ আদালতসকলের আজ্ঞাক্রমে যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ডের দাওয়া হয় নাই এমত নানা ডেবিডেণ্ড মধ্যেং ঐ যোত্রহীনেরদের আদালতের এক্কৌণ্টেণ্ট জেনরলের জ্ঞাতসারে যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির আসৈনিরা ঐ প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের এক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল ও সব ত্রেজরর সাহেবকে অর্পণ করিয়া ঐ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে মহাজনেরা তফসীলে নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহারদের নামে জমা করিয়াছেন এবং যেহেতুক দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ডের কি তাহার কোন অংশের বিষয়ে উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে কোন দাওয়া সাব্যস্ত না হইলে ঐ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে মহাজনেরা আপনারদের দাওয়া সাব্যস্ত করিয়াছে তাহারদের মধ্যে ঐ ডিবিডেণ্ড বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ ডিবিডেণ্ড উক্ত প্রকারে এক্কৌণ্টেণ্ট জেনরলকে অর্পণ হইলে পর ছয় বৎসরের মধ্যে যদি তাহার কিম্বা তাহার কোন অংশের উপর কোন দাওয়া সাব্যস্ত না হয় তবে যোত্রহীনেরদের আদালত ঐ টাকা আসৈনিরদিগকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ যোত্রহীনদিগের সম্পত্তির উপর যে মহাজনেরা আপনারদের দাওয়া সাব্যস্ত করিয়াছে তাহারদের মধ্যে আসৈনিরা ঐ টাকা বিলি করিয়া দিবেন এবং ঐ দাওয়া ঐ তফসীলহইতে উঠাইয়া ফেলিতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু তৎপরে যে কোন ব্যক্তি আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করে উত্তর কালে যে কোন সম্পত্তি আসৈনি সাহেবের হাতে আইসে এবং ঐ যোত্রহীনের সম্পত্তির উপর যে সকল ডিবিডেণ্ড দিতে হুকুম হয় তাহাহইতে ঐ ব্যক্তির আপন অংশ পাইবার যে অধিকার আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ডের এক কৈফিয়ৎ নীচের লিখিত প্রকারে ঘোষণা না হইলে এই আইনানুসারে উক্ত প্রকার দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ড কোন সময়ে বণ্টন হইবেক না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তমতে বণ্টন করিয়া দিবার এক বৎসর অন্যূন পূর্ব্বে এক কৈফিয়ৎ প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তিনবার ইঙ্গরেজী ভাষায় এবং দেশীয় এক বা ততোধিক ভাষায় প্রকাশ হইবেক। এবং যে২ ব্যক্তির দাওয়ার সম্পর্কে ঐ ডিবিডেণ্ড গচ্ছিত আছে তাহারদের নাম ও তফসীলের লিখিত তাহার বিষয়ের অন্যং বিবরণ এবং সেই দাওয়ার সংখ্যা ঐ কৈফিয়তে থাকিবেক। এবং তাহাতে আরো লেখা থাকিবেক যে তাহার সম্পর্কে পুর্ব্বে কোন এক বা ততোধিক ডিবিডেণ্ড দেওয়া গিয়াছে কি না এবং যে প্রাপ্য টাকাপ্রযুক্ত কোন ডিবিডেণ্ড দেয় হইয়াছে তাহার বিষয়ে কোন প্রমাণ কোন সময়ে দেওয়া গিয়াছে কি না। কিন্তু যে পাওনার সম্পর্কে ঐ ডিবিডেণ্ড দেয় হইয়াছে এইমত পাওনার দাওয়া যে গতিকে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে সাব্যস্ত করে নাই কেবল সেই গতিকে এই আইনের ক্ষমতানুসারে ঐ টাকার ডিবিডেণ্ড হইয়া মহাজনেরদের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি দৃষ্ট হয় যে কোন যোত্রহীন ব্যক্তির আপন ঘরের কোন চাকরের মাহিয়ানা বাকী থাকে তবে উক্ত আদালত ঐ ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করণের সময়ে বা তাহার পুর্ব্বে ঐ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তিহইতে ঐ চাকরেরদের মাহিয়ানা দিবার হুকুম দিতে পারেন কিন্তু সর্ব্বসুদ্ধ ছয় মাসের অধিক মাহিয়ানা দিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৪৩ সালের ১ জানুআরি তারিখের পুর্ব্বে জারী হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৮ অষ্টাবিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৫ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৯ সালের ২৩ আইন সৈন্যের সমভিব্যাহারি ব্যক্তিরদের বিষয়ে চলন করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে গতিকে অপরাধি ব্যক্তি সিপাহী হইলে ১৮৩৯ সালের ২৩ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় সেই গতিকে যে কোন অপরাধী কোম্পানি বাহাদুরের এদেশীয় সৈন্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হওয়া যুদ্ধবিষয়ক আইনের অধীন হয় অথচ সনদ প্রাপ্ত সেনাপতি না হয় সেই অপরাধী ঐ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং অন্য প্রকারেও আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং এই আইনানুসারে যে অপরাধিরা কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ২ আইন খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৯ উনত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মোকদ্দমা অথবা আপীল চালাওনের ত্রুটিকরাতে তাহা ডিসমিসকরণের বিষয়ে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজের যেং আইন সম্পর্ক রাখে তাহা সংশোধনকরণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোন আদালতে কোন সময়ে যদি ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত মোকদ্দমা বা আপীল চালাইতে ত্রুটি করে তবে সেই মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হইবেক এবং মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসকরণের পূর্ব্বে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টকে কিছু এত্তেলা দিবার আবশ্যক হইবেক না। যদি বিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মোখ্তারকার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না পাইয়া থাকে তবে আদালতের অথবা আসামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্ম্ম করণব্যতিরেক এবং কারণ না দর্শাইয়া ঐ মোকদ্দমা বা আপীল কায়েং ডিসমিস হইবেক। এবং আদালত যদি কোন গতিকে অধিক মিয়াদ দেন্ তবে অধিক মিয়াদ দেওনের কারণ বিশেষ করিয়া রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন কিন্তু অধিক মিয়াদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে তাহার কারণ বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোকদ্দমা বা আপীল উক্ত ধারানুসারে ডিসমিস হইলে আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট মোকদ্দমায় বা আপীলে যে সকল খরচ পত্র করিয়া থাকে তাহা আদালত তাহাকে দেওয়াইয়া দিবেন কিন্তু যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের প্রতি সময়ের খেলাফপ্রযুক্ত অথবা আপীলের মিয়াদপ্রযুক্ত প্রতিবন্ধক না থাকে অথবা ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরণ এবং তাহা ডিসমিসহওন প্রযুক্তভিন্ন অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হওয়াতে নূতন মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরণের কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসহওয়াতে মোকদ্দমার মিয়াদের আইনক্রমে সময়ের খেলাফ নিবারণ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের ২৬ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইল এবং এই আইনের পুর্ব্বোক্ত ধারার বিধির অনুসারে যে হুকুম হয় তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না কেবল ত্রুটি নিতান্ত হইয়াছে কি না এই বিষয়ের সরাসরী আপীল হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের কোন২ আদালতে যথার্থ বিচারের বাধা নিবারণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে যথার্থ বিচারের যে বাধা হয় তাহা নিবারণের প্রচুর বিধান নাহি অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন উপরিস্থ বা নীচস্থ আদালতের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তি ভয় দর্শাওনের অঙ্গভঙ্গীর কিম্বা কথার দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে যথার্থ বিচারের বাধা জন্মায় সেই সকল ব্যক্তি সামান্যতঃ কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের অধীন হউক কি না হউক যে কার্য্যকারকের বিচারের বাধা জন্মায় তাঁহার দ্বারা তাহারা ২০০) টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক কিম্বা ঐ জরীমানা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এইমত গতিকে যে কার্য্যকারক জরীমানা করেন্ তাঁহার নিষ্পত্তির উপর অন্য২ মোকদ্দমাতে যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কার্য্যকারক আপীল শুনিতে আইনমতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার নিকটে এক মাসের মধ্যে ঐ দণ্ডের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে। এবং উপরের উক্ত যে কোন গতিকে এই আইনের পূর্ব্বে নালিশ হইতে পারিত সেই২ গতিকে যে আদালতে অপরাধ হইয়াছিল সেই আদালতে অপরাধির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধীন কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের নিমিত্ত এই আইনের কোন বিধি থাকিতেও ঐ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে কিন্তু অন্য গতিকে হইতে পারে না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা উক্ত কোন কার্য্যকারকেরদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্য

কারক সাহেবেরা কিম্বা কালেক্টর সাহেবেরা অথবা কালেক্টর সাহেবেরদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকেরা উপরের উক্ত প্রকারে বাধাকরণিয়া ব্যক্তির ২০০/ টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্ এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধি ব্যক্তিকে এক মাসের অনধিক মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ করিতে পারেন্। কিন্তু অন্যং মোকদ্দমাতে উক্ত কার্য্যকারকেরদের হুকুমের উপর যেমত আপীল হইতেছে সেইমত উক্ত সকল গতিকেও ঐ কার্য্যকারকেরদের হুকুমের উপর উপরিস্থ রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্ত আপীল হইতে পারে এবং এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের হুকুম এবং উক্ত কার্য্যকারকেরদের দণ্ডের হুকুম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে চলিত নিয়মমতে দরখাস্ত হইলে তাঁহার দ্বারা জারী হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪২ ধারা এবং ৭৪ ধারার নিয়মান্তরের কথা এবং ১৮২৫ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার ২।৩ প্রকরণ এবং ৬ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৩১ একত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২০ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ফৌজদারী আপীলের বিষয়ি এবং ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা ও হুকুম শুধরিবার বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের বিধান সংশোধনকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ফৌজদারী আপীলের বিষয়ি এবং ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা ও হুকুম শুধরিবার বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের বিধান সংশোধনকরা উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে আপীলের বিষয়ে এবং উপরিস্থ আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের দণ্ডাজ্ঞা শুধরিবার বিষয়ে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্যের সহিত বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের যে২ ভাগ সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট অথবা সদর আমীন অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন অন্য যে কোন কার্য্য কারক ফৌজদারী বিষয়ের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন তিনি ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ও ৯ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ এবং ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের সীমার মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়া আদালতসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্ তাহার উপর মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুমের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ও ৯ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ ও ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের

সীমার বহির্ভূত ফৌজদারী মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়া আদালত সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্ তাহার উপর পূর্ব্বোক্তমতে এক মাসের মধ্যে সেশন জজ সাহেবের নিকটে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং সেশন জজ সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্ তাহার উপর তিন মাসের মধ্যে সদর নিজামৎ আদালতে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং এই আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট গতিকভিন্ন ঐ আপীলের উপর যে২ দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা নিয়ত অধস্থ কোন আদালতের ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব করিতে পারেন্ এবং তাহার বিষয়ে যে২ হুকুম উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমা সদর নিজামৎ আদালত এরূপ তলব করেন্ সেই মোকদ্দমায় ঐ আদালত অথবা যে আপীল কোন ফৌজদারী আদালতে হয় তাহাতে ঐ আদালত হুকুমহওয়া দণ্ড বেশী করিতে পারেন্ না অথবা যে ব্যক্তি অধস্থ আদালতের দ্বারা নির্দ্দোষী হইয়াছিল তাহার দণ্ড করিতে পারেন্ না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেশন জজ সাহেব এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিস্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব নিয়ত আপন২ আদালতের অব্যবহিত অধীন কোন আদালতের কার্য্য নিয়মমত হইতেছে কি না ইহা স্বদোষরূপে নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত ঐ২ আদালতের রোয়দাদ তলব করিয়া তজবীজ করিতে পারেন্। কিন্তু নিজামৎ আদালতের তুল্য আদালতব্যতিরিক্ত অন্য কোন আদালত অধস্থ কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুমের উপর তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা এই আইনের বিধানানুসারে রীতিমত আপীল না করিলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা বা হুকুমের অন্যথা করিতে পারেন্ না ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সেশন জজ সাহেব যে দণ্ডের হুকুম দিতে পারেন্ তাহা আসামীর অপরাধের তুল্য নয় বোধ করিলে তিনি ঐ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিপরীত কোন বিধি থাকিতেও তাহার নিষেধ হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে তাহার দ্বারা ১৮৩৭ সালের ২৪ আইনে এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের অন্যং ভাগে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যে ক্ষমতা ও কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা মতান্তর হইল অথবা তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ১০ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শহর কলিকাতার মধ্যে আফীন ও অন্যান্য নেশাজনক সামগ্রী বিক্রয়ের বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়মকরণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল আইন ও বিধানের দ্বারা পাট্টাবিনা শহর কলিকাতার মধ্যে মাদক সামগ্রী বিক্রয়ের নিষেধ আছে এবং ঐ পাট্টাদেওনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহার নিয়ম উলঙ্ঘনকরণের অথবা সেইরূপ পাট্টা না পাইয়া মাদক সামগ্রী বিক্রয় করণের দণ্ড নিরূপিত আছে সেই সকল আইন ও বিধান শহর কলিকাতার মধ্যে আফীন ও অন্যান্য নেশাজনক দ্রব্য বিক্রয়ের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২৮ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তর পশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যা২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আইনকরণের ক্ষমতাভিন্ন যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ২২ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ঐ সম্মতি পাঠ হইয়া রোয়দাদের মধ্যে লেখা গিয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

অস্থাবর বস্তু চুরীর অপরাধভিন্ন কোন২ ক্ষুদ্র চুরীর বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ২১ আইনের বিধি খাটাইবার আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে যে ক্ষুদ্র চুরী অস্থাবর সম্পত্তির চুরীর অপরাধের মধ্যে গণ্য নহে তাহা করিয়াও অপরাধিরদের দণ্ড হয় নাই এবং দণ্ড না হওয়াতে অনেক২ গতিকে সম্পত্তির বিঘ্ন হইতেছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত যে২ গতিকে চুরীহওয়া বস্তু ২০্ টাকা মুল্যের ঊর্দ্ধ নহে সেই২ গতিকে ১৮৩৯ সালের ২১ আইন খাটিবেক অর্থাৎ কোন বড় বা ছোট জাহাজ বা কোন প্রকার নৌকা হইতে কিম্বা কোন গুদী বা ঘাট কি পোস্তাহইতে কোন জিনিস বা বাণিজ্যদ্রব্য চুরী করণ এবং কোন চাকর আপন মুনিবের অথবা মুনিবের দখলে কি অধীনে কোন দ্রব্য বা টাকা চুরীকরণ অথবা অন্য ব্যক্তির শরীরহইতে কোন জিনিস বা টাকা চুরীকরণ ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

তরজমা করণবিষয়ক বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের কোন২ বিধি রদকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিমিত্তে রুবকারী এবং অন্যান্য কাগজপত্র তরজমাকরণের নিমিত্তে যে বেতন দেওয়া যায় তাহার হারের বিষয়ি যে বিধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা মতান্তরকরণ আবশ্যক বোধ হইল।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারা রদ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

নানা রাজধানীর উপরিস্থ আদালত পূর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চয় ও সুগমরূপে আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করণের বিষয়ি আইন।

ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ১৮৪১ সালের ১১ ও ২০ আইনের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই সকল ক্ষমতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর উপরিস্থ দেওয়ানী আদালতেরদের হইবেক এবং উত্তর কালে যে২ আইন সকল রাজধানীর দেশে চলন হয় সেই সকল আইনের মধ্যে "সদর আদালত" এই কথা লেখা থাকিলে তাহা সকল রাজধানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারীর সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ আদালত বুঝাইবেক এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

কলিকাতা শহরের বাহিরে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন সাধারণ লোকেরদের গমনাগমনের কোন স্থানের অথবা কোন বাসস্থানের নিবাসিরদিগকে সাধারণের স্বাস্থ্য ও উপকারের বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর দুই গবর্ণমেণ্টের কোন এক গবর্ণমেণ্টের যদ্যপি এমত বোধ হয় যে ঐ রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন শহর কি শহরতলী কি বসতি কি সাধারণ লোকেরদের গমনাগমনের স্থানের ও নিবাসের গৃহস্থেরদের তিন অংশের দুই অংশ ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তা বা পথ বা নরদমা কি পুষ্করিণী মেরামৎ ও পরিষ্কারকরণের ও তাহাতে আলো দেওনের ও জলপথ করণের অথবা চৌকী দেওনের নিমিত্ত কিম্বা সেইরূপ অন্য কোন স্থানবিশেষের কার্য্যের নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় করিতে চাহে তবে উপরের লিখিত সেই স্থান যে গবর্ণমেণ্টের অধীন সেই গবর্ণমেণ্ট নীচের লিখিতমতে তাহার হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্ট উক্ত গৃহস্থেরদের স্থানে অথবা তাহারদের পক্ষে উক্ত অভিপ্রায়ের বিষয়ের দরখাস্ত পাইলে যে ব্যক্তিরদের নাম গবর্ণমেণ্টে অর্পণ হয় অথবা তাহারদের মধ্যে ঐ স্থাননিবাসিরদের যত ব্যক্তিকে উচিত বোধ হয় তাহারদিগকে দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট তৎস্থানীয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তে আপন বিবেচনাক্রমে এক কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত অভিপ্রায় সম্পাদনের নিমিত্ত যে টাক্সের

আবশ্যক হয় তাহা এবং যে হারে ঐ টাক্স বসান যাইবেক তাহা ঐ কমিটি নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং তাঁহারা আবশ্যক সকল বন্দোবস্ত করিতে পারেন্ এবং যে২ চাকরের আবশ্যক হয় তাহারদিগকে উপযুক্ত বেতন দিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন্। কিন্তু ঐ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে ঐ স্থানের মধ্যে বাটীর খাজানার কি বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক টাক্সের হার নির্দ্দিষ্ট হইবেক না এবং সম্বৎসরে এক টাক্সের অধিক লইতে হইবেক না। কিন্তু ঐ স্থাননিবাসি লোকেরদের পক্ষে ঐ কমিটি যে কোন বন্দোবস্ত করেন্ তাহার বিষয়ে ঐ কমিটির কোন এক জন মেম্বর অর্থাৎ অন্তঃপাতী স্বয়ং দায়ী হইবেন না। এবং উক্ত প্রকার যে সকল টাকা আদায় হয় তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ হইলে ঐ কমিটি এবং তাহার প্রত্যেক জন মেম্বর তাহার দায়ী হইবেন এবং ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের টাকা বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নালিশক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার দ্বারা পুনর্ব্বার পাওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গৃহস্থেরদের স্থানে যে টাকা আদায় হয় তাহা নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার নিমিত্ত যে বিধি আবশ্যক বোধ হয় তাহা ঐ স্থানের গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক গতিকে প্রত্যেক কমিটির নিমিত্তে নিরূপণ করিতে পারেন্। এবং ঐ গবর্ণমেণ্টের যদি এমত বোধ হয় যে ঐ টাকা অপচয় হইবার অথবা ঐ কর্ম্মের ব্যাঘাত হওনের সম্ভাবনা আছে তবে ঐ কমিটির কোন এক জন মেম্বরকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন্। এবং ঐ কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ঐ কমিটিতে কার্য্য করিতে যদ্যপি কমিটির অবশিষ্ট মেম্বরেরা এক মাসের মধ্যে ঐ রাজধানীতে গবর্ণমেণ্টের খাতিরজমা মত কোন এক জনকে মনোনীত না করেন্ তবে ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট ঐ কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

প্রতিবৎসরে একবার আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখে অথবা গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিলে বৎসরে ততোধিকবার উক্ত কমিটি গত বৎসরের সকল টাকার জমা খরচের হিসাব গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কোন পাঠ নিরূপণ করেন্ ও খরচের যে নিদর্শনপত্র দেখাইতে হুকুম করেন্ সেই পাঠানুসারে এবং সেই নিদর্শনপত্র সমেত গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিটি কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জষ্টিস অফ দি পাসের নিকটে দরখাস্ত করিলে ১৮৩৯ সালের ২ আইনে যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট

আছে সেই ক্ষমতানুসারে ঐ মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কোন বাকীদারের স্থানে পাওনা টাক্স আদায় করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া কোন টাক্স অসিদ্ধ হইবেক না এবং যদ্যপি উক্তমতে কোন হার নিরূপণকরণেতে অথবা ঐ হারের অনুসারে কোন টাক্স বসানেতে টাক্সহওয়া বাটীইত্যাদি প্রচুরমতে চেনা যাইতে পারে তবে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক। এবং ঐ বাটীইত্যাদির স্বামী বা দখীলকার ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক নাহি। এবং ঐ টাক্সহওয়া বাটীর মধ্যে কোন সময়ে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ঐ টাক্সের টাকা আদায়ের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও বিক্রয়হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই উক্ত প্রকার কোন কমিটি রহিত করিতে পারেন্ এবং ঐ কমিটি কি তাহার কোন মেম্বরেরা যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন সেই কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং উক্ত প্রকার যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন্ তাঁহারা কোন লোকেরদিগকে ও কোন কাগজপত্র ও রোয়দাদ তলব করিতে এবং বলপূর্ব্বক লোকেরদিগকে হাজির করিতে কি ঐ কাগজপত্র দাখিল করিতে এবং সুকৃতিপূর্ব্বক সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২১ অক্‌টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

[ভিন্ন দেশজাত চিনি আমদানীকরণবিষয়ক আইন শুধরণ ও স্পষ্টকরণের আইন।]

ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ভিন্ন দেশজাত কোন চিনি অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অধিকারের মধ্যে যে কোন প্রদেশে ভিন্ন দেশজাত চিনি আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই প্রদেশজাত চিনি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন কোন দেশের কোন ভাগে ডাঙ্গায় তুলিতে কি তুলিবার উদ্যোগ করিতে যে নিষেধ ও দণ্ড ১৮৩৬ সালের ৩২ আইনে এবং ১৮৩৯ সালের ১৫ আইনে লেখা আছে সেই নিষেধ ও সেই দণ্ড উক্ত দুই রাজধানীর অধীন কোন দেশের কোন ভাগেতে ভিন্ন দেশজাত যে চিনি অন্য কোন প্রকারে আমদানী হয় সেই চিনির বিষয়েও খাটিবেক ও খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২৮ আক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারের পুর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিবার নিমিত্ত এবং সৈন্য সম ভিব্যাহারি লোকেরদের উপর যেং ঝুঁকী হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আইন।

* ১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের এদেশীয় সৈন্যেরদের নিমিত্ত যুদ্ধ সম্পর্কীয় যে কোর্ট রিক্বেষ্ট সৈন্যের ছাউনিতে স্থাপন হয় সেই কোর্ট অর্থাৎ আদালতের এলাকার অধীন কোন ব্যক্তি লেনাদেনাকরাতে অথবা নগদ টাকার কর্জ্জেতে দেনদার হইলে যে ব্যক্তি ঐ পাওনা টাকা আদায় করিতে উদ্যোগ করে সে ব্যক্তি ঐ যুদ্ধসম্পর্কীয় ছাউনির সীমার মধ্যে বাস করিয়া তথায় ব্যবসায় করিলেও কিম্বা সৈন্যের কোন ছাউনিতে ইহার পুর্ব্বে ব্যবসায়ী থাকিলেও যদ্যপি দেনা হওন সময়ে ঐ ছাউনির মধ্যে সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারওয়ালার ন্যায় রেজিষ্টরী না ছিল তবে ঐ যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের দ্বারা সেই ব্যক্তি ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পল্টনের কোন ভাগে যে সকল লোকেরা কর্ম্ম করে এবং কোন কর্ম্মের নিমিত্তে সরকারহইতে মাহিয়ানা পায় তাহারা ও ক্ষুদ্র চাকরেরা

এবং সৈন্যের সমভিব্যাহারি অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার লোকেরা সিপাহীরদের মতে ১৮৪১ সালের ১১ আইনের এবং ১৮৪১ সালের ২৮ আইনের বিধির অধীন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়। কোম্পানি বাহাদুরের অধীন দেশনিবাসি দেশীয় লোকেরদের মরিচ উপদ্বীপে গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১। যেহেতুক ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীশ্রীমতী মাহারাণীর হুজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী নীচের লিখিত হুকুম করিয়াছেন।

উইনজরের দরবারে।

১৮৪২ সাল ১৫ জানুআরি।

বর্ত্তমান।

শ্রীশ্রীমতী ইঙ্গলণ্ডের মহারাণী।
শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রিন্স আলবর্ট।
শ্রীযুক্ত লার্ড প্রেসীডেণ্ট।
শ্রীযুক্ত লার্ড প্রিবি সীল।
শ্রীযুক্ত লার্ড ষ্টুআর্ড।
শ্রীযুক্ত লার্ড চেম্বরলেন।
শ্রীযুক্ত অর্ল জর্সি।
শ্রীযুক্ত অর্ল রিপন।
শ্রীযুক্ত লার্ড ষ্টানলি।
শ্রীযুক্ত লার্ড ফিটসজেরাল্ড ও বেস্‌সী।
শ্রীযুক্ত সর রাবর্ট পিল।
শ্রীযুক্ত চান্সেলর অফ দি এক্সচেকর।
শ্রীযুক্ত সর জেম্‌স গ্রেহেম।
শ্রীযুক্ত সর এড্‌ার্ড নাচবুল।

যেহেতুক ভারতবর্ষনিবাসি লোকেরদিগকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর দেশান্তর রাজ্যে গমন করিতে ভারতবর্ষীয় যে আইনের দ্বারা এক্ষণে নিষেধ আছে তাহা অল্প কালের মধ্যে মরিচ উপদ্বীপের সম্পর্কে রদ হওনের কল্প আছে এবং ঐ ব্যক্তিরদের ঐ

উপদ্বীপে গমনের অনুমতি দেওনের আইন ঐ ভারতবর্ষে অল্প কালে জারী হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ঐ আইনের মধ্যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের রক্ষণার্থ এবং মন্দাচরণ নিবারণার্থ বিধি থাকিবার সম্ভাবনা আছে। এবং যেহেতুক পুর্ব্বোক্তমতে যে আইন করণের সম্ভাবনা আছে সেই আইনের মধ্যে এমত বিধান থাকিবার কল্প আছে যে ভারতবর্ষহইতে যে মজুরেরা মরিচ উপদ্বীপে গমনোদ্যত আছে তাহারদের নেগাহবানী ও রক্ষা করণের এবং কর্ত্তৃত্ব করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষের বন্দরে ও স্থানে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। এবং যেহেতুক অনুমান হয় যে ভারতবর্ষহইতে ঐ মরিচ উপদ্বীপের মধ্যে মজুর আনয়নের যে খরচ হয় তাহা ঐ উপদ্বীপের রাজস্ব হইতে দেওনের বিষয়ে ঐ উপদ্বীপে এক আইন জারী হইবেক। এবং যেহেতুক ঐ খরচের সুনিয়ম করণার্থ এবং ভারতবর্ষহইতে ঐ উপদ্বীপে মজুরপ্রভৃতি আনয়ন করণেতে মন্দাচরণ নিবারণ করণার্থ মরিচ উপদ্বীপে আইন করণের আবশ্যক আছে। অতএব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হুকুম করিতেছেন যে ভারতবর্ষহইতে দেশান্তরে গমনের নিবারণার্থ যে আইন চলন আছে তাহা রদ করণের বিষয়ে এবং ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে গমন করণের অনুমতি দেওনের বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে যদি কোন আইন জারী হয় এবং যদি ঐ আইনের মধ্যে এমত বিধান থাকে যে ভারতবর্ষের বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের রক্ষা করণার্থ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষহইতে রফ্ত হওনের নিরূপিত বন্দরে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন তবে এই হুকুমের শেষে যে তফসীল লেখা আছে তাহার নির্দ্ধারিত সকল নিয়ম ও বিধান মরিচ উপদ্বীপে আইনের ন্যায় বলবৎ ও জারী হইবেক এবং ঐ উপদ্বীপের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে দেওয়ানী ও যুদ্ধসম্পর্কীয় সমস্ত কর্ম্মকারক থাকেন তাঁহারা এবং ঐ উপদ্বীপের শ্রীশ্রীমতীর সকল প্রজা আপন২ সাধ্যপর্য্যন্ত ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন ও জারী করিবেন ইতি।

এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের এক প্রধান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত লার্ড ষ্টানলি সাহেব এই বিধানসম্পর্কীয় যে সকল হুকুমের আবশ্যক হয় তাহা দিবেন ইতি।

সি গ্রেবিল।

উক্ত বিধানের নির্দ্দিষ্ট তফসীল অর্থাৎ ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে যে সকল ব্যক্তি গমন করে এবং পঁহুছে তাহারদের বিষয়ি নিয়ম ও বিধান।

১। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষের যে২ বন্দর অথবা স্থানহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে গমন করিতে অনুমতি দেন সেই২ বন্দর বা স্থানে মরিচের গবরনর সাহেব যে ব্যক্তিদিগকে উচিত বোধ করেন তাঁহারদিগকে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্মে সময়ে২ নিযুক্ত

করিতে পারেন্ এবং মরিচ উপদ্বীপে যাহারা এইরূপে পঁহুছে তাহারদের রক্ষা করণার্থে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সময়েং নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

২। ভারতবর্ষের মধ্যে যেং ব্যক্তি এইরূপে এজেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তাঁহারা মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদের সংখ্যানুসারে মেহনতানা পাইবেন না কিন্তু সালিয়ানা বেতন পাইবেন ইতি।

৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রত্যেক এজেণ্ট সাহেব যে বন্দরে বা স্থানে নিযুক্ত হন্ সেই বন্দর বা স্থান হইতে গমনকারি প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে নিজে কথাবার্ত্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল চক্রান্তে কিম্বা মিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দেশান্তরে গমনের প্রবোধ দেওয়া যায় নাহি এবং ঐ পুরুষ বা স্ত্রী যে স্থানহইতে গমনকরিতে উদ্যত আছে সেই স্থানহইতে মরিচ উপদ্বীপ কত দূর ইহা নিতান্ত অবগত আছে। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদের মরিচ উপদ্বীপে গমনে যেং উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা ঐ এজেণ্ট সাহেব তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিদিগকে অসঙ্গত এবং মিথ্যা প্রত্যাশা করিতে নিবারণ করিবেন্। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ সুস্থ এবং বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কিম্বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য অথবা পীড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে ইহা তিনি নিশ্চয় অবগত হইবেন ইতি।

৪। এবং ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাড়া হয় ঐ জাহাজের রেজিষ্টরীহওয়া পরিমাণদৃষ্টে দুইং টনের হিসাবে একং ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। এবং গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবং যদি ঐ জাহাজের কেবল এক তালা থাকে তবে ঐ তালার নীচে এক কাষ্ঠের মেজ্যা করিতে হইবেক এবং ঐ মেজ্যাঅবধি তালাপর্য্যন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এবং ঐ মেজ্যা এমত তৈয়ার করিতে হইবেক না যে তাহার তালার কড়িকাষ্ঠ তাহার উপর রাখা যায়। এবং এইমত কোন জাহাজে শুইবার নিমিত্ত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না এবং জাহাজের নীচের তালা অথবা মেজ্যার উপর যে নীচস্থ থাক থাকে সেই থাক এবং ঐ মেজ্যা কিম্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়া ছয় বুরুল ব্যবধান না থাকিলে কোন জাহাজ চড়নদারেরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং জাহাজের যত পরিমাণ হউক তাহার নীচের তালা অথবা মেজ্যার চতুরস্র বারো ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক এবং সেই স্থানের মধ্যে ঐ চড়নদার ব্যক্তির লওয়াজেমা দ্রব্যছাড়া কোন মাল কি দ্রব্যাদি থাকিবেক না

এবং ঐ বারো ফুট হিসাব করিয়া যত চড়নদাদের স্থান হয় তাহার অধিক চড়নদার সেই জাহাজে যাইবেক না ইতি।

৫। এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সংখ্যা হিসাব করণেতে দশ বৎসরের ন্যূন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য করা যাইবেক ইতি।

৬। যে জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যায় যে বন্দর বা স্থানে ঐ মজুরেরা জাহাজে আরোহণ করে সেই বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজের রফু হওনের সময়ে জাহাজীয় ব্যক্তিরদের আহারের অতিরিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের কারণ নীচের লিখিত নিরিখঅনুসারে উত্তম এবং স্বাস্থ্যজনক আহারীয় দ্রব্য ঐ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ জাহাজের সমুদ্রপথে থাকনের আন্দাজী সময় হিসাব করিয়া ঐ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচ২ গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া জল এবং ঐ জল জলাশয়েতে অথবা উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এবং আন্দাজী সমুদ্রপথে থাকনের প্রত্যেক সপ্তাহের হিসাবে প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌণ্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন সেরের হিসাবে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গোম কিম্বা ওটমিল অথবা অন্য আহারীয় দ্রব্য জাহাজে লইতে হইবেক। কিন্তু যদি ঐ জাহাজের পথিমধ্যে কোন বন্দর বা স্থানে আপনার জলের পীপা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তবে ঐ বন্দর বা স্থানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক সপ্তাহের নিমিত্ত উপরের উক্ত নিরিখঅনুসারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত দর্শান যায় যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিশেষ অনুমতিক্রমে উপরের উক্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সেই২ পরিমাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্য নিরূপণ হয় তবে আহারীয় দ্রব্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি।

৭। ভারতবর্ষের কোন বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমন করিতে যত সপ্তাহের গণনা করিতে হইবেক তাহা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সেই নিমিত্ত জারীকরা আইন বা বিধানের দ্বারা সময়ে২ নিরূপণ করিবেন এবং বৎসরের ভিন্ন২ ঋতুতে ঐ যাত্রায় আন্দাজী সময়ের ভিন্ন২ অনুমান করিতে হইবেক কি না তাহা ঐরূপ আইন বা বিধানের দ্বারা নির্ণয় হইবেক। এবং যদি বৎসরের কোন বিশেষ সময়েতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে দেশান্তর গমন করিতে একেবারে নিষেধ হয় তবে ঐ নিষিদ্ধ কালের মধ্যে যদি তাহারদিগকে দেশান্তর করা জায় তবে অপরাধি ব্যক্তি এই আইনের উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে মরিচ উপদ্বীপে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৮। এইরূপ কোন জাহাজ বন্দরহইতে রফ্তু হওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজ এইরূপে রফ্তু হয় সেই বন্দর বা স্থানে এই বিধানক্রমে যে এজেণ্ট সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহার উচিত যে ঐ জাহাজের চড়নদারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দফায় যে আহারীয় দ্রব্য এবং জল জাহাজে লইতে হুকুম আছে সেই দ্রব্য ও জলের তদারক আপনি করেন্ অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান্ এবং ঐ দ্রব্য যে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্ এবং চড়নদারেরদের ঐ দ্রব্যাদির অতিরিক্ত জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত যথোচিত জল ও আহারীয় দ্রব্য আছে এবং ঐ জাহাজ সামান্যতঃ সমুদ্রপথে যাইবার যোগ্য এবং চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকনের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধানে যে সকল নিয়ম আছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানেন্ এবং তদ্বিষয়ে আপনার দস্তখৎকরা এক সর্টিফিকট ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্ ইতি।

৯। যে সকল জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের প্রতি হুকুম হইল যে যাত্রাকালে এবং মরিচ উপদ্বীপে জাহাজ পঁহুছিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ও সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিত্ত উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ভক্ষ্য দ্রব্য প্রচুরমতে যোগাইয়া দেন্ ইতি।

১০। যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা রফ্তু হয় সেই স্থানের এজেণ্ট সাহেব এই বিধানের দুই খান নকলে দস্তখৎ করিয়া জাহাজ রফ্তু হওনের সময়ে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাহাকে দিবেন এবং ঐ দুই নকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহাজে থাকিবেক এবং ঐ জাহাজের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সময়ে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে ঐ বিধির এক খান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন ইতি।

১১। যে প্রত্যেক জাহাজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের উচিত যে ঐ জাহাজের রফ্তু হওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে রফ্তু হয় সেই বন্দর বা স্থানের এজেণ্ট সাহেবকে ঐ জাহাজের উপর প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নাম ও বয়স ও ব্যবসায়ের দুই খান তালিকা যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লিখিয়া দেন্। এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের উচিত যে তাহার এক তালিকাতে আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্। এবং ঐ জাহাজ মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছিলে এবং ঐ জাহাজহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পূর্ব্বে ঐ জাহাজাধ্যক্ষ ঐ জাহাজের পঁহুছনের সংবাদ এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা পূর্ব্বোক্ত তালিকা আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেবকে দিবেন। এবং ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ

জাহাজের উপর গমন করিবেন এবং যথাসাধ্য ঐ জাহাজের তদারক স্বয়ং করিয়া ও চড়নদারেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের শয়ন স্থানের বিষয়ে এবং ঐ জাহাজের পরিমাণ ও জরিপের হিসাবে যত চড়নদার লইতে হয় তাহার বিষয়ে এবং সমুদ্রপথে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের আহারাদির বিষয়ে যে সকল হুকুম এই বিধানের মধ্যে পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না। পরে ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব স্বয়ং ঐ ব্যক্তিরদিগকে একত্র করিয়া তাহারদের সংখ্যা ও নাম ঐ তালিকার লিখিত নাম ও সংখ্যার সঙ্গে মোকাবিলা করিবেন এবং ঐ জাহাজের উপর যত আগত বিদেশীয় থাকে তাহারদের সমুদায় সংখ্যা ঐ তালিকার নকলে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। এবং যদি সেইরূপ কোন দেশান্তার গমনকারি ব্যক্তি যাত্রাকরণ সময়ে মরিয়া থাকে অথবা যদি ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রকৃত সংখ্যা ও নাম ঐ তালিকার লিখিত নাম ও সংখ্যার সঙ্গে না মিলে তবে আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব ঐ মৃত্যু অথবা বৈলক্ষণ্যের কথা ঐ তালিকার নকলেতে লিখিবেন পরে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে জাহাজহইতে নামিতে বা তটে উঠিতে আপনার দস্তখৎকরা এক পরওয়ানা দিবেন ইতি।

১২। যদি ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব ঐ জাহাজ এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগের তদারক স্বয়ং করিয়া তাহার এমত মনঃপ্রত্যয় হয় যেপূর্ব্বোক্ত সকল নিয়মের মতাচরণ নিতান্ত হইয়াছিল তবে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছনের বিষয়ে এবং তাহারা যে স্থানহইতে আগমন করিয়াছিল ও যে জাহাজের দ্বারা পঁহুছিল এই সকল বিষয়ের এক সর্টিফিকেট দস্তখৎ করিয়া তাহা দিবেন ইতি।

১৩। মরিচ উপদ্বীপের খাজাঞ্চী ঐ উপদ্বীপের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের পরওয়ানা না পাইলে ঐ আগত বিদেশীয়েরদের বিষয়ে কিছু টাকা দিবেন না এবং ঐ আগত ব্যক্তিরদের রক্ষক সাহেবের পুর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট না পাইলে ঐ উপদ্বীপের গবর্নর সাহেব কোন পরওয়ানা দিবেন না ইতি।

১৪। যে সকল ব্যক্তির বিষয়ে ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব এইরূপে সর্টিফিকট দেন্ সেই প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তাহারা যে জাহাজের দ্বারা পঁহুছিল ও যে বন্দরহইতে রওয়ানা হইয়াছিল এবং যে সময়ে ঐ উপদ্বীপে পঁহুছিল তাহার এক রেজিষ্টর রাখিবেন এবং ঐ রেজিষ্টরের এক নকল প্রতিবৎসরের ৩১ মার্চ ও ৩০ জুন ও ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩১ ডিসেম্বরে ঐ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের হজুর কৌন্সেলে দিবেন ইতি।

১৫। এবং ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যাওনিয়া কোন জাহাজ যদি এই বিধানের মধ্যে দেওয়া অনুমতি ও হুকুম অপেক্ষা অধিক সংখ্যক চড়নদার লইয়া যায় তবে ঐ নিয়মঅপেক্ষা যত অধিক চড়নদার লয় তাহার প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্তে ৫ পৌণ্ড অর্থাৎ ৫০/ টাকা জরীমানা হইবেক। এবং জাহাজের দুই তালার মধ্যে যত ব্যবধান থাকিবার হুকুম আছে সেই জাহাজের মধ্যে যদি তাহা না থাকে অথবা যদি ইহার পূর্ব্বে হুকুমকরা মেজ্যার ইহার পূর্ব্বে হুকুমকরা প্রকারে সমুদায় যাত্রাকালে না রাখা গিয়া থাকে ও না রহিয়া থাকে অথবা যদি শয়ন করিবার নিমিত্ত দুই থাকের অধিক মাচান থাকে অথবা যদি ঐ জাহাজের যাত্রার সমুদায় কাল ব্যপিয়া জাহাজের তালা এবং শয়ন করিবার নিমিত্ত অধস্থ থাকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান না থাকে অথবা ঐ প্রকার চড়নদারের ব্যবহার ও খরচের নিমিত্ত যেং প্রকার ও যত জল ও আহারীয় দ্রব্য লইবার হুকুম ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে যদি সেই জাহাজের মধ্যে সেইরূপ জল ও আহারীয় দ্রব্য না থাকিয়া জাহাজ বন্দরহইতে রফ্তু হয় ও সমুদ্রে গমন করে অথবা দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের তালিকা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও রীত্যনুসারে না পাইয়া যদি ঐ জাহাজ বন্দরহইতে রফ্তু হয় অথবা যদি সেই তালিকা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা করা গিয়া থাকে অথবা যদি এই বিধানের নকল দেখাইতে যেরূপে ইহার পূর্ব্বে হুকুম আছে সেইরূপে যদি তাহা দেখান না যায় অথবা যদি যাত্রার সময়ে এবং জাহাজ মরিচে পঁহুছনের পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঐ দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তিকে আহারাদি না দেওয়া যায় তবে মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছনের পর বারো মাসের মধ্যে কোন সময়ে কোন বেতনভোগি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের ঐং অপরাধের সরাসরীরূপে প্রমাণ হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত ৫ পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গের কম না হয় এবং ২০ পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গের অধিক না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন। এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় অথবা বেতনভোগি মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষ সাব্যস্ত হওন কালে যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে যদি ঐ জরীমানা না দেওয়া যায় তবে অপরাধি ব্যক্তি এক মাসের কম ও তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন ইতি।

১৬। কিন্তু ঐ প্রকার জাহাজে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি বা তাহার তরফের কেহ বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা মালিক কি মালিকেরদের সঙ্গে যে কোন বন্দোবস্ত করিয়া থাকে সেই বন্দোবস্ত উল্লঘুন করণ অথবা তদনুসারে মতাচরণ না করণের বিষয়ে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির নালিশ বা মোকদ্দমা করণের যে অধিকার আছে তাহা এই বিধির লিখিত কোন কথার দ্বারা লোপ অথবা ন্যূন হইবেক না ইতি।

১৭। কিন্তু আদমিরালটির শ্রীযুক্ত লার্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীন নিযুক্ত

কোন জাহাজ অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই বিধানের কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

১৮। ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি কোন ব্যক্তি তথায় পঁহুছনের পর ৪৮ ঘণ্টা অতীত না হইলে ঐ উপদ্বীপে কর্ম্ম করণের বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিবেক না এবং ঐ সময় অতীত হওনের পূর্ব্বে কর্ম্ম করণের যে কোন বন্দোবস্ত হয় তাহা সর্ব্ব প্রকারে রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

১৯। ভারতবর্ষহইতে যে সকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি মরিচে পঁহুছে এবং ঐ উপদ্বীপে কর্ম্ম করিবার বন্দোবস্ত করে সেই দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি ঐ উপদ্বীপে পঁহুছিবার পূর্ব্বে যে কোন কর্জ্জ বা বন্দোবস্ত করিয়া থাকে তাহার বিষয়ে মরিচ উপদ্বীপে তাহার নামে কোন নালিস বা মোকদ্দমা বা দাওয়া হইতে পারে না ইতি।

২০। মরিচ উপদ্বীপে কৃষি কর্ম্মে বা শিল্প কর্ম্মে অন্যান্য মজুরেরদের কর্ম্ম করণের বন্দোবস্তের বিষয়ে তথায় যে আইন চলিত আছে সেই আইনে যত কালের নিয়ম আছে ও যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং যে ব্যক্তিরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বন্দোবস্ত করিতে হুকুম আছে তদনুসারে ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি মরিচে পঁহুছিলে ঐ উপদ্বীপে খাটনীর বন্দোবস্ত করিবেক এবং অন্য কোন প্রকারে বন্দোবস্ত করিবেক না ইতি।

২১। এই২ বিধানের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ না হয় এমত যে২ আইন ও হুকুম দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের উপকার ও রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষের মধ্যে জারী হয় সেই সকল আইনের প্রতিপালন হইয়াছে ইহার হৃদ্বোধ প্রমাণ মরিচ উপদ্বীপের গবরনর্ সাহেবের না হইলে ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি যে ব্যক্তিরা ঐ উপদ্বীপে পঁহুছে তাহারদের বিষয়ে ঐ উপদ্বীপের খাজানাখানাহইতে কিছু টাকা দেওয়া যাইবেক না ইতি।

২২। যে কোন গতিকে এই বিধানের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের কথা পুংলিঙ্গে অথবা এক বচনে লেখা গিয়াছে সেই২ স্থলে সেই কথা স্ত্রীলিঙ্গ ও অনেক ব্যক্তির বিষয়ে খাটিবেক এমত বোধ করিতে হইবেক। কিন্তু এই সকল বিধান যে অভিপ্রায়ে এবং যে কার্য্য সিদ্ধ করণার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যদি কেবল পুংলিঙ্গ ও এক বচনের অর্থ করণের আবশ্যক হয় তবে সেই স্থলে কেবল সেইরূপ অর্থ করিতে হইবেক ইতি।

সি গ্রেবিল।

অতএব উক্ত হুকুমানুসারে এবং তাহা সফল করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল যে

ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদের সমুদ্রপথে গমন সময়ে এবং ঐ উপদ্বীপে তাহারদের বাস করণ সময়ে তাহারদের রক্ষা করণের বিষয়ে এবং পাঁচ বৎসরের শেষে অথবা তাহার পর যে কোন সময় তাহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে চাহে সেই সময়ে তাহারদের নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিবার বিষয়ে যেং বিধান এবং যেং উদ্যোগ করা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বোধে আবশ্যক হয় সেইং বিধান ও উদ্যোগ মরিচ উপদ্বীপের গবর্নর্ সাহেব করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে রীতিমত বিজ্ঞাপন হওনের সম্বাদ যে দিনে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব গেজেটের মধ্যে প্রকাশ করেন্ সেই দিবসঅবধি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এবং তাহার দ্বারা যে সকল আইন রদ হইয়াছিল সেইং আইন যেপর্য্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে দেশীয় লোকেরদের মরিচে গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত রদ হইবেক। কিন্তু উপরের উক্ত তিন বন্দরছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষয়ে এবং মরিচ উপদ্বীপছাড়া অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পুর্ব্বোক্ত ১৪ আইন পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হওনের পর কোম্পানি বাহাদুরের অধীন দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে ভারতবর্ষহইতে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দর দিয়া মরিচ উপদ্বীপে যাইতে এবং তথায় তাহারদিগকে লইয়া যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্তু এই আইনের বিধানের অন্যমতে তাহারা যাইতে পারিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যেং ব্যক্তিকে মরিচের গবর্নর্ সাহেব নিযুক্ত করেন উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর যে রাজধানীর মধ্যে থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেইং ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্ম করিতে এবং এই আইনের দ্বারা ঐ এজেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং ঐ দেশান্তরে গমনের কার্য্যের প্রত্যেক এজেণ্ট যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই আইনানুসারে করা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের রিপোর্ট মাসেং করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে বন্দর থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত

পরওয়ানা না পাইলে ঐ জাহাজে সেই বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে মজুরী করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। ঐ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে সময়েং গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করেন্ সেই নিয়মানুসারে অনধিক ১ টাকা রসুম লওয়া যাইবেক এবং ঐ রসুমের টাকা উক্ত গবর্ণমেণ্টের খাজানাখানাতে দাখিল হইবেক এবং গবর্ণমেণ্ট আপন বিবেচনাক্রমে ঐ পরওয়ানা দিতে বা না দিতে পারেন্। এবং ঐ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে যে প্রত্যেক জাহাজ লইয়া যায় বা লইয়া যাওনার্থ ভাড়া হয় ঐ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ এক বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিবেন ও সেই বণ্ডে এমত লেখা থাকিবেক যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার মালিক এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত নানা নিয়মের মতাচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাকা জরীমানা দিবেন। এবং যে স্থানে ঐ বণ্ডে দস্তখৎ হয় সেই স্থানে অথবা মরিচ উপদ্বীপে ঐ বণ্ড দৃষ্টে নালিশ হইবার নিমিত্ত ঐ প্রকার দুই খান বণ্ডে দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং তাহার একখান মরিচ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাঁহারা সেই বিষয়ে যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহাই করিবেন। এবং যে সকল জাহাজের বিষযে পূর্ব্বোক্তমতে পরওয়ানা না দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যদি জাহাজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যান তবে ঐ জাহাজ জব্দ হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে ঐরূপ বেআইনমতে লইয়া যান তাহারদের জনপ্রতি হাজার টাকা করিয়া জরিমানা দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনকারি যেং মজুরের নিকটে ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট কিম্বা পাস না থাকে এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখাইতে না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ানাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে লইতে পারিবেন না। ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে ঐ মজুরের নাম ও তাহার বাপের নাম ও তাহার বয়ঃক্রম লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা যাইবেক যে ঐ মজুর ঐ এজেণ্ট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ মরিচ উপদ্বীপে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার সম্মতি ও ইচ্ছা জানাইয়াছে ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইতে যে জাহাজকে পরওয়ানা দেওয়া যায় সেই জাহাজ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে যাত্রা করণের পূর্ব্বে যদ্যপি সেই প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া থাকে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের

আবশ্যক যে ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট প্রাপ্ত হন্ অর্থাৎ

১। যে উপরের লিখিত তফসীলের ৩ দফায় ঐ এজেণ্টের প্রতি যাহা করিতে হুকুম হইয়াছে তাহা তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা করিয়াছেন। এবং ঐ তফসীলে যে তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহা ঐ এজেণ্ট কোন খোলা আদালতে অথবা সরকারী যে দপ্তরে সকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দপ্তরে করিবেন।

২। যে পূর্ব্বলিখিত তফসীলের ৪।৫।৬। এবং ৮ দফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ করিয়াছেন।

৩। যে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও ঔষধাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এবং দেশের ব্যবহার বুঝিয়া উপযুক্ত প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের সঙ্গে যত স্ত্রীলোক যাইবেক তাহার সংখ্যার বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে সময়েং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব যেং বিধি করেন্ তাহার প্রতিপালন হইয়াছে ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তফসীলের ৭ দফার উপলক্ষে ঐং বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে যাইতে অনুমান যত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরূপণ হইবেক ইতি।

কলিকাতার বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষপর্য্যন্ত দশ সপ্তাহ।

নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত আট সপ্তাহ।

মান্দ্রাজ বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মারের শেষপর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ এবং নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত পাঁচ সপ্তাহ।

বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি সেপ্টেম্বর মাসের শেষপর্য্যন্ত পাঁচ সপ্তাহ এবং অক্টোবর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত ছয় সপ্তাহ।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নানা বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে কোন জাহাজ রওয়ানা হওনের পূর্ব্বে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের উচিত যে পূর্ব্বে প্রকাশিত

তফসীলের ১১ দফায় যে তালিকার বিষয়ে লেখা আছে তাহা ঐ বন্দরের নিযুক্তহওয়া এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবকে দেন্। এবং ঐ ১১ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাঁহার স্থানে ঐ তালিকার এক নকল লন্ ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজ রফু হওনের পুর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিতে এই আইনের পুর্ব্ব ভাগে হুকুম আছে তাহার সম্পূর্ণরূপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পুর্ব্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি মজুরকে ঐ জাহাজে লইয়া মরিচ উপদ্বীপে গমন করেন্ তবে যে প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন্ তাহার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে তাঁহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২০০) টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পুর্ব্বোক্ত কোন বন্দর-হইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনার্থ জাহাজ রফু করণের পর ঐ জাহাজে ঐ প্রকার দেশা-ন্তর গমনকারি কোন মজুরকে লন্ এবং যদি জাহাজ রফু হওনের পুর্ব্বে দেশান্তর গমনকারি ঐ মজুরের নাম পুর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে লেখা না গিয়া থাকে কিম্বা যদি ঐ অধ্যক্ষ ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার নকল পুর্ব্বোক্তমতে না লইয়া থাকেন্ তবে ঐ জাহাজাধ্যক্ষের ঐ অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে যত মজুরকে লন্ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০) টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে মরিচ উপদ্বীপে রফু হওয়া কোন জাহা-জের অধ্যক্ষ পুর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট পাইলে পর প্রবঞ্চনা করিয়া এমত কোন কর্ম্ম স্বয়ং করেন্ বা অন্যকে করিতে দেন্ যে তাহার দ্বারা ঐ জাহাজের বা চড়নদারের কি ঐ সর্টিফিকটসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের অন্যাবস্থা হওয়াতে ঐ সর্টিফিকট আর তাহাতে খাটিতে না পারে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০০) টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ঐ জাহা-জের নিমিত্ত পুর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট যে পরওয়ানা পাইয়া থাকেন্ তাহার সম্পর্কে যে বণ্ড লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যের লিখিত জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে মরিচ উপদ্বীপে

দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইবার যথাসাধ্য নিবারণ করিবার জন্য জাহাজে মাসুল না দিয়া জিনিস উঠাওনের নিবারণার্থে জাহাজের তালাশী লওন এবং আটক করণের বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকদিগকে আইনমতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে মরিচে গমনশীল জাহাজের উপর উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিদিগকে বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারণজন্য ঐ২ কার্য্যকারক সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন্। এবং আরো হুকুম হইল যে এই বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকেরদের প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইল এবং তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল কোম্পানি বাহাদুরের সকল আড়কাটিরও সেইরূপ ক্ষমতা ও ভার হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দ্বারা অথবা বেআইনী কয়েদ করণের দ্বারা কি অন্যায়রূপে যুটিয়া দেওনের দ্বারা এই আইনের বিরুদ্ধে কোন এদেশীয় লোককে জাহাজে রফু করিতে উদ্যোগ করে তবে সেই অপরাধি ব্যক্তির মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০০) টাকা জরীমানা করিতে পারেন্ অথবা ছয় মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কয়েদ করিতে পারেন্। কিন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক নাহি পরন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার কার্য্যের কেবল এক প্রকার কার্য্য হইতে পারে ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিমতে আরোহণহওয়া দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যদি কোন জাহাজ কলিকাতাহইতে রফু হয় তবে ঐ জাহাজে নিযুক্ত হাসিলের কার্য্যকারকের উচিত যে ঐ বিদেশ গমনকারি মজুর যে পাস অথবা সর্টিফিকট লইয়া জাহাজে আইসে তাহাতে দস্তখৎ করেন্ এবং ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি যত মজুর জাহাজে উঠে তাহারদের এক রেজিষ্টর রাখেন্। এবং ঐ জাহাজ সাগরে না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ হাসিলের কার্য্যকারক জাহাজে থাকিবেন এবং আপনার সম্মুখে ও জাহাজের আড়কাটির সম্মুখে জাহাজের মাল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারের গণতি না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজহইতে চলিয়া আসিবেন না এবং হাসিলের কার্য্যকারক ঐ গণতি করিয়া জাহাজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আইনের ১২ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। এবং তাঁহার এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বোধ করিলে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত মজুর থাকে তাহারদের এবং মাল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের গণতি করিতে জাহাজের অধ্যক্ষকে হুকুম করেন্ এবং ঐ গণতির তালিকায় দস্তখৎ করেন্। এবং হাসিলের এইমত প্রত্যেক কার্য্যকারক ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া আসিবেন সেই সময়ে ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি যত মজুর ছিল তাহাদের বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন

এবং ঐ রিপোর্টে এমত কথা লিখিবেন যে আমার জ্ঞাতসারপর্য্যন্ত আমি কহিতে পারি যে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হওনের পর জাহাজে অতিরিক্ত কোন মজুর লওয়া যায় নাই এবং এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্য্য করা যায় নাই কিম্বা যাহা করিতে হুকুম আছে তাহার ত্রুটি হয় নাই এবং এইমত রিপোর্ট এবং গণতি হইলে সেই গণতির তালিকা ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইবেন। এবং হাসিলের জে কোন কার্য্যকারক কিম্বা আড়কাটি জানিয়া শুনিয়া ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদের মিথ্যা বা অশুদ্ধ কিম্বা অসম্পূর্ণ রিপোর্ট করেন অথবা বেআইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপকরিয়া থাকেন সেই কার্য্যকারক বা আড়কাটি কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ৫০০) টাকা জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং যদি ঐ জরিমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন এবং হাসিলের রাজস্বের বিষয়ে অপরাধ হইলে যে রূপ দণ্ড নিরূপণ হয় সেই রূপে এই অপরাধের বিষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকরা কোন দলীলদস্তাবেজ জাল করে অথবা জাল হইয়াছে জানিয়া তাহা লইয়া ব্যবহার করে তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেব অথবা তৎস্থানের কি রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের অধ্যক্ষেরা এই আইনের দ্বারা যেং দণ্ডের যোগ্য হন সেইং দণ্ডের হুকুম জারি হইবেক অথবা ঐ জাহাজাধ্যক্ষ যে বণ্ড লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহা যদি জাহাজকে দেওয়া পরওয়ানার নিমিত্ত লেখা গিয়াথাকে তবে সেই বণ্ড ধরিয়া নালিশ করণের দ্বারা এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া রোয়দাদের মধ্যে লেখা গিয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

জমীদারেরদের ও ভূম্যধিকারিরদের দেওয়া পাট্টার মিয়াদের বিষয়ি আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ১৪ আইনের ২ ও ৩ ধারা মতান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে জমীদারেরা কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিরা সরকারের সহিত যেং মিয়াদে বন্দোবস্ত করিয়াছেন সেইং মিয়াদের অধিক না হয় এত কাল-পর্য্যন্ত পাট্টা দিতে পারেন্ অথবা কোন ভূমির খাজানা ধার্য্য করিতে পারেন্। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহাহইতে অধিক মিয়াদে পাট্টা দেন্ কিম্বা ভূমির খাজানা ধার্য্য করেন্ তবে ঐ পাট্টা অথবা ভূমির খাজানার বন্দোবস্ত আপনারদের মিয়াদের অধিক যত কাল হয় কেবল তত কালের নিমিত্ত রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ভূমির অধিকার এবং ভূমিবিষয়ক অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় লিখিত পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করণবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন মফঃসলে রেজিষ্টরীবিষয়ক যে আইন চলে তাহাতে হুকুম আছে যে ভূমির অধিকার ও ভূমি বিষয়ক অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হইলে যদি রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি জানিল যে রেজিষ্টরী না হওয়া সেই বিষয়ের পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি আছে তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী না হওয়া সেইরূপ পাট্টাপ্রভৃতির অপেক্ষা প্রবল হইবেক না। এবং যেহেতুক রেজি-ষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তিরদের সেইরূপ জ্ঞান থাকনের বিষয়ে এবং তাহারদের সেই২ স্থলে পূর্ব্বে সম্বাদ পাওনের বিষয়ে যেং বিধি আছে তাহার অর্থ করণেতে আদালতের নিয়মের অত্যন্ত পেঁচ পড়িয়াছে। এবং যেহেতুক সেইরূপ সম্বাদ দেওন অথবা জ্ঞান থাকনের বিষয়ে যে তজবীজ হইয়াছে তাহাতে অনেক মিথ্যা শপথ হইয়াছে এবং ঐ তজবীজে আদালতের অনেক সময় লাগিয়াছে এবং যেহেতুক জাল কাগজপ্রযুক্ত এবং মিথ্যা শপথ এবং প্রবঞ্চনাক্রমে বিষয় ছাপানপ্রযুক্ত এবং অন্যান্য কুব্যবহার প্রযুক্ত যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে অথবা ভূমি বন্ধক লইয়া টাকা কর্জ্জ দেয় এইমত কোন ব্যক্তি ঐ ভূমির অধিকার অথবা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করিলেও তাহার উপর এমত নির্ভর করিতে পারে না যে অন্য দাওয়াদার রেজিষ্টরী না হওয়া কোন পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বের তারিখের বলিয়া উপস্থিত করিয়া তাহার স্বত্বাদি মিথ্যা করিবেক না

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের চলিত কোন আইনেতে ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বে ছিল ইহা জ্ঞাত থাকনের অথবা তাহার সম্বাদ

পাইবার বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি রদ হইবেক। এবং ভূমির অধিকার অথবা তাহার কোন লাভসম্পর্কীয় যে পাট্টা কি দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি ঐং রাজধানীর আইনানুসারে রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে তাহা যদি তৎপরের লিখিত সেই বিষয়ের পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হওনের পুর্ব্বে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে তৎপরের লিখিত যে পাট্টা কি দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় তাহার অনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাওয়া বলবৎ হইবেক এবং পুর্ব্বের হওয়া পাট্টা বা অন্য দলীলদস্তাবেজ থাকনের বিষয় সেই ব্যক্তি জানিয়াছিল বা তাহার সম্বাদ পাইয়াছিল এমত কথিত হইলেও তাহার পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজ অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে আগামি ১৮৪৩ সালের ১ মে তারিখের পুর্ব্বে যে কোন পাট্টা কি অন্য দলীলদস্তাবেজ হইয়া ছিল তাহার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠকের সুনিয়ম করণের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের অথবা খাস আপীলের যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব বিচার করিয়া বোধ করেন্ যে ঐ আপীলহওয়া নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করা উচিত তবে তিনি সর্ব্বদাই ঐ আদালতের অন্য দুই জন জজ সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আহ্বান করিবেন এবং ঐ তিন জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া ঐ আপীল শুনিবেন এবং অধিক কোন জজের মত না লইয়া তাঁহারা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। এইমত গতিকে যদি তিন জন জজ সাহেবের এক মত হয় তবে তাঁহারা তিন জনই ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমনামায় দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জজের মত অন্য দুই জনের সঙ্গে ঐক্য না হয় তবে যে দুই জন জজ ঐক্য হন্ তাঁহারা ঐ ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবেন এবং অন্য জজ সাহেবের দস্তখৎকরা আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমের মধ্যে তাঁহার মত লিখিতে হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু উক্ত নিয়ম সরাসরী আপীলে অথবা মুৎফরক্কা মোকদ্দমার আপীলে খাটিবেক না এবং ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়াগিয়াছিল ইহার দ্বারা তাহার কিছু অন্যথা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

খাস আপীলের বিধি সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর কলিকাতার এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত ও মান্দ্রাজের সদর আদালত এবং বোম্বাইয়ের সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালতসকলে জাবেতামত আপীলের যে সকল নিষ্পত্তি কোন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের তুল্য প্রবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্তুরের বিপরীত দৃষ্ট হয় অথবা আইনের বা দস্তুরের কিম্বা ব্যবহারের যে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ হইতে পারে এইমত কোন নিয়মঘটিত হয় সেই আপীলের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল ঐ২ সদর আদালতে হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপীলের দরখাস্ত উপরের উক্তমতে নির্দ্ধারিত আদালতে দাখিল না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার সম্পর্কে খাস আপীল হয় তাহাতে পূর্ব্বে যে সকল ডিক্রী হইয়াছিল তাহার নকল খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত উপরের উক্তমতে

নির্দ্ধারিত আদালতে রীত্যনুসারে দাখিল হইলে তাহা খাসআপেলাণ্ট কি তাহার উকীল বা মোক্তারকারের সম্মুখে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব শুনিবেন এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ মোকদ্দমার মিসিলের সম্পর্কীয় কোন দলীলদস্তাবেজ তলব করিয়া পাঠ করিতে পারেন্ এবং ঐ দরখাস্তের জওয়াব দেওনের নিমিত্ত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তলব করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি এই মত বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে তিনি তদনুসারে হুকুম দিবেন এবং সেই সময়ে আপীলের যে মূল বিষয় বা বিষয়সকলের বিচার করিতে হইবেক তাহা সর্টিফিকটের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন পরে ঐ আদালতে যে দেশীয় ভাষা চলিত আছে তাহাতে তাহা তরজমা করা যাইবেক এবং তাহার পর ঐ খাস আপীল দাঁড়ামতে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত আদালতের নথীর শামিল করা যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা আইনের মূল বিষয় বা বিষয়সকলের নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমার রোয়দাদের যে অংশের আবশ্যকতা নাই সেই অংশ তলব করিয়া তাহাতে দৃষ্টি করণের প্রয়োজন নাই ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন এবং খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের বিষয়ে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্তমতে কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে উপরের উক্ত ধারামতে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল সর্টিফিকটে লেখাযায় সদর দেওয়ানী আদালত কেবল তাহার বিচার করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন বিষয় বা অংশের বিচার করিবেন না ইতি।

৮ ধারা।

কিন্তু আপীলের বিশেষ কারণ যদি অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণরূপে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখাগিয়া থাকে তবে ঐ সদর আদালত ঐ সর্টিফিকট শুদ্ধ করিতে পারেন্। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল আদৌ লেখা গিয়াছিল কেবল তাহাই এরূপে শুধরাণ যাইতে পারে এবং কোন নূতন বিষয় বা বিষয়সকল লইতে কিম্বা ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে তাহা লিখিতে ঐ আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের বিষয়ে বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর যে সকল আইন ও বিধি আছে তাহা যেপর্য্যন্ত এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া মুলতবী থাকে এই আইনের কোন হুকুমের দ্বারা তাহা শুননির ব্যতিক্রম হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে ঐ দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলের যে রূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইত সেই রূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৪ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

জুষ্টিস অফ দি পীসেরদের এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আক্ট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ানুসারে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কার্য্য করেন তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীলবিষয়ক আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক আইনের নির্দ্দিষ্ট নানা গতিকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে নিযুক্ত আছেন সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে কোনং অপরাধের নালিশ হইতে পারে এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা আছে তদুপলক্ষে অথবা তাঁহারদের জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারা ঐ নালিশের বিচার করিতে পারেন্। এবং যেহেতুক মাজিষ্ট্রেটী পদের উপলক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের সমক্ষে যেং অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর এবং জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারদের সমক্ষে যেং দোষ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর আপীল করণবিষয়ের ভিন্নং বিধি আছে। এবং যেহেতুক বৃটনীয় প্রজারা চড়াউ করিলে বা কোন স্থানে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে অথবা বলপূর্ব্বক অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি করিলে তাহারদের ঐ দোষ মফঃসলে জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আক্ট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল করণের যে আইন আছে তাহা শুধরণের আবশ্যক।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সামান্য ক্ষমতার উপলক্ষে হুকুম করিলে সরকারের আইনানুসারে যে কার্য্যকারকের নিকটে এবং যেং বিধির অনুসারে আপীল হইবার হুকুম আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন জুষ্টিস অপ দি পীস কোন অপরাধ

সাব্যস্ত হওয়াতে যে দণ্ডাজ্ঞা করেন তাহার উপর এবং উক্ত আক্ট অর্থাৎ আইনানুসারে যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য করেন তাঁহার দ্বারা কোন অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি যে দণ্ডাজ্ঞা করেন তাহার উপর আপাল সেই কার্য্যকারকের নিকটে এবং সেইং বিধির অনুসারে হইবেক এবং এমত যে মোকদ্দমার উপর আপীল হয় তাহা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে সকল মোকদ্দমার উপর উক্ত প্রকারে আপীল হইয়াছে সেই সকল মোকদ্দমাছাড়া অন্য মোকদ্দমায় কোন দণ্ডাজ্ঞা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা রদ করণের যে ক্ষমতা এক্ষণে আছে তাহা এই আইনের কোন কথাতে রহিত হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৬ সপ্ত আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

আমীনেরদের এবং মুনসেফেরদের আদালতের এলাকা ও কার্য্যবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনকে প্রথমত উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণেতে জিলা এবং শহরের জজ সাহেবদিগের আদালতের কার্য্য চালাওনের নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীনেরা কার্য্য করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকার মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আপীলের বিষয়ে ঐ ধারাতে যে২ বিধান আছে সেই২ বিধান ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচারকালীন ঐ বিচারকের করা সকল হুকুমের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২[illegible] আইনের যে২ ভাগে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের প্রতি আসামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথবা তাঁহারদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর সম্পত্তি ক্রোককরণের অথবা জিলার জজ সাহেবের অনুমতিবিনা তাঁহারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করণের নিষেধ আছে সেই২ ভাগ রদ হইল ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় তাঁহারা আসামীর স্থানে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ এবং ৫ ধারার বিধির অনুসারে জামিন চাহিতে পারেন এবং জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া আপনারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করিতে পারেন কিন্তু এই ধারার অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন যেং আদালতে তাহার প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেইং আদালতের করা ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে সেই আদালতের দ্বারা ঐ আপীল আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক। এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ঐং ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর সর্টিফিকটকরা নকলসমেত দিতে হইবেক। এইং গতিকে মুনসেফ অথবা সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা বংশপ্রযুক্ত কোন প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমায় মুনসেফের আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইবেন না ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১।২ এবং ৩ প্রকরণে স্থানবিশেষের আকার ও সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যে নিষেধ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া মুনসেফেরা সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমা লইতে ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন। কিন্তু যে মোকদ্দমায় কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্বেরা কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিরা অথবা তাঁহার আদালতের কোন উকীল বা

আমলা এক পক্ষ হন্ সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার কোন মুনসেফ করিতে পারিবেন না ইতি।

১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারাপ্রযুক্ত যেং গতিকে কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্ব কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার আদালতের উকীল বা আমলা মোকদ্দমার এক পক্ষ হওয়াতে তিনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ না সেইং গতিকে মুনসেফ তথাপি ঐ মোকদ্দমা লইতে পারেন্ এবং যে জিলার অধীন সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারেন্ পরে জজ সাহেব তাহা ঐ জিলার অন্য কোন মুনসেফের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৯ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইল।

ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের জজেরা যে সময়ে এবং যে ভাষাতে আপন২ নিষ্পত্তি লিখিবেন তাহার বিষয়ি আইন।

যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি এবং সেই নিষ্পত্তির হেতু নিষ্পত্তি করণের সময়ে জজের স্বকীয় ভাষায় লেখা ও দস্তখৎ করা উচিত বোধ হইল।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেইং নিষ্পত্তির হেতু ডিক্রীর যেং ভাগে লেখা যায় সেইং ভাগ এবং জাবেতামত মোকদ্দমার ডিক্রী সংশোধনের যে হুকুম ও ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের যে হুকুম সদর আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলার অধীন জজ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবেরা করেন তাহা প্রথমে ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যাইবেক এবং সেই নিষ্পত্তি ও হুকুম করণের সময়ে ঐ জজ সাহেবের অথবা জজ সাহেবেরদের দ্বারা তাহাতে দস্তখৎ হইবেক এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা করা যাইবেক এবং সেই তরজমা ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশের চলিত যে কোন আইনে সদর আদালতের ডিক্রী ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার হুকুম আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না। এবং মান্দ্রাজ রাজধানীর চলিত যে কোন আইনে প্রবিন্স্যল এবং জিলার আদালতের এবং আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবের অধীন সহকারি আদালতের ডিক্রী এবং সদর আদালত ও প্রবিন্স্যল আদালতের নিকটে দরপেশ হওয়া দরখাস্তের বিষয়ি ঐং আদালতের হুকুম ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার বিধান আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক যে ভাষা লইয়া ব্যবহার করিতে হইবেক সেই ভাষার বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে উপরিস্থ আদালতের উপদেশের নিমিত্ত এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারায় যে সকল নিয়ম আছে সেই২ নিয়মানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরদের কার্য্য করা উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সকল রাজধানীর অধীন দেশে যে২ বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেই২ বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেই২ নিষ্পত্তির হেতু প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফের করা সকল ডিক্রীর যে ভাগে লেখা যায় সেই ভাগ ঐ প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ প্রথমে স্বকীয় ভাষাতে লিখিবেন এবং ঐ প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফেরা সেই নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং ডিক্রীসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের চলন ভাষা যদি ঐ প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির স্বকীয় ভাষা না হয় তবে ঐ ডিক্রী সেই আদালতের চলন ভাষায় তরজমা করিতে হইবেক এবং সেই তরজমা ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের উপর মামুল আদায়ের বিসয়ি এবং নিমক প্রস্তুতকরণের বিষয়ি নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮২৯ সালের ১৬ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২ আইন ও ১৮১০ সালের ৯ আইনের এবং অন্য কোন আইনের যে ভাগ বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের মামুল আদায় করণের অথবা নিমক প্রস্তুত করণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে আমদানীহওয়া এবং তথাহইতে রপ্তহওয়া জিনিসের উপর পশ্চাৎ লিখিত মামুল লওয়া যাইবেক এবং আর কোন মামুল লওয়া যাইবেক না। বিশেষতঃ

সকল প্রকার লবণের উপর আমদানীর মুখে মোন প্রতি দুই টাকা এবং ঐ লবণ আলাহাবাদের পূর্ব্ব দিগে প্রেরণ হইলে মোন প্রতি অধিক এক টাকা।

গরসাফ তুলার উপর আমদানীর মুখে মোন প্রতি চারি আনা এবং সাফ তুলার উপর মোন প্রতি আট আনা।

মিসরী ও কুন্দ ও চিনী ও সকল ভুরা ও দোবরা চিনীর উপর রপ্তানীর মুখে মোন প্রতি আট আনা। ও গুড় ও রাব ও শিরা ও ভুরা ও দোবরা ছাড়া সকল প্রকার চিনীর উপর মোন প্রতি তিন আনা।

উক্ত দেশের কোন ভাগে চিনী আমদানী করা নিষেধ হইল এবং নিষেধ থাকি-বেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা থাকিবেক যে

উক্ত মামুল যেরূপে এবং যে পথ বা পথসকলে এবং ঐ পথ বা পথসকলের উপর অথবা তাহার নিকট যেং স্থানে আদায় করণের নিমিত্ত যেং হুকুম উচিত বোধ করেন্ সেইং হুকুম সময়ক্রমে দেন্ ও জারী করেন্। এবং ঐ সকল হুকুম এই আইনের মধ্যে লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপে যে গেজেটে ঐ হুকুম প্রকাশ হয় সেই গেজেটের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি ঐ হুকুম বলবৎ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি এবং তাহারি পর সরকারের বিশেষ অনুমতি বিনা বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম সকল দেশে ভক্ষণীয় নিমক প্রস্তুত করিতে নিষেধ হইল। এবং যেং ব্যক্তি ঐরূপ অনুমতি না পাইয়া ঐরূপ নিমক প্রস্তুত করে অথবা ঐরূপ নিমক প্রস্তুত করণার্থ খালাড়ী তৈয়ার করে বা করায় তাহারদের এবং যে সকল জমীদার কিম্বা অন্যান্য ভূমাধিকারী কি তাহারদের গোমাশ্তা ঐরূপ বিনানুমতির লবণ প্রস্তুত করণের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে তাহারদের অপরাধ ঐ অপরাধ যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের জিলার সীমার মধ্যে হইয়া থাকে তাঁহার নিকটে সাব্যস্ত হইলে তাহারদের ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহারা কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট বা তাহা বিনা ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক। এবং যে সকল খালাড়ীতে ঐরূপ লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল অথবা তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বসান গিয়াছিল তাহা নষ্ট করা যাইবেক এবং তাহাতে যে সকল নিমক প্রস্তুত হইয়াছে অথবা সঞ্চয় করা থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে হাসিলের কালেক্টর সাহেবেরা এবং ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে লবণ প্রস্তুত করিবার সকল খালাড়ী নষ্ট করিতে পারেন্ এবং তাহাতে রাখা সকল নিমক ক্রোক করিতে পারেন্ এবং যেং ব্যক্তি ঐ লবণ প্রস্তুত করণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিয়া যে জিলার সীমার মধ্যে অপরাধ হইয়াছিল সেই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে বিচারার্থ সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশে যে সকল চিনীর আমদানী করা যায় তাহা এবং এই আইনের নিরূপিত মামুল না দিয়া অথবা এই আইনের বিধানানুসারে যে সকল হুকুম করা যায় ও জারী হয় তাহার বিরুদ্ধে যে সকল দ্রব্য আমদানী

অথবা রফ্তানী হয় তাহা এবং তাহা যে সকল নৌকা ও গাড়ি ও বাহন ও বলদ-প্রভৃতিতে বোঝাই থাকে ঐ নৌকাপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রোক ও জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের নিরূপিত মাসুল যে সকল ব্যক্তি না দেয় অথবা না দিবার উদ্যোগ করে এবং যে সকল ব্যক্তি মাসুল না দেওনের ও নাদিবার উদ্যোগ করণের সহায়তা বা সাহায্য করে অথবা এই আইনের বিরুদ্ধে কিম্বা এই আইনের বিধানানুসারে করা ও জারী হওয়া কোন হুকুমের বিরুদ্ধে কার্য্য করে এবং যে সকল জমীদার এবং অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহারদের গোমাশ্তা ঐরূপ মাসুল না দেওন বা না দেওনের উদ্যোগের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে অথবা সেই কার্য্যের সহায়তা করে তাহারদের দোষ যে জিলার সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তাহারা ৫০০৲ কাটার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত বা তাহা বিনা ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মাসুলের সিরিশ্তার সকল কর্ম্মকারকেরা কোন গাড়ি এবং বাহন কি বস্তাতে মাসুলের যোগ্য কোন দ্রব্য অথবা এই আইনের দ্বারা আমদানী করিতে নিষেধহওয়া দ্রব্য থাকনের বিষয়ে শোবের উপযুক্ত হেতু পাইলে সেই গাড়ি ও বাহন ও বস্তার তালাশী লইতে পারে এবং এই আইনানুসারে যে সকল দ্রব্য জব্দের যোগ্য তাহা আটক করিতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে কোন জিনিস বা দ্রব্য ক্রোক কিম্বা আটক হইলে ভূমির মালগুজারীর অথবা হাসিলের যে কালেক্টর অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ জিনিস ধরা পড়ে অথবা আটক হয় তিনি যত শীঘ্র হইতে পারে সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাঁহার নিকটে করিবেন এবং ঐ কমিস্যনর সাহেব সেই দ্রব্য অথবা জিনিস জব্দ করিতে পারেন্ অথবা জব্দের পরিবর্ত্তে যে লঘু দণ্ড করিতে উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাসুলের সিরিশ্তার সকল কর্ম্মকারকেরা যদি

কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত উপযুক্ত শোবে করে যে ঐ ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের যোগ্য তবে তাহাকে গ্রেফ্তার করিয়া যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে বিচারার্থে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহাকে সোপর্দ্দ করিতে পারে ইতি।

১১ ধারা।

কিন্তু মাসুলের সিরিশ্তার কোন কর্ম্মকারক যদি শোবের উপযুক্ত কারণ না পাইয়া কোন গাড়ি বা বাহন কি বস্তার তালাশী লয় তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে তাহার দোস সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তির ২৫০৻ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং অপরাধি ব্যক্তি সেই জরীমানার টাকা না দিলে তিন মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিকে। এবং কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের যোগ্য হওনের বিষয়ে মাসুলের সিরিশ্তার কোন কর্ম্মকারক শোবের উপযুক্ত হেতু না পাইয়া যদি এই আইনের ছলে তাহাকে গ্রেফ্তার করে তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে তাঁহার সম্মুখে ঐ অপরাধির দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০৻ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং অপরাধি ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করণের নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি বিচার হওনার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগের হাতে অর্পণ হয় সেই ব্যক্তিরদের নামে নালিশসকল তাঁহারা গ্রহণ করিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ এবং সামান্য মোকদ্দমার আপীলের বিচারের নিমিত্ত সময়েং যে সকল বিধি করা যায় এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীল সেই সকল বিধিক্রমে হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী করণের বিষয়ে মাসুলের সিরিশ্তার কর্ম্মকারকদিগের সহকারিতা ও সহায়তা করিতে পোলীসের সকল কর্ম্মকারকেরদের এবং ভূমির মালগুজারী আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মকারকেরদের প্রতি ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথা সাগর ও নর্ম্মদা দেশ এবং আজমির প্রদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যে অচিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে নিযুক্ত করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক সরকারী কার্য্য উত্তম প্রকারে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে অচিহ্নিত কর্ম্মকারকদিগকে আদালতসম্পর্কীয় পোলীস ও ফৌজদারীর কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা বাহুল্য-রূপে নিযুক্ত করণের দ্বারা ঐ২ সিরিশ্তা পুষ্ট করণের আবশ্যক হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের উভয় ভাগের গবর্ণমেণ্ট কোন জিলা বা প্রদেশে জনেক বা জন কএক অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহারদিগকে পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি আপন২ পদের ভার গ্রহণ করণের পূর্ব্বে যে জিলাতে নিযুক্ত হন্ সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের নির্দ্দিষ্ট সুকৃতি করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনামতে বিচারসংক্রান্ত কার্য্যে কিম্বা পোলীসী কার্য্যে অথবা উভয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন্। বিচারসংক্রান্ত কার্য্যের উপলক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ক্রমে যেমত হুকুম করেন্ সেই মতে তিনি ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন কিম্বা ১৮০৭ সালের ৯ আইন বা ১৮২১ সালের ৩ আইনানুসারে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সাহেবের ক্ষমতার তুল্য অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতার তুল্য কার্য্য করিবেন এবং এই২ গতিকে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তি ও হুকুমের উপর আপীল উক্ত আইনানুসারে যেং কার্য্যকারকের নিকটে হইতে

পারে ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তি ও বিচারসম্পর্কীয় হুকুমের উপর আপীল সেইং কার্য্যকারকের নিকটে হইবেক। এবং পোলীসী কার্য্যের উপলক্ষে তিনি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে নিযুক্ত হন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অধীন সর্ব্বতোভাবে থাকিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট অথবা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার প্রতি যেং ক্ষমতার্পণ করেন্ সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি কার্য্য করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সকল হুকুম দেন্ তাহা মানিবেন এবং যে সকল কার্য্যের ভার দেন্ সেইং কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটহইতে যে সকল হুকুম পান্ তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতা বাড়াইতে কিম্বা তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে রাজস্ব এবং আদালত সম্পর্কীয় কর্ম্মকারক অন্য কোন পদ ধারণ করণের সময়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদ ধারণ করিতে পারেন্ না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা দুষ্কর্ম্মের জন্য তগীর হইবেন না। যখন কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শৈথিল্য কি অক্ষমতা কি ঘুষ লওনপ্রযুক্ত কর্ম্মে থাকনের অযোগ্য বোধ হন্ তখন তৎস্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার এক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা ও হুকুম পাইবার নিমিত্ত তথায় পাঠাইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়া তাঁহার আচারব্যবহারের অধিক তদারক করিতে হুকুম দিতে অথবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কর্ম্মহইতে তগীর করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এদেশীয় কোন ব্যক্তির কিম্বা ঐ দেশনিবাসি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজন্ম প্রজার আপন ধর্ম্ম বা জন্মস্থান কি বংশ কিম্বা বর্ণপ্রযুক্ত কি ইহার কোন এক কারণপ্রযুক্ত ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্ম করিতে নিষেধ হইল না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১২ আগস্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

অপরাধিরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত পুরস্কার অঙ্গীকার করণবিষয়ক আইন।

যেহেতুক উৎকটাপরাধের মোকদ্দমায় জ্ঞাত অপরাধিকে ধরিবার কিম্বা অজ্ঞাত অপরাধির অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুরস্কার অঙ্গীকার করা উপযুক্ত বোধ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে সদর নিজামৎ আদালত এবং দায়েরসায়েরী আদালত কিম্বা পূর্ব্বকার দায়েরসায়েরী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের অনুমতি লইতে চলিত আইনে যে হুকুম আছে তাহাতে ক্লেস বোধ হইয়াছে এবং যেহেতুক স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগকে সময়েং পুরস্কার দেওনের অনুমতি দিবার ক্ষমতা দেন তাঁহারদের নিকটে উক্ত প্রকার অনুমতির দরখাস্ত করা উচিত

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ২ ও ৩ ধারা এবং ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১৬ ও ১৭ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোনং গতিকে সুপ্রিম কোর্টের ট্রুষ্টী নিযুক্ত করণের আইন।

যেহেতুক ট্রুষ্টীরদের দেউলিয়া হওয়াপ্রযুক্ত কেবল নহে কিন্তু তাঁহারদের মরণ অথবা অনুপস্থান কিম্বা ট্রুষ্টীর কার্য্য করিতে অস্বীকার কি অপারগতাপ্রযুক্ত বারম্বার ক্লেশহওয়াতে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে নাবালক ও বিবাহিতা স্ত্রী এবং অন্যেরদের যে সম্পত্তি ট্রুষ্টীরদের জিম্মা হয় তাহাতে বিশেষ বিঘ্ন ও খরচ হইয়া থাকে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যেং গতিকে সম্পত্তি ট্রুষ্টীর হাতে সোপর্দ্দ করা বিহিত হয় এবং ট্রুষ্টীর কার্য্য করিতে সম্মত কি পারগ কোন ব্যক্তি উক্ত রাজ্যে সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকে সেইং গতিকে উক্ত রাজ্যের প্রত্যেক রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট দরখাস্ত পাইলে রেজিষ্ট্রার সাহেবকে অথবা ঐ কোর্টের অন্য যে কর্ম্ম-কারককে ঐ কোর্ট সময়েং মনোনীত করেন তাঁহাকে এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ সম্পত্তির ট্রুষ্টী হইবার নিমিত্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর মতে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তি সেইরূপে নিযুক্ত হইলে ঐ সম্পত্তি তাঁহার হাতে এবং তৎপরে তাঁহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে সোপর্দ্দ থাকিবেক এবং তাঁহার নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি যেং নিয়মানুসারে সোপর্দ্দ ছিল সেইং নিয়মক্রমে তাঁহার নিকটে গচ্ছিত থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে ঐ কর্ম্মকারক ঐ টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোট ক্রয় করিবেন অথবা অন্য যে রূপে সুপ্রিম কোর্ট হুকুম করেন সেই-রূপে তাহার বিষয়ে কার্য্য করিবেন এবং তিনি ঐ টাকার উপর শতকরা এক টাকা করিয়া কমিস্যন পাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর হাতে উক্ত যে সম্পত্তি

সোপর্দ্দ হয় তাহার বিষয়ে কিম্বা তাহার সুদ কি উপস্বত্বের বিষয়ে ঐ সুপ্রিম কোর্ট কোন হুকুম করিতে পারেন্ এবং যদি ঐ কোর্ট মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হুকুম না দেন্ তবে দরখাস্ত দরপেশ হইলে সেইরূপ হুকুমনামা দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রথমকার ট্রুষ্টী অথবা তৎপরে নিযুক্ত কোন ট্রুষ্টার হাতে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার সোপর্দ্দ করিতে অথবা ঐ কোর্ট অন্য যেমত হুকুম করেন্ সেইমতে কার্য্য করিতে এই আইনের কোন বিধির দ্বারা নিষেধ নাহি ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নাবালক কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তি যদি কোন দান অথবা উইলের দ্বারা দত্ত বস্তু কি তাহার অবশিষ্ট ভাগ কি অংশ পাইবার অধিকার রাখে তবে যে এক্সেকিটর অর্থাৎ অছি কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটরের দ্বারা ঐ উইলক্রমে দত্ত বস্তু কিম্বা তাহার অবশিষ্ট ভাগ দেয় বা অর্পণীয় হয় তিনি অথবা যে ব্যক্তি ঐ প্রকার দান করেন তিনি অথবা ঐ দানের কোন ট্রুষ্টী তাহা এই আইনক্রমে নিযুক্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর হাতে দিতে অথবা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ কোর্টের ট্রুষ্টী যে রসীদ দেন্ তাহা ঐ সম্পত্তির খালাসপত্রের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ কোর্টের ট্রুষ্টীর হাতে সোপর্দ্দহওয়া অন্যান্য সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনে যে২ হুকুম আছে সেই২ হুকুম উক্ত সম্পত্তির বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনে যে কমিস্যনের বিষয়ে অনুমতি হইয়াছে তাহাছাড়া এ আইনের অন্য সকল বিধি কোর্টের নিযুক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর-স্বরূপ উক্ত প্রত্যেক কোর্টের এক্লিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবের হাতে অর্পিত নাবালকেরদের কি উন্মত্তেরদের সম্পত্তির প্রতিও খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৯ উনবিংশত্তিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোন২ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণবিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৩ সালের ১ প্রথম আইনের প্রকৃত অর্থ ও অভিপ্রায়ের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয়। কেবল ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা এবং দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি আছে ইহা ঐ ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা এবং দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরীকরণীয়া ব্যক্তিরদের জ্ঞাত থাকনের বা এত্তেলা পাওনের বিষয়ি বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আইন বা আইনসকলের লিখিত বিধান সকল রদ করিতে ঐ ১ আইনে যেং হুকুম আছে তাহা স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গত মে মাসের ১ তারিখের পর ভূমি কিম্বা বাটী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির যে প্রত্যেক বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্রের নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমত রেজিষ্টরী হইয়াছে অথবা রেজিষ্টরী হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে সাব্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা সেই সম্পত্তিবিষয়ক রেজিষ্টরী না হওয়া অন্য কোন বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্র অসিদ্ধ হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য দলীল রেজিষ্টরী হওয়া দলীলের পুর্ব্বে স্বাক্ষর হউক বা পরে স্বাক্ষর হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং উক্ত তারিখের পর ভূমির এবং বাটীর ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির যে বন্ধকপত্রের এবং ঐ বন্ধকী বিষয় উদ্ধার হওনের যে সর্টিফিকটের এক নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমতে রেজিষ্টরী হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে প্রমাণ হইলে তাহা রেজিষ্টরী না হওয়া সেই সম্পত্তির অন্য কোন বন্ধকপত্রের পুর্ব্বে পরিশোধ করিতে হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য বন্ধকপত্র রেজিষ্টরীহওয়া বন্ধকপত্রের পুর্ব্বে সহী হউক বা পরে সহী হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং ঐ বন্ধকপত্র অথবা সর্টিফিকটের রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি সেইরূপ রেজিষ্টরী না হওয়া বন্ধকপত্র

বা সর্টিফিকট থাকনের বিষয় জানিল অথবা সম্বাদ পাইল ইহা কথিত হইলেও তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে গত মে মাসের প্রথম তারিখের পূর্ব্বে করা কোন দলীলদস্তাবেজ অথবা সর্টিফিকটের সঙ্গে এই ধারার সম্পর্ক আছে এমত তাহার অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে উক্ত বিক্রয়পত্র বা দানপত্র কিম্বা বন্ধকপত্র কি সর্টিফিকটছাড়া ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি গত মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে সহী হইয়া থাকুক বা পরে সহী হইয়া থাকুক তাহা রেজিষ্টরী না হওয়াতে কোন প্রকারে বাতিল নহে অথবা বাতিল হইবেক না কোন আইন বা ব্যবস্থাতে ইহার বিপরীতে কিছু থাকিলে তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোনং ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তর পশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যং ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আইন করণের ক্ষমতাভিন্ন যেং ক্ষমতা আছে সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১১ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

[ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে মজুরেরদের গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।]

১ ধারা

যেহেতুক প্রকাশ হইয়াছে যে এই বৎসরের শেষে মরিচ উপদ্বীপে চাস কর্ম্মের নিমিত্ত মজুরেরদের তাদৃশ আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ উপদ্বীপে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যে অংশ স্ত্রীলোক গমন করিয়াছে তদপেক্ষা অধিকাংশ স্ত্রীলোকের তথায় গমন করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি ও তাহার পরে ১৮৪২ সালের ১৫ আইনের বিধির অনুসারে কেবল কলিকাতার বন্দরহইতে মজুরেরা আইনমতে মরিচে গমন করিতে পারিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে গমনকারি মজুরেরদের রক্ষকের কর্ম্মে উপযুক্ত এক জনকে কলিকাতায় নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং মরিচের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্তহওয়া এজেণ্ট সাহেব গমনশীল ব্যক্তিকে যদি এইমত সর্টিফিকট না দেন্ যে উক্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ উপদ্বীপে গমন করিবার নিমিত্ত আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছি এবং সেই সর্টিফিকটে যদি রক্ষক সাহেবের সহী না থাকে তবে ঐ মজুর জাহাজে উঠিতে পারিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর্ ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের এলাকার বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৭ ধারাতে অন্যান্য বিষয়ের হুকুমের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের সময়ে যদি আসামী শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যে বসতি রাখে কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর যদি আসামী ঐ শহরে গিয়া বসতি করে তবে এইমত মোকদ্দমা ঐ জিলার দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না

এবং যেহেতুক ঐ জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর আসামীরা ঐ জিলার এলাকাহইতে পলায়ন করিয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত অনেক ক্লেশ হয় এবং সেই ক্লেশ নিবারণ করা উপযুক্ত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের যেং কথা উপরে লেখাগিয়াছে তাহা রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীযুত নওয়াব উজীরে দত্ত দেশে এবং অন্যান্য কোন স্থানে জিলার আদালতের এলাকাবিষয়ক আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৮০৩ সালের ২ আইনের ১২ ধারাতে অন্যান্য হুকুমের মধ্যে এই হুকুমও হইয়াছিল যে কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে স্থাবর সম্পত্তির কিম্বা সরকারী রাজস্বের বিষয়ি নালিশভিন্ন অন্য যে সকল নালিশ কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে বসতিকারক কি থাকা কোন ব্যক্তির নামে উপস্থিত হয় সেই২ নালিশ কোম্পানি বাহাদুরকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশস্থ জিলার আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের যে২ কথা উপরে লেখাগিয়াছে তাহা অন্যান্য আইনের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশে এবং জিলাতে ও পরগনায় চলন হইয়াছে

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের উপরের লিখিত কথার দ্বারা ক্লেশ জন্মে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশে এবং অন্যান্য যে২ প্রদেশে কি জিলায় অথবা পরগনায় ঐ আইন চলন হইয়াছে সেই২ স্থানে উক্ত আইনের উপরের লেখা কথাসকল রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৪ চতুর্বিংশত্তিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ডাকাইতীর অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন।

যেহেতুক কোনং জাতির অন্তগত যে ব্যবসাযি ডাকাইত দেশের নানা ভাগে আপনং ঐ বেআইনী কর্ম্ম নিয়মমতে করিতেছে তাহারদিগের দোষ প্রমাণ করণের নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল উপায় করণের আবশ্যক বোধ হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত ঠগী নিবারণার্থ ১৮৩৬ সালের ৩০ আইন এবং ১৮৩৭ সালের ১৮ আইন ও ১৮৩৯ সালের ১৮ আইনের বিধি ডাকাইতী কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরদের বিষয়ে খাটাওনের আবশ্যক বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে এমত সাবুদ হয় যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বা পরে সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কি তাহার বাহিরে কোন ডাকাইতের দলে ভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবেক কিম্বা সেই ব্যক্তি তদপেক্ষা কম মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তির নামে যদি এইমত নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি খুন সমেত বা খুনব্যতিরিক্ত ডাকাইতী করিয়াছে অথবা ডাকাইতের দলভুক্ত ছিল কি ডাকাইতের দ্বারা যে সম্পত্তি চুরী অথবা লুঠ হইয়াছিল তাহা বেআইনীমতে জানিয়া শুনিয়া লইল কি ক্রয় করিল তবে সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিস্ট্রেট সাহেবের দ্বারা আদালতে বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইতে পারে এবং যে জিলার মধ্যে কোন আদালত বৈঠক করেন্ সেই জিলার মধ্যে ঐ অপরাধ হইলে সেই আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন্ সেইরূপে কোন আদালত তাহার বিচার করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত অপরাধের বিচার করণের সময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৫ পঞ্চবিংশাত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীশ্রীমতী মাহারাণী বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষীয় আইনের ৪৭ ধারার ১১ প্রকরণ ভারতবর্ষে খাটিবার নিমিত্ত আইন।

যেহেতুক "জিনিসের মাসুলবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন" এই নামে বিখ্যাত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরের যে আইন জারী হয় তাহার যে ভাগে লেখে যে "১৮৪৩ সালের ৫ জানুআরি তারিখঅবধি এবং তাহার পরে ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত কোন দ্রব্য বা ঐ দ্রব্যের কোন বস্তা ইঙ্গলণ্ড দেশে কি ইঙ্গলণ্ড দেশের বাহিরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের কোন দেশে আমদানী হইলে এবং তাহার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম বা দাগ কি চিহ্ন বলিয়া কোন নাম কি দাগ বা চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক" সেই ভাগ ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ১৮৪৪ সালের ১ মে তারিখঅবধি এবং তাহার পর ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত কোন দ্রব্য কি ঐ দ্রব্যের কোন বস্তা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে আমদানী হইলে এবং তাহার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম অথবা দাগ কি চিহ্ন বলিয়া কোন নাম কি দাগ বা চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর্ ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

আপীলের কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচপত্রের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রের যেং নকল ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করিতে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারায় এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫ ধারায় এবং বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ৪ আইনের C ধারার ৬ প্রকরণে হুকুম আছে সেইং নকল প্রস্তুত করণের খরচ আপীলকরণীয়া ব্যক্তিরদের দেওয়া উচিত ও যথার্থ।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের করা ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আপীল হয় তাহার সমস্ত রুবকারীর এবং আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে যে সকল ডিক্রী ও হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহার এবং সমস্ত সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের নকল প্রস্তুত করণের এবং উক্ত কাগজপত্রের যেং ভাগ প্রথমতঃ দেশীয় ভাষাতে লেখা গিয়াছিল তাহা ইঙ্গরেজী ভাষাতে তরজমা করণের খরচ আপীলকরণিয়া ব্যক্তিরা দিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবানদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে তাঁহারা উক্ত দুই নকল প্রস্তুত করণের খরচের উপযুক্ত টাকা আপীলের খরচের জামিনী দাখিল করণের মিয়াদের মধ্যে আমানৎ করিতে

আপেলাণ্টকে হুকুম দেন্ এবং সেই টাকা আমানৎ না হইলে আপীল মঞ্জুর না করেন্ এবং তাহা আমানৎ হইলে আপীল মঞ্জুর করেন্ এবং তাহার সম্বাদ আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

অশুদ্ধশোধন।

১৮৪৪ সালের ২৭ ফেব্রুআরি তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রকাশিত আপীলের মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচের বিষয়ি ১৮৪৪ সালের ২ আইনের ১ ধারার অশুদ্ধ শোধন।

" ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত" এই কথার পরিবর্ত্তে " ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালত" এই কথা পড়।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

সামান্যতঃ ক্ষুদ্র চুরীর অপরাধে এবং কোমলবয়স্ক ব্যক্তিরা সেই অপরাধ করিলে তাহারদের শারীরিক শাস্তি দেওন আইনসিদ্ধ হইবার বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কারাগারে উচিতমত উত্তম শাসন না হওয়াপর্য্যন্ত কোন২ অপরাধে কয়েদের পরিবর্ত্তে শারীরিক শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইয়াছে

অতএব ১৮৩৪ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ ধরিবাতে হুকুম হইল যে ৫০) টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে মাজিস্ট্রেট সাহেব অপরাধি ব্যক্তিকে ত্রিশ বেত্রাঘাতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক কোমলবয়স্ক অপরাধিদিগের সামান্যতঃ ফৌজদারী আদালতের রীতিমতে দণ্ড না করিয়া বরং পাঠশালার শাসনের ন্যায় দণ্ড করা উচিত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ৫০) টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে যদি মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিজ দৃষ্টির দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রমাণক্রমে অপরাধি ব্যক্তি এমত কোমল বয়সের বোধ হয় যে তাহার সামান্য ফৌজদারী আদালতের রীতিমত দণ্ড না করিয়া বরং পাঠশালার শাসনের মত দণ্ড করা বিহিত তবে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ ব্যক্তিকে এক লঘু বেতের দ্বারা দশঘার অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন্ এবং সেইমত শাস্তি দিতে এই আইনের দ্বারা তাঁহার প্রতি হুকুম হইল ইতি

৩ ধারা।

এবং ইহাতে আরো নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে কোন স্ত্রীকে শারীরিক শাস্তি দিতে হইবেক না। এবং শারীরিক শাস্তি হইলে তাহার অতিরিক্ত আর কোন দণ্ড করিতে হইবেক না এবং ঐ শারীরিক শাস্তি নিয়ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইন রদ করণের আইন।

যেহেতুক "যেসকল লোকেরা ডাকাইতী করণের সঙ্গীহয় তাহারদিগকে এবং বিশেষতঃ ডাকাইতের সরদারেরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত" বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইনের বিধি অত্যন্ত কঠিন হওয়াপ্রযুক্ত প্রায় অব্যবহার হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল সূর্ত্তি নিবারণার্থ আইন।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে সূর্ত্তি হওয়াপ্রযুক্ত বড় অনিষ্ট হইতেছে

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল সূর্ত্তি ১৮৪৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখ-অবধি এবং তাহার পরে সর্ব্ব জনের ও সামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান হইবেক এবং ইহার দ্বারা সর্ব্ব জনের ও সামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ প্রকাশ করা গেল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পরে উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকাশরূপে বা গোপনে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির কোন সূর্ত্তির খেলার নিমিত্ত কোন দফ্তরখানা কি কোন স্থান রাখিবেক না অথবা সেইরূপ কোন সূর্ত্তির খেলা করিবেক না অথবা জানিয়াশুনিয়া আপনার ঘরে সেইরূপ কোন সূর্ত্তির খেলা করিতে দিবেক না। এবং যে কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপ-রাধের নিমিত্ত তাহার ৫০০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন সূর্ত্তির কোন টিকিট কি লাট কিম্বা নম্বর অথবা অঙ্ক তুলিবার নিমিত্ত বা তৎসম্পর্কে কোন ঘটনা বা সংযোগ উপলক্ষে কোন ছল বা প্রতারণার দ্বারা কি কোন প্রকারে কিছু টাকা দিবেক না বা কোন দ্রব্য অর্পণ করিবেক না কিম্বা বেতন লইয়া বা বেতনবিনা কোন ব্যক্তির লাভের নিমিত্ত কোন কর্ম্ম করিবেক না বা করিতে

ক্ষান্ত হইবেক না কিম্বা উক্ত কোন অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব ঘোষণা করিবেক না। এবং এই ধারার মধ্যের লিখিত বিষয়ে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাহার ১০০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যে সকল জরীমানা হয় তাহার অর্দ্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক অপর অর্দ্ধেক গোয়েন্দাকে বা গোয়েন্দারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

এদেশীয় যে হুদ্দাদার এবং সিপাহী ও সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক কোর্ট মার্সল্যের হুকুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় লইয়া যাইবার হুকুম দিতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওনের বিষয়ি আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের অন্তঃপাতি এদেশীয় কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী কি সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক যখন কোর্ট মার্সল্যের হুকুমক্রমে উক্ত কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন সরকারী জেলখানায় অথবা অন্য কোন স্থানে কয়েদ থাকে তখন যে রাজধানীর এলাকার মধ্যে ঐ সরকারী জেলখানা অথবা অন্য কোন স্থান থাকে সেই রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ জেলখানার রক্ষক অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায় ঐ জেলখানা থাকে তাঁহাকে এইমত একটা লিখিত হুকুম দিতে পারেন্ যে ঐ হুকুম যে ব্যক্তি দেখায় তাহার হস্তে ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে অর্পণ করেন্ এবং ঐ জেলরক্ষক অথবা অন্য ব্যক্তি ঐ কয়েদীর কয়েদ হওনের কোন সময়ে তাহার খালাস হওনের নিমিত্ত অথবা সৈন্যেরদের জিম্মায় তাহার দণ্ডের অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত অন্য যে কোন সরকারী জেলখানা অথবা অন্য যে কোন স্থান ঐ শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেই স্থানে কয়েদ থাকিবার নিমিত্ত ঐ হুকুমদেখানিয়া ব্যক্তির হাতে ঐ কয়েদীকে সমর্পণ করিবেন। পরন্তু আবশ্যক যে ঐ অন্য সরকারী জেলখানা অথবা অন্য স্থান যে শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম দেন্ তাঁহার অধীন দেশের মধ্যে থাকে এবং আরো আবশ্যক যে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় স্থানান্তর করণের পর সেই ব্যক্তি যত কাল কয়েদ থাকে অথবা এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় উঠাইয়া লইয়া যাইতে যত কাল সৈন্যেরদের জিম্মায় থাকে তত কাল ঐ কয়েদী ব্যক্তির আদৌ যত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta: — Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

প্রধান সদর আমীনেরদের এবং সদর আমীনেরদের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও মান্দ্রাজের এবং বোম্বাইয়ের অধীন দেশের মধ্যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন সেই সকল মোকদ্দমা সামান্যতঃ ঐ২ বিচারকের আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা কি শহরের জজ সাহেব উপযুক্ত হেতু দেখিলে যে আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতহইতে সেই মোকদ্দমা তলব করিয়া আপনিই তাহার বিচার করিতে পারেন অথবা মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া আপনার অধীন অন্য যে কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে সেই আদালতে বিচারার্থ তাহা সোপর্দ্দ করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতের সম্পর্কে যখন একের অধিক প্রধান সদর আমীন অথবা একের অধিক সদর আমীন নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহারদের কোন বিশেষ এলাকা নির্দ্দিষ্ট না থাকে তখন ঐ জজ সাহেবের উচিত যে যে কএক মুনসেফের এলাকার মধ্যে প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীনেরদের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব হইবেক তাহা সময়ক্রমে নিরূপন করেন। এবং যে ভূমি বা অন্য প্রকার স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে মোকদ্দমা হয় তাহা যদ্যপি ঐ বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে অথবা অন্যান্য গতিকে যদ্যপি নালিশের হেতু সেই এলাকার মধ্যে হইয়া থাকে অথবা মোকদ্দমা আরম্ভ হওনের সময়ে সেই এলাকার মধ্যে যদি আসামী বাস করে তবে ঐ প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট সকল প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ তাহা যদি অগ্রাহ্য করেন্ তবে তাহার অগ্রাহ্য করণের হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেব এক সরাসরী আপীল লইতে পারেন্ এবং কোন প্রকার ত্রুটিপ্রযুক্ত প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করণের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইলে যে সকল বিধান খাটে সেই সকল বিধান এই আইনক্রমে নিরূপিত সরাসরী আপীলের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন যে মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ সেই সকল মোকদ্দমাতে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের ব্যবহার সদর আমীনের আদালতে হইত সেই মূল্যের ইষ্টাম্প অন্য আদালতেও ব্যবহার হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১১ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যে ব্যক্তিরদের খুনের অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদের প্রাণদণ্ড করণের সময় নিরূপণবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক "ভারতবর্ষে ফৌজদারী মোকদ্দমা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ-করণের আইন" এই নামে মৃত চতুর্থ জর্জ বাদশাহের অধিকারের নবম বৎসরের জারীকরা আইনের মধ্যে যেমন অন্যান্য বিষয়ের হুকুম হইল তেমন এমত হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক ব্যক্তির খুনের অপরাধ প্রমাণ হয় সেই ব্যক্তির দণ্ডের হুকুম হওনের পর পরদিবসে আইনানুসারে প্রাণদণ্ড হইবেক কিন্তু যদি সেই দিবস রবিবার পড়ে তবে তৎপরের সোমবারেতে তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক এবং যদি আদালত প্রাণদণ্ডের হুকুমের বিলম্ব করণের কোন উপযুক্ত কারণ না দেখেন তবে প্রত্যেক খুনী ব্যক্তির দোষ প্রমাণ হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেওয়া যাইবেক এবং ঐ দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে কেবল রীতিমত প্রাণদণ্ডের হুকুম থাকিবেক এমত নহে কিন্তু যে সময়েতে তাহা জারী হইবেক তাহারও হুকুম থাকিবেক। এবং ঐ আইনের মধ্যে আরো হুকুম ছিল যে ঐরূপ প্রাণদণ্ডের হুকুম হইলে পর ঐ আদালত অথবা জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহা জারী করা স্থগিত করিতে পারেন। এবং যেহে-তুক যাথার্থ্য প্রতিপালনের নিমিত্ত এবং বিশেষতঃ ইহার পরে যে কোন ব্যক্তিরদের অসঙ্গত অথবা মিথ্যা শপথঘটিত সাক্ষ্যপ্রযুক্ত অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদের অপরি-বর্ত্তনীয় দণ্ড না হইবার নিমিত্ত এই২ বিষয়ে উক্ত আইন মতান্তর ও সংশোধন করা আবশ্যক বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তৎপরে উক্ত আইনের যেং অংশ উপরে কথিত হইল তাহা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তৎপরে

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের কোন জজ সাহেব অন্যান্য প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ প্রমাণহওনের পর যেরূপে দণ্ডাজ্ঞা করেন্ সেইরূপে খুনের অপরাধ প্রমাণহওনের পর প্রাণদণ্ডের হুকুম করিতে পারেন্ এবং অন্যান্য প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ প্রমাণহওনের পর ঐ জজ সাহেবের যেরূপ ক্ষমতা আছে খুনের অপরাধ প্রমাণহওনের পর সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেই-রূপ ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের এক্‌টিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৮ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টে বিচারের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করণের এবং শীঘ্র নির্ব্বাহ করণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওন অবধি এবং তাহার পরে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের অন্য জজ সাহেবের অথবা জজ সাহেবেরদের উক্ত সুপ্রিম কোর্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত বৈঠক করণসময়ে উক্ত কোর্টের অন্যান্য জজ সাহেব অথবা জজ সাহেবহইতে স্বতন্ত্র হইয়া এক জন জজ সাহেব আবশ্যক হইলে উক্ত কোর্টের ফৌজদারী কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত বৈঠক করিতে পারেন। এবং উক্ত কর্ম্মের নিমিত্ত উক্ত জজ সাহেব স্বতন্ত্র বৈঠক করিয়া যে সকল কার্য্য করেন বা তাঁহার সম্মুখে যে সকল কার্য্য হয় সেই সকল কার্য্য উক্ত কোর্টের চার্টর অনুসারে ওএর ও টরমিনর ও জেলখানাখালাসের আদালতস্বরূপ বৈঠক করণের সময়ে উক্ত কোর্টের সমস্ত জজ সাহেবের সম্মুখে হইলে যেরূপ প্রকৃত ও সিদ্ধ ও আইনমত প্রবল হইত সেইরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত ও সিদ্ধ ও আইনমত প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের উক্ত সুপ্রিম কোর্ট টহরমের সময়ের মধ্যে যে কোন প্রকার কিম্বা যে কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন সেই সকল কর্ম্ম টহরমের সময়ভিন্ন অন্য সময়েও করিতে পারেন এবং টহরমের সময় ছাড়া অন্য সময়ে কোর্টের সম্মুখে যে সকল কর্ম্ম হয় সেই সকল কর্ম্ম টহরমের সময়ের মধ্যে হইলে যেরূপে প্রকৃত ও সিদ্ধ ও আইনমত প্রবল হইত সেইরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত ও সিদ্ধ এবং আইনমত প্রবল হইবেক। এবং টহরমের সময়ের মধ্যে করা সকল ডিক্রী অথবা ডিক্রীজারী কিম্বা অন্য কার্য্যের বিষয়ে উক্ত কোর্টের যে সকল বিধান ও হুকুম আছে তাহা যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত টহরমের সময়ছাড়া অন্য সময়ে যে সকল ডিক্রী কি ডিক্রীজারী বা অন্য কর্ম্ম হয় তাহার বিষয়ে খাটিবার যোগ্য হইবেক এবং খাটিবেক। এবং এই আইনের

বিধান সম্পূর্ণরূপে সফল করণের নিমিত্ত যে সকল নূতন নিয়ম ও হুকুম করণের আবশ্যক থাকে সেই২ নিয়ম ও হুকুম ঐ কোর্ট করিবেন।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৫ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সুবে বারাণসের মধ্যে ত্রিশূলী পয়সা দিবার ব্যবহার আইনসিদ্ধ আর না থাকনের এবং ঐ পয়সা সর্ব্বত্রহইতে উঠাইয়া লওনের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে ত্রিশূলী পয়সা সুবে বারাণসের নিমিত্ত ১৮০৯ সালের ১০ আইন এবং ১৮১৪ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে এবং সাগরের টাকশালেতে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ১৮৪৪ সালের ১ আগষ্ট তারিখঅবধি ও তাহার পরে সুবে বারাণসের মধ্যে দিবার ব্যবহার আইনসিদ্ধ হওয়া রহিত হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৪ সালের ১ আগষ্ট তারিখপর্য্যন্ত ত্রিশূলী পয়সা লইবার জন্য সুবে বারাণসের মধ্যে যে২ খাজানা অথবা অন্য স্থান উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের ইশ্‌তিহারের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবেক সেইং স্থানে ঐ ত্রিশূলী পয়সা সরকারের তরফে লওয়া যাইবেক এবং গণতির দ্বারা বদল হইবেক অর্থাৎ যে প্রত্যেক ত্রিশূলী পয়সা দাখিল হয় তাহা কোম্পানির এক পয়সার হিসাবে লওয়া যাইবেক এবং যে প্রত্যেক ত্রিশূলী পয়সা বদলের নিমিত্ত দাখিল হয় তাহার এওজে কোম্পানির একং পয়সা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পরেই উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব একটা ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবেন এবং সুবে বারাণসেতে যে২ খাজানাখানা অথবা অন্য স্থানে ঐ ত্রিশূলী পয়সা পূর্ব্বোক্তমতে লওয়া যাইবেক এবং তাহার বদলে কোম্পানির পয়সা দেওয়া যাইবেক তাহা ঐ ইশ্‌তিহারনামার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং ঐ বদলের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত এবং তাহাতে কোন চাতুরী নিবারণের নিমিত্ত এবং বিশেষতঃ এই আইনক্রমে পয়সা লইতে ও বদল করিতে যে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন্ তাঁহার বোধে যে ত্রিশূলী পয়সা নিতান্ত কৃত্রিম তাহা অগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ঐরূপ

পয়সা লওন ও বদল দেওনের বিষয়ে যেং নিয়ম আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা ঐ ইশ্তিহারনামার মধ্যে থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব উচিত বোধ করিলে ৬৪ ত্রিশূলী পয়সা বদল হইবার নিমিত্ত দাখিল হইলে তাহার বদলে কোম্পানির এক টাকা দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐরূপ প্রত্যেক গতিকে ৬৪ ত্রিশূলী পয়সার বদলে কোম্পানির একং টাকা দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের বিষয়ে ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আগ্রার সদর আদালতের কার্য্যের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন সদর আদালত কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ড করেন তখন ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের হুকুম করিবেন কিন্তু যদ্যপি কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ আদালত বোধ করেন যে ঐ অপরাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এবং ঐ বিশেষ কারণ লিখিয়া রাখিতে ঐ আদালতের প্রতি হুকুম হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত শাসিত দেশের মধ্যে যখন প্রথমতঃ কোন দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব অথবা কোন সেশন জজ সাহেব কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের হুকুম করিয়া থাকেন কিম্বা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব কি সেশন জজ সাহেব কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদ করণের পরামর্শ দিয়া থাকেন তখন সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব সেই সময়ে ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম করিতে পারেন এবং ঐ এক জন জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে তিনি সেই সময়ে ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠাইবার হুকুম দেন কিন্তু যদি বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ জজ সাহেব বোধ করেন যে সেই অপরাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এবং ঐ বিশেষ কারণ লিখিয়া রাখিতে ঐ জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষ ভাগে আমদানীহওয়া দ্রব্যের মাসুলের যে তফসীল আছে তাহা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ইঙ্গলণ্ড দেশ কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন যে কাপাসের ও রেশমের থান কাপড় বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের বন্দরে এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন বন্দরে আমদানী হয় তাহার মাসুল নিরূপিত হারানুসারে লইতে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষ ভাগের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের ১৭ দফাতে এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের শেষ ভাগের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের ১৮ দফাতে এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ১৯ দফাতে হুকুম আছে। এবং যেহেতুক ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন উক্ত প্রকার অন্যান্য দ্রব্যের উপর মাসুলের সেই হার নিরূপণ করা বিহিত বোধ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি ও তাহার পরে ইঙ্গলণ্ড দেশ কিম্বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত রেশম কি কাপাস কিম্বা যে দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে রেশম কি কাপাস দেওয়া যায় সেই দ্রব্য এবং ভিন্নাধিকারে উক্ত দ্রব্যেতে প্রস্তুত কোন পোশাখ অথবা যে পোশাখের কোন ভাগ উক্ত দ্রব্যেতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের বন্দরে এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন বন্দরে আমদানী হইলে তাহার উপর উক্ত নানা তফসীলে উক্ত দ্রব্যের উপর মাসুলের যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই হারের মাসুল লাগিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে জেলখানার কর্ত্তৃত্ব করণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের নানা জেলখানার ও তাহার মধ্যে থাকা কয়েদীদিগের এবং ঐ জেলখানার সম্পর্কীয় চাকরপ্রভৃতির এবং কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপান্তর যে স্থানে পাঠান যায় সেই স্থানের কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা বাঙ্গলা দেশের চলিত কোন আইনের যে২ ভাগের দ্বারা কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কোন আক্টের যে২ ভাগের দ্বারা দায়েরসায়েরীর জজ সাহেবদিগকে কি দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগকে অথবা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগকে কিম্বা সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ হইয়াছিল সেই২ ভাগ রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সকল কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং তাঁহারদের অধীন জেলখানার এবং ঐ জেলখানার কয়েদীদিগের এবং তাহার সম্পর্কীয় চাকরপ্রভৃতির বিষয়ে ও কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপান্তর যে স্থানে পাঠান যায় সেই স্থানের বিষয়ে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকেন্ সেই গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে২ হুকুম পান্ তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশনিবাসি দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এবং তাহার দ্বারা যে সকল আইন রদ হইয়াছিল সেইং আইন যেপর্য্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত রদ হইবেক। কিন্তু উপরের উক্ত তিন বন্দরছাড়া ভারত-বর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষয়ে এবং জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদ ছাড়া অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পূর্ব্বোক্ত ১৪ আইন পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হওনের পর কোম্পানি বাহা-দুরের শাসিত দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নিমিত্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে যাইতে এবং তথায় তাহারদিগকে লইয়া যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্তু অন্যমতে নহে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেং ব্যক্তিকে জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন্ উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর যে রাজধানীর মধ্যে থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেইং ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্ম করিতে এবং এই আইনের দ্বারা ঐ এজেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং ঐ দেশান্তরে গমনের কার্য্যের প্রত্যেক এজেণ্ট যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন্ সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই আইনানুসারে করা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের রিপোর্ট মাসেং করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তিন বন্দরের যে বন্দর যে রাজধানীর অন্তঃপাতী থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই বন্দরে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের রক্ষা করিবার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে বন্দর থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পরওয়ানা না পাইলে সেই বন্দরহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে মজুরী করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে ঐ জাহাজে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। ঐ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে সময়ে২ গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করেন সেই নিয়মানুসারে অনধিক ১৲ টাকা করিয়া রসুমের দাওয়া হইতে পারিবেক এবং ঐ রসুমের টাকা উক্ত গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইবেক এবং গবর্ণমেণ্ট আপন বিবেচনাক্রমে ঐ প্রকার পরওয়ানা দিতে বা না দিতে পারেন্। এবং ঐ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে যে প্রত্যেক জাহাজ লইয়া যায় বা লইয়া যাওনার্থ ভাড়া হয় ঐ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ এক বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিবেন ও সেই বণ্ডে এইমত লেখা থাকিবেক যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার মালিক এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত নানা নিয়মের মতাচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাকা জরীমানা দিবেন। এবং যে স্থানে ঐ বণ্ডে দস্তখৎ হয় সেই স্থানে অথবা যে দেশে ঐ বিদেশ গমনকারিরদিগকে যাইতে হইবেক সেই দেশে ঐ বণ্ড দৃষ্টে নালিশ হইবার নিমিত্ত ঐ প্রকার দুইখান বণ্ডে দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং তাহার একখান ঐ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাঁহারা সেই বিষয়ে যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহাই করিবেন। এবং যে সকল জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বোক্তমতে পরওয়ানা না দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যদি জাহাজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যান্ তবে ঐ জাহাজ জব্দ হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে ঐরূপ বেআইনমতে লইয়া যান্ তাহারদের জনপ্রতি হাজার টাকা করিয়া জরীমানা দিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তরগমনকারি যেং মজুরের নিকটে ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া এবং রক্ষক সাহেবের দস্তখৎকরা একখান সর্টিফিকট কিম্বা পাস না থাকে এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখাইতে না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ানাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে লইতে পারিবেন না। ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে ঐ মজুরের নাম ও তাহার বাপের

নাম ও তাহার বয়ঃক্রম লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা যাইবেক যে ঐ মজুর ঐ এজেণ্ট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ জাহাজ যে দেশে গমন করিতেছে সেই দেশে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার সম্মতি জানাইয়াছে এবং ঐ এজেণ্ট সাহেব ঐ দেশে যাইতে তথাকার গবর্ণমেণ্টের তরফে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইতে যে জাহাজের বিষয়ে পরওয়ানা দেওয়া যায় সেই জাহাজ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরহইতে উক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে যাত্রা করণের পূর্ব্বে যদ্যপি সেই প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া থাকে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের আবশ্যক যে ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট প্রাপ্ত হন্ অর্থাৎ

১। যে পশ্চাৎ লিখিত তফসীলের ৩ দফায় ঐ এজেণ্টের প্রতি যাহা করিতে হুকুম আছে তাহা তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা করিয়াছেন। ঐ তফসীলে যে তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহা ঐ এজেণ্ট কোন খোলা আদালতে অথবা সরকারী যে দফ্তরে সকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দফ্তরে করিবেন।

২। যে উক্ত তফসীলের ৪।৫।৬। এবং ৭ দফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ করিয়াছেন।

৩। যে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও ঔষধাদি এবং উপযুক্ত প্রকার বস্ত্রাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এবং দেশের ব্যবহার বুঝিয়া উপযুক্ত প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের সঙ্গে যত স্ত্রীলোক যাইবেক তাহার সংখ্যার বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে সময়ে২ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং বিধি করেন্ তাহার প্রতিপালন হইয়াছে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ বন্দরহইতে জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে যাইতে অনুমান যত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরূপণ হইবেক।

কলিকাতা বন্দরহইতে কুড়ি সপ্তাহ।
মান্দ্রাজ বন্দরহইতে উনিশ সপ্তাহ।
বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে উনিশ সপ্তাহ।

এবং যে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কি ত্রিণিদাদে লইয়া যায় সেই জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখঅবধি তৎপর মার্চ মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত যে সময় তাহাছাড়া অন্য কোন সময়ে কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইহইতে গমন করিবেক না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নানা বন্দরহইতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে কোন জাহাজ রফুহওনের পূর্ব্বে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের উচিত যে উক্ত তফসীলের ১০ দফায় যে তালিকার বিষয় লেখা আছে তাহা ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবকে দেন্। এবং ঐ ১০ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাঁহার স্থানে ঐ তালিকার এক নকল লন্ ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজ রফুহওনের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিতে এই আইনের পূর্ব্ব ভাগে হুকুম আছে তাহার সম্পূর্ণরূপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি মজুরকে ঐ জাহাজে লইয়া জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমন করেন্ তবে যে প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন্ তাহার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে তাঁহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২০০) টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জাহাজের অধ্যক্ষ যদি পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দর-হইতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমনার্থ জাহাজ রফুকরণের পর ঐ জাহাজে ঐ প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন মজুরকে লন্ এবং যদি জাহাজ রফু হওনের পূর্ব্বে দেশান্তর গমনকারি ঐ মজুরের নাম পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে লেখা না গিয়া থাকে কিম্বা যদি ঐ অধ্যক্ষ ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার নকল পূর্ব্বোক্তমতে না লইয়া থাকেন্ তবে ঐ জাহাজাধ্যক্ষের ঐ অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে যত মজুরকে লন্ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০) টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিনিদাদে রফুহওয়া কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট পাইলে পর প্রবঞ্চনা করিয়া এমত কোন কর্ম্ম স্বয়ং করেন্ বা অন্যকে করিতে দেন্ যে তাহার দ্বারা ঐ জাহাজের বা চড়নদারের কি ঐ সর্টিফিকটসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের অন্যাবস্থা হওয়াতে ঐ সর্টিফিকট আর তাহাতে খাটিতে না পারে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০০/ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ঐ জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট যে পরওয়ানা পাইয়া থাকেন তাহার সম্পর্কে যে বণ্ড লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যের লিখিত জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিনিদাদে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইবার যথাসাধ্য নিবারণ করিবার জন্য জাহাজে মাসুল না দিয়া জিনিস উঠাওনের নিবারণার্থে জাহাজের তালাশী লওন এবং আটক করণের বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকদিগকে আইনমতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিনি-দাদে গমনশীল জাহাজের উপর উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিদিগকে বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারণজন্য এবং এই আইনের নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিবারণার্থ ঐ২ কার্য্যকারক সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং আরো হুকুম হইল যে এই বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকেরদের প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইল এবং তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল কোম্পানি বাহাদুরের সকল আড়কাটিরও সেইরূপ ক্ষমতা ও ভার হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দ্বারা অথবা বেআইনী কয়েদ করণের দ্বারা কি অন্যায়রূপে যুটিয়া দেওনের দ্বারা এই আইনের বিরুদ্ধে কোন এদেশীয় লোককে জাহাজে রফু করিতে উদ্যোগ করে তবে তাহার প্রমান হইলে সেই অপরাধি ব্যক্তির মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০০/ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা করিতে পারেন অথবা ছয় মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক নাহি পরন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার কার্য্যের কেবল এক প্রকার কার্য্য হইতে পারে ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিমতে আরোহণহওয়া দেশান্তর গমনকারি

মজুরেরদিগকে লইয়া যদি কোন জাহাজ কলিকাতাহইতে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে যাইতে রুক্ত হয় তবে ঐ জাহাজে নিযুক্ত হাসিলের কার্য্যকারকের উচিত যে ঐ বিদেশ গমনকারি মজুর যে পাস অথবা সর্টিফিকট লইয়া জাহাজে আইসে তাহাতে দস্তখৎ করেন এবং ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি যত মজুর জাহাজে উঠে তাহারদের এক রেজিষ্টর রাখেন। এবং ঐ জাহাজ সাগরে না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ হাসিলের কার্য্যকারক জাহাজে থাকিবেন এবং আপনার সম্মুখে ও জাহাজের আড়কাটির সম্মুখে জাহাজের মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের ও বিদেশগমনকারি মজুরেরদের গণতি না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজহইতে চলিয়া আসিবেন না এবং হাসিলের কার্য্যকারক ঐ গণতি করিয়া জাহাজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আইনের ১৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। এবং তাঁহার এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বোধ করিলে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত মজুর থাকে তাহারদের এবং মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের গণতি করিতে জাহাজের অধ্যক্ষকে হুকুম করেন এবং ঐ গণতির তালিকায় দস্তখৎ করেন। এবং হাসিলের এইমত প্রত্যেক কার্য্যকারক ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া আসিবেন সেই সময়ে ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি যত মজুর ছিল তাহারদের বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ রিপোর্টে এমত কথা লিখিবেন যে আমার জ্ঞাতসারপর্য্যন্ত আমি কহিতে পারি যে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হওনের পর জাহাজে অতিরিক্ত কোন বিদেশ গমনশীল মজুর লওয়া যায় নাই এবং এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্য্য করা যায় নাই কিম্বা যাহা করিতে হুকুম আছে তাহার ক্রটি হয় নাই এবং এইমত রিপোর্ট এবং গণতি হইলে সেই গণতির তালিকা ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইতে হইবেক। এবং হাসিলের যে কোন কার্য্যকারক কিম্বা আড়কাটি জানিয়াশুনিয়া ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদের মিথ্যা বা অশুদ্ধ কিম্বা অসম্পূর্ণ রিপোর্ট করেন অথবা বেআইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন সেই কার্য্যকারক বা আড়কাটি কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ৫০০) টাকা জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন এবং হাসিলের রাজস্বের বিষয়ে অপরাধ হইলে যেরূপ দণ্ড নিরূপণ হয় সেইরূপে এই অপরাধের বিষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকরা কোন দলীলদস্তাবেজ জাল করে অথবা জাল হইয়াছে জানিয়া তাহা লইয়া ব্যবহার করে তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেব অথবা তৎস্থানের কি রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের অধ্যক্ষেরা এই আইনের দ্বারা যেং দণ্ডের যোগ্য হন্ সেইং দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক অথবা ঐ জাহাজাধ্যক্ষ যে বণ্ড লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহা যদি জাহাজকে দেওয়া পরওয়ানার নিমিত্ত লেখা গিয়া থাকে তবে সেই বণ্ড ধরিয়া নালিশ করণের দ্বারা এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি।

তফসীল।

১। জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিনিদাদের গবর্ণর্ সাহেবেরা যে ব্যক্তিরদিগকে উচিত বোধ করেন তাঁহারদিগকে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্মে সময়েং নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

২। ভারতবর্ষের মধ্যে যেং ব্যক্তি এইরূপে এজেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারা গমনকারি ব্যক্তিরদের সংখ্যানুসারে মেহনতানা পাইবেন না কিন্তু সালিয়ানা বেতন পাইবেন ইতি।

৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রত্যেক এজেণ্ট সাহেব যে বন্দরে বা স্থানে নিযুক্ত হন সেই বন্দর বা স্থানহইতে গমনকারি প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে নিজে কথাবার্ত্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল চক্রান্তে কিম্বা মিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দেশান্তরে গমনের প্রবোধ দেওয়া যায় নাহি এবং ঐ পুরুষ বা স্ত্রী যে স্থানে গমন করিতে উদ্যত আছে সেই স্থান তাহারদের জাহাজারোহণ করিবার স্থানহইতে কত দূর ইহা নিতান্ত অবগত আছে। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদের ঐ দেশে গমনে যেং উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা ঐ এজেণ্ট সাহেব তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে অসঙ্গত এবং মিথ্যা প্রত্যাশা করিতে নিবারণ করিবেন। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ সুস্থ এবং বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কিম্বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য অথবা পীড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে ইহা তিনি নিশ্চয় অবগত হইবেন ইতি।

৪। এবং ভারতবর্ষহইতে উক্ত কোন দেশে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাড়া হয় ঐ জাহাজের রেজিষ্টরীহওয়া পরিমাণদৃষ্টে

দুই২ টনের হিসাবে এক২ ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। এবং গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবং যদি ঐ জাহাজের কেবল এক তালা থাকে তবে ঐ তালার নীচে এক কাষ্ঠের মেজ্যা করিতে হইবেক এবং ঐ মেজ্যাঅবধি তালাপর্য্যন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এবং ঐ মেজ্যা এমত তৈয়ার করিতে হইবেক না যে তাহার তালার কড়িকাষ্ঠ তাহার উপর রাখা যায়। এবং এইমত কোন জাহাজে শুইবার নিমিত্ত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না এবং জাহাজের নীচের তালা অথবা মেজ্যার উপর যে নীচস্থ থাক্ থাকে সেই থাক্ এবং ঐ মেজ্যা কিম্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়া ছয় বুরুল ব্যবধান না থাকিলে কোন জাহাজ চড়নদারেরদিগকে উক্ত কোন দেশে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং জাহাজের যত পরিমাণ হউক তাহার নীচের তালা অথবা মেজ্যার চতুরস্র বারো ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক এবং সেই স্থানের মধ্যে ঐ চড়নদার ব্যক্তির লওয়াজেমা দ্রব্যছাড়া কোন মাল কি দ্রব্যাদি থাকিবেক না এবং ঐ বারো ফুট হিসাব করিয়া যত চড়নদারের স্থান হয় তাহার অধিক চড়নদার সেই জাহাজে যাইবেক না ইতি।

৫। এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সংখ্যার হিসাব করণেতে দশ বৎসরের ন্যূন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য করা যাইবেক ইতি।

৬। যে জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কোন স্থানে লইয়া যায় যে বন্দর বা স্থানে ঐ মজুরেরা জাহাজে আরোহণ করে সেই বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজের রফ্তু হওনের সময়ে জাহাজীয় ব্যক্তিরদের আহারের অতিরিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের কারণ নীচের লিখিত নিরিখ অনুসারে উত্তম এবং স্বাস্থ্যজনক আহারীয় দ্রব্য ঐ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ জাহাজের সমুদ্রপথে থাকনের আন্দাজী সময় হিসাব করিয়া ঐ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচ২ গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া জল এবং ঐ জল জলাশয়েতে অথবা উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এবং আন্দাজী সমুদ্রপথে থাকনের প্রত্যেক সপ্তাহের হিসাবে প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌণ্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন সেরের হিসাবে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গোম কিম্বা ওটমিল অথবা অন্য আহারীয় দ্রব্য জাহাজে লইতে হইবেক। কিন্তু যদি ঐ জাহাজের পথিমধ্যে কোন বন্দর বা স্থানে আপনার জলের পীপা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তবে ঐ বন্দর বা স্থানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক সপ্তাহের নিমিত্ত উপরের উক্ত নিরিখ অনুসারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত দর্শান যায় যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত

গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিশেষ অনুমতিক্রমে উপরের উক্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সেই২ পরিমাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্য নিরূপণ হয় তবে আহারীয় দ্রব্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি।

৭। এইরূপ কোন জাহাজ বন্দরহইতে রওয়ানহওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজ এইরূপে রওয়ানা হয় সেই বন্দর বা স্থানে যে এজেণ্ট সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহার উচিত যে ঐ জাহাজের চড়নদারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দফায় যে আহারীয় দ্রব্য এবং জল জাহাজে লইতে হুকুম আছে সেই দ্রব্য ও জলের তদারক আপনি করেন্ অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান্ এবং ঐ দ্রব্য যে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্ এবং চড়নদারেরদের ঐ দ্রব্যাদির অতিরিক্ত জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত যথোচিত জল ও আহারীয় দ্রব্য আছে এবং ঐ জাহাজ সামান্যতঃ সমুদ্রপথে যাইবার যোগ্য এবং চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্বিঘ্নে থাকনের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধানে যে সকল নিয়ম আছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানেন্ এবং তদ্বিষয়ে আপনার দস্তখৎকরা এক সর্টিফিকট ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্ ইতি।

৮। যে সকল জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে জামেকা কি বৃটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিনিদাদে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের প্রতি হুকুম হইল যে যাত্রাকালে এবং লক্ষিত স্থানে জাহাজ পঁহুছিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ও সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিত্ত উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ভক্ষ্য দ্রব্য প্রচুরমতে যোগাইয়া দেন্ ইতি।

৯। যে বন্দর বা স্থানে ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা জাহাজারোহণ করে সেই স্থানের এজেণ্ট সাহেব এই বিধানের দুইখান নকলে দস্তখৎ করিয়া জাহাজ রওয়ানহওনের সময়ে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাঁহাকে দিবেন এবং ঐ দুই নকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহাজে থাকিবেক এবং ঐ জাহাজের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সময়ে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে ঐ বিধির একখান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন ইতি।

১০। যে প্রত্যেক জাহাজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে পূর্ব্বোক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের উচিত যে ঐ জাহাজের রওয়ানহওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে রওয়ানা হয় সেই বন্দর বা স্থানের এজেণ্ট সাহেবকে ঐ জাহাজের উপর প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নাম ও

বয়স ও ব্যবসায়ের দুইখান তালিকা যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লিখিয়া দেন। এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের উচিত যে তাহার এক তালিকাতে আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন। এবং ঐ জাহাজ লক্ষিত স্থানে পঁহুছিলে এবং ঐ জাহাজহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পূর্ব্বে ঐ জাহাজাধ্যক্ষ ঐ জাহাজের পঁহুছনের সংবাদ এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা পূর্ব্বোক্ত তালিকা জাহাজ যে স্থানে পঁহুছে সেই স্থানে আগত বিদেশীয়েরদের যে রক্ষক সাহেব নিযুক্ত আছেন কি হইবেন তাহাকে দেবেন ইতি।

১১। কিন্তু আদমিরালটির শ্রীযুক্ত লার্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীন নিযুক্ত কোন জাহাজ অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই বিধানের কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে টাকশালের তামার মুদ্রার নিয়ম করণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন টাকশালহইতে কেবল নীচের লিখিত তামার মুদ্রা বাহির হইয়া চলন হইবেক।

১। এক পয়সা ওজন .... ১০০ গ্রেন টুয়।

২। একটা দ্বিগুণ পয়সা ওজন .... ২০০ গ্রেন টুয়।

৩। এক ইঙ্গরেজী পাই অর্থাৎ এক আনা মুদ্রার বারো ভাগের এক ভাগ তাহার ওজন ... ... ৩৩ গ্রেন টুয় ও তিন ভাগের এক ভাগ।

এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং নক্শা নিরূপণ করেন তাহাই সেই পয়সার উপর দেওয়া যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ঐ পয়সা কোম্পানির টাকার চৌষট্টি ভাগের এক ভাগের এবং ঐ দ্বিগুণ পয়সা কোম্পানির টাকার বত্রিশ ভাগের এক ভাগের এবং ঐ পাই কোম্পানির টাকার এক শত বিরানব্বই ভাগের এক ভাগের তুল্য দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট ওজনের যে সকল তামার মুদ্রা ১৮৩৫ সালের ২১ আইন জারী হওনের পর বোম্বাই রাজধানীর অধীন

দেশের কোন টাকশালহইতে বাহির হইয়াছে তাহা ঐ রাজধানীর দেশের মধ্যে এই আইনের ২ ধারার লিখিত মূল্যে দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোন তামার মুদ্রা কেবল টাকার ভাঙ্গা হইলে আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ১১ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

"মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইন শুধরিবার আইন" এই নামে বিখ্যাত ১৮৪১ সালের ১২ আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্ত এক্ষণে যে আইন চলন আছে তাহা সংশোধন করিতে উচিত বোধ হইয়াছে

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের শেষ তারিখের পর ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এবং তৎপরের লিখিত ধারা সকল রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রকার সনে কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তীবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সেই সনের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ না দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের তাবে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া প্রত্যেক প্রদেশ কি জিলার মধ্যে সমস্ত বাকী মালগুজারী এবং যে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেই২ দাওয়ার টাকা যে২ তারিখে দাখিল করিতে হইবেক সেই২ তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন। এবং ঐ টাকা না দেওয়া গেলে পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ছাড়া ঐ২ জিলায় বাকীপড়া জমীদারীর নীলাম হইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সরকারী নানা গেজেটে আপনারদের এইরূপে নিরূপিত তারিখের সম্বাদ দিবেন এবং প্রত্যেক

জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনের নির্দ্দিষ্ট নীলাম করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন্ তাঁহার কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের কাছারীতে এবং প্রত্যেক থানায় ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই তারিখের সম্বাদ সেই জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যে২ তারিখ উক্তরূপে নিরূপণ হয় সেই২ তারিখ উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা উক্ত প্রকারে ইশ্তিহার ও এস্তেলা দেওনের দ্বারা যাবৎ পরিবর্ত্ত না করেন্ তাবৎ তাহার পরিবর্ত্ত হইবেক না এবং যে বৎসরে ঐ নূতন তারিখ বা তারিখসকল চলন হইবেক তাহার পূর্ব্ব সরকারী বৎসরের অন্যূন তিন মাস থাকিতে ঐ ইশ্তিহার ও এস্তেলানামা জারী করিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে২ জিলাতে ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হয় নাহি সেই২ জিলায় এবং সুবে বারাণসে প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে না পাওয়া গেলে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্ত কোন নিলাম হইবেক না। কিন্তু উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা এমত নিলাম করিবার হুকুম দেওন সময়ে যে শেষ তারিখে উক্ত রাজস্বের বাকী অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার টাকা লওয়া যাইবেক সেই তারিখ প্রত্যেক গতিকে নিয়ত নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায় করণার্থ জমীদারীনীলাম করিতে হইলে এই২রূপে কার্য্য করিতে হইবেক বিশেষতঃ বিষয় বুঝিয়া এই আইনের ৩ অথবা ৪ ধারানুসারে টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনের পূর্ব্ব অন্যূন সম্পূর্ণ পনের দিনপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেবের অথবা এই আইনক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে এবং ইশ্তিহারহওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সেই জজ সাহেবের কাছারীতে এবং সেই জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের কাছারীতে এবং যে ভাগে এস্তেলাসম্পর্কীয় জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ থাকে সেই ভাগের মুনসেফের কাছারীতে ও পোলীসের থানায় সেই জিলার চলিত ভাষায় লিখিত এক এস্তেলানামা লট্কাইতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারকের কর্ম্মস্থানে ঐ এস্তেলানামা লট্কান যায় তিনি ঐ এস্তেলানামা পাওনের এক সর্টিফিকট দিবেন এবং আরো ঐ এস্তেলানামা ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্কান যাইবেক এবং যে পেয়াদা অথবা অন্য যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি তাহার বিষয়ের এক সর্টি-

ফিকট দিবেক এবং ঐ এত্তেলানামার মধ্যে ঐ বাকী টাকা অথবা দাওয়ার প্রকার এবং তাহার সংখ্যা এবং যে শেষ তারিখে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক তাহা লেখা থাকিবেক এবং এইরূপ এত্তেলা না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়ার নিমিত্ত কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না ইতি।

বিশেষতঃ প্রথম। সুবে বারাণসের জমীদারীর বাকী।

দ্বিতীয়। ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জমীদারীর বাকী।

তৃতীয়। হালের অথবা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ছাড়া অন্য বৎসরের বাকী।

চতুর্থ। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী।

পঞ্চম। আদালতের কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে জমীদারী ক্রোক হইয়াছে তাহার বাকী।

ষষ্ঠ। তাগাবী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজস্বের বাকী আদায় করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনানুসারে নীলাম করিতে রীতি মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই আইনের ৩ কিম্বা ৪ ধারানুসারে টাকা দাখিল করিবার যে শেষ দিবস নিরূপিত হইয়াছে সেই দিবসের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই জিলার চলন ভাষায় লিখিত এত্তেলানামা প্রকাশ করিবেন এবং তাহা আপনার কাছারীতে এবং জিলার জজ সাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইবেন এবং ঐ এত্তেলানামা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাইবেন। এবং যে জমীদারী বা জমীদারীসকল পূর্ব্বোক্তমতে নীলাম হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং যে দিবসে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক তাহা ঐ এত্তেলানামার মধ্যে লেখা থাকিবেক। এবং যে তারিখে এত্তেলানামা কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে লট্‌কান যায় সেই তারিখের পর সম্পূর্ণ পনের দিনের কম না হয় ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত কাল গত না হইলে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক না। এবং পশ্চাৎ লিখিত হুকুমছাড়া উক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সকল জমীদারী নীলামের নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপর দিবস বা দিবসসকলে কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা এবং তাঁহার সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং টাকা দেওনের উক্ত যে শেষ দিবস নিরূপণ আছে সেই শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পর টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলেও তাহাতে নীলামের সময়ে অথবা নীলাম হওনের পর ঐ নীলামের নিবারণ অথবা সেই নীলামের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারাক্রমে কোন জমীদারীর নীলামের এস্তেলা হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্ত প্রকার অন্য কোন কার্য্য-কারক আপন দফতরখানায় এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফের কাছারী ও পোলীসের থানার সীমার মধ্যে ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে ও থানায় এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনামা লটকাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে মালগুজারী দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হইয়াছে সেই দিবসের পরঅবধি তাহারা বাকীদার জমীদার বা জমীদারদিগকে আর খাজানা না দেয় এবং ঐ তারিখের পর তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর খরীদারের হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফহওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন নিজ দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকী টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে বাকীদারের এত টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে জমা থাকে এবং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পরও কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের হিসাবে জমা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জমা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ জমীদারীর মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানৎস্বরূপ

লইতে পারেন্ এবং যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ জমীদারীর হিসাবে কালেক্টর সাহেব জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎ করা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ঐ জমীদারীর দখল দেওয়াইবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎ করা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারীতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে ব্যক্তি ঐ আমানতী টাকা সুদসমেত ঐ জমীদারীর মালিকেরদের স্থানে উসুল করিতে পারিবেক ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জমীদারী থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালকমাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার সরবরাহের ভার লন্ নাহি ঐ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ এক কি ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়াপর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্ তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং সেই প্রকারে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিস্যনর

সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্তহওনের পর যদি সেই জমীদারী নীলাম হয় তবে তাহা বেআইনী হইবেক। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব রীতিমত এক রুবকারীতে লিখিবেন। কিন্তু নীলাম ক্ষমাকরণের যে হুকুম কমিস্যনর সাহেব দেন্ তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে যদি নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে ক্ষমাকরণের ঐ হুকুমের দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারহইতে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে সামান্যতঃ নীলাম করিবেন কিন্তু যখন ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কাছারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত মতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্তপ্রকার অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন্ কিম্বা আরম্ভ করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন্ তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন্। এবং ঐরূপ বিলম্বকরণের কারণ রুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশ্‌তিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং সেইরূপে যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এ প্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এবং তাহার রিপোর্ট না করা যায় তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম অবশ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারানুসারে নিরূপিত নীলামের দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের পূর্ব্ব নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐ মতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী

নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তপ্রকার কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি। কিন্তু এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা দিবার ত্রুটি হওয়াতে আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেব নম্বর ব্যতিক্রম করিয়া জমীদারী নীলামে ধরিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমীদারীর খরীদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা জমীদারীর নীলাম শেষহওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়না-স্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমিদারী আগৌণে নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদার যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খরীদের সমুদয় টাকা ঐ খরীদারের দিতে হইবেক এবং যে দিবসে নীলাম হইয়াছিল তাহা ঐ ত্রিংশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন হয় তবে ত্রিংশত্তম দিবসের পর যে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হয় সেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত মিয়াদে টাকা দিতে ত্রুটি হয় তবে সেই সময়ে এবং তৎপরে যতবার ত্রুটি হয় ততবার বায়নার টাকা সরকারে দণ্ডস্বরূপ জব্দ হইবেক এবং ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক এবং ঐ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর ত্রুটিকারি খরীদারের কোন দাওয়া থাকিবেক না। এবং যে নীলাম শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্য ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী বাকী মালগুজারী আদা-য়ের নিমিত্ত যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এবং ঐ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হওয়া জমীদারীর বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক। এবং যদি একবারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ত্রুটি হয় তবে ত্রুটিকারি ডাকনিয়ারা প্রত্যেক জন যত ডাকিয়াছিল তাহার হিসাবমতে ঐ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এবং একেং দায়ী হইবেক। কিন্তু এইরূপ প্রত্যেক পুনর্নীলাম এই আইনের ৬ ধারার লিখিত এস্তেলানামা দেও-নের পর এবং ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট রীতিমতে করা যাইবেক এবং নিরূপিত যে দিনে টাকা দিতে ত্রুটি হয় সেই দিনের পর সমপূর্ণ তিন দিন গত না হইলে ঐ এস্তেলানামা

ঘোষণা করা যাইবেক না। কিন্তু যে বাকী টাকার নিমিত্তে প্রথমে জমীদারী নীলাম হইয়াছিল তাহা এবং তৎপরে যাহা বাকী পড়িয়াছে সেই টাকা যদি পুনর্নীলামের এস্তেলা দেওনের দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এবং এই আইনের ১৫ ধারার নিরুপিত বায়নার টাকা বাকীদার খরীদারের দাখিলহওনের পর জমীদারীর সাবেক মালিকের দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে দাখিল হয় অথবা দাখিল হইবার প্রস্তাব হয় তবে পুনর্নীলাম নিবারণ হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন নতুবা লইতে পারেন না। এবং এইরূপে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন এবং যদি ভূম্যধিকারির ক্রটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম করিতে পারেন। এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা থাকনসময়ে তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের যে সুদ হয় সেই সুদ অপেক্ষা অধিক টাকা ঐ ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে নীলামের উপর আপীল হইলে চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যেং নিয়ম তাঁহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মে ঐ জমীদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন ইতি।

১৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যেসকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের

১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব হয় নাহি সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবসে দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপাল হইয়াছে এবং ঐ আপাল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখ অবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে খরীদারকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন।

আমি জানাইতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪৫ সালের ১ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি আমলে আসিবেক।—(অর্থাৎ টাকা দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসের পর দিবসে।) অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি বিক্রয়হওয়া জমীদারীতে নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত সর্টিফিকটের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর খারিজ দাখিলহওনের সম্বাদ এক লিখিত ইশ্তিহারের দ্বারা আপনকার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ থাকে তাঁহারদের কাছারিতে এবং জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং ঐ খরীদের টাকা লইয়া মালগুজারী দাখিল করিবার নিরূপিত শেষ দিবসে যে সকল জমা বাকী ছিল তাহা প্রথমে পরিশোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের খাতায় যে সকল পাওনা টাকা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমীদারীর রেজিষ্টরহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকদিগের নিমিত্ত আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রসীদ লইয়া নীচের লিখিতমতে ঐ টাকা তাহারদিগকে দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্নং লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ লিখিত অংশের হিসাবঅনুসারে তাহারদের মধ্যে টাকা বাঁটিয়া দিবেন কিন্তু যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অংশ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহারদের সকলের দস্তখৎকরা একি রসীদ লইয়া মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খরীদের

টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয় হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এবং ঐ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোক করিয়া তাহা ঐ ভূম্যধিকারির হাতছাড়া রাখা যাইবেক না। এবং যদ্যপি ঐ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের হুকুমক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথাকরণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারী যাবৎ সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় তাবৎ সে আপনার ঐ ভূমির দখল পুনরায় পাইবেক না ইতি।

২১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির খরীদারের নাম দেওয়া গেল তবে ঐ নালিশ খরচাসমেত ডিসমিস হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন্ তবে এই আইনের ২০ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্তহওনের সংবাদ দিবার হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সাহেব কি উক্তমত অন্য কার্য্যকারক অসিদ্ধহওনের সংবাদ সর্ব্বত্র দিবেন। এবং খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিলকরণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরিদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলামহওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকীয় সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি টাকা দেওনের পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত শেষ দিবসের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর

বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন দেওয়ানী আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে ঐ নীলাম এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ হইয়াছিল। এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৭ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ১৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন্ না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকার কিছু গ্রহণ করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম ঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ত্রুটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে তাহার প্রতি নিষেধ আছে ইতি।

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে কোন নীলাম অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জিলার কোন জমীদারীর মালগুজারী বাকী আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী এই আইনক্রমে বিক্রয় হইলে যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল দায় রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক। এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট এস্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জ্জিত ভূমিব্যতিরেকে ঐ জমীদারীর সমস্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের খাজানা বাড়াইতে পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না।

প্রথম। ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টাক্রমে নির্দ্ধারিত খাজানাতে ধার্য্য ছিল তাহা।

দ্বিতীয়। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে থাকা যে পাট্টার বিষয়ে এমত প্রমাণ

দেওয়া যায় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যেং খোদকস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনক্রমে নিশ্চিত নিয়মানুসারে নিরূপণীয় খাজানায় ভূমির ভোগদখল করণের অধিকার আছে তাহাদের ভূমি।

চতুর্থ। যেং ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্ম্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা-প্রভৃতি আকরের নিমিত্ত কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্যং সেইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতার্থে মিয়াদী বা চির কালের পাট্টাক্রমে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া গিয়াছে এবং পাট্টার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে এইপর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে সেইং ভূমি।

পঞ্চম। জমীদারীর সাবেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যেং ইজারা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেইং ইজারা। কিন্তু সেই সময়ে ইজারাদারেরা প্রত্যেক গতিকে কালেক্টর সাহেবকে এক লিখিত এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলানামাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে তাহার ঠিকানা ও সেই ভূমির খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার নিয়ম ও ইজারাদারেরদের নাম লেখা থাকিবেক। এবং যদ্যপি কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন। এবং কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি আপন কাছারীতে এক ইশ্‌তিহার-নামা লট্‌কানের দ্বারা জানান্ সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা বর্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টাক্রমে ধার্য্য হইলেও এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হওয়া কোন জমীদারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়া ঐং ইজারা অন্যথা করিতে পারে ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৬ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায়

তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এবং বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তি আদৌ বন্দোবস্তকারির স্থলাভিষিক্ত বা আসৈনি হইয়া যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছিল তাহা এবং শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই আদৌ বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রজাইত্যাদিরদিগকে যেং পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবং আদৌ বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরীদার রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী কিম্বা তৎসম্পর্কীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যেং পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ ঐ ভূমি ঐং কার্য্যে ব্যবহার হয় ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎ কখন সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে নীলামে যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে সে ব্যক্তি পাট্টাদারের পাট্টা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত করিলে সেই পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে পূর্ব্বের মালগুজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহার বেশী লইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদির নিমিত্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা প্রাচীন নিরূপিত জমার কিছু কমী করাতে পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজীবী জমা হইতে কম জমার বন্দোবস্তঅনুসারে ভূমি ভোগ করিয়াছে কিম্বা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজারদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী খাজানা তলব হইতে পারে কিম্বা আর কিছু দাওয়া করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝিলে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির দখীলকার অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমির যেং পাট্টা দিয়াছিল বা তাহার উপর যে বরাৎ দিয়াছিল কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়াছিল সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহাং উপযুক্ত বোধ হয় তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্। এমত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমিতে যেং নিয়ম রাখনের হুকুম করেন্ সেই ভূমির লাট নীলামে ধরিয়া দেওন সময়ে কালেক্টর সাহেব সেইং নিয়মের সম্বাদ সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর যেং হুকুম করেন্ তাহাও প্রচার করাইবেন। কিন্তু এইরূপে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া যে নীলাম হয় তাহাতে নীলামের সময়ের তুল্য বাকী টাকা যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি বোধ হয় যে ঐরূপ পাট্টাআদি বহাল রাখিলে সরকারী মালগুজারী আদায়

করিতে উত্তর কালে বিঘ্ন হইতে পারে তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নীলামেতে ঐ পাট্টা-আদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা এই আইনের ১৯ ধারার নিরূপিতমতে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে রদ করিবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং এই আইনের ২৬ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত থাকার মধ্যে যেং নিষেধ আছে কেবল সেইং নিষেধ আমলে আনিয়া ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম করিতে পারেন্ এবং ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পর যে জমীদারী পূর্ব্বোক্তমতে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া খরীদ হইয়াছিল সেই জমীদারী যদি বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা এইমত হুকুম দিতে পারেন্ যে এই আইনের ২৬ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত থাকায় যে নিষেধ আছে কেবল সেই নিষেধ আমলে আনিয়া মহাল নীলাম হইবেক অথবা পূর্ব্বে যে পাট্টাআদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা আমলে আনিয়া নীলাম হইবেক এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে পাট্টাআদি রদ করিয়া যে নীলাম হইয়াছিল তাহাতে যে খরীদের টাকা পাওয়া গেল সেই টাকা যদি পাট্টাআদি বহাল রাখণের নীলামে প্রাপ্ত টাকাঅপেক্ষা অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের বিষয় বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন্ ইতি।

২৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাঁটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অংশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারানুসারে আপনং অংশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরিহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্ সেই জমীদারী আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন্ অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত জমীদারী নীলামহওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে পুনর্ব্বার তাহার দখল পান্ তবে সেই ভূম্যধিকারী এবং আরো জমীদারীর উপর যে বাকী পড়ে বা যে দাওয়া ঘটে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংযোগ ছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং নীলামের সময়ে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না এমত স্বত্ব ঐ খরীদার পাইবেন না ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারী দাখিল করণের শেষ তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে সেই জমীদারী নীলাম

হইলে সেই বাকী খাজানা যে কোন রীতিক্রমে শেষ দিবসে কি ঐ দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকীদার আদায় করিতে পারিতেন সেই রীতিক্রমে উক্ত শেষ দিবসের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন্ না ইতি।

৩১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয়ি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যে দপ্তরে কোন সময়ে কার্য্য করেন্ তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ কোন অবজ্ঞা হইলে তাহার ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্ এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান্ তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যে বায়না করণের দ্বারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবং দত্ত ও জয়করা যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেই২ দেশে এই আইন চলন হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা সিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ কি মালাকার বসতির ভুমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৫ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আপীল আদালতে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করিবার কি না করিবার ক্ষমতার্পণ করণের আইন।

যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যের সদর আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমার খরচার জামিন লওয়া আইনানুসারে আবশ্যক নাই এবং যেহেতুক মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে খরচার জামিন লওয়ার এক্ষণে আইনানুসারে হুকুম নাই এবং যেহেতুক এই বিষয়ে সকল আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপীল হয় তাহার একি রীতি করা উচিত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আপীল আদালতে খরচার জামিন লইতে আবশ্যক হইবেক না কিন্তু প্রত্যেক আপীল আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের বিবেচনায় যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে রেস্পাণ্ডেণ্টকে জওয়াব দিতে হুকুম হওনের পূর্ব্বে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করেন কি না করেন্। ইহার বিপরীত কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ১ মার্চ তারিখে জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণবিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে দলীল-দস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইতে পারে। ঐ দলীলসম্পর্কীয় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ সেই জিলার মধ্যে থাকুক বা না থাকুক সেই জিলায় রেজিষ্টরী হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে যে জিলাতে ঐ দলীলদস্তাবেজসম্পর্কীয় সম্পত্তি সমুদয় না থাকে এমত জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইলে ঐ দফ্তরের রেজিষ্টরের উচিত যে যে২ জিলায় ঐ সম্পত্তির সমুদয় অথবা তাহার কতক অংশ থাকে সেই প্রত্যেক জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে আপনার দফ্তরে রেজিষ্টরী ও পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া দলীলদস্তাবেজের এক নকল পাঠান্। ঐ নকল ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্টমতে দেওয়া যাইবেক এবং তাহাতে দস্তখৎ হইবেক। এবং যে রেজিষ্টরী দফ্তরে ঐ নকল পঁহুছে সেই দফ্তরের রেজিষ্টর আপনার নিকটে আদৌ রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি সেই দলীল-দস্তাবেজ দরপেশ করিলে যেরূপ কার্য্য করিতেন সেইরূপে রীতিমত তাহা রেজিষ্টরী করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন রেজিষ্টরী দফ্তরে পাঠাইবার নিমিত্ত যে নকলের আবশ্যক হয় এইমত প্রত্যেক নকল করণের রসুম রেজিষ্টরী-করণিয়া ব্যক্তি রীতিমতে দিবেক এবং যে রেজিষ্টর ঐ রসুম পান্ তিনি রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত নকল যে২ রেজিষ্টরের দফ্তরে পাঠান যায় সেই২ রেজিষ্টরকে ঐ রসুম বুঝাইয়া দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আসল দলীলদস্তাবেজ অথবা তাহার নকল পূর্ব্বোক্তমতে কোন জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে রেজিষ্টরী হইলে অন্য যে সকল বা যে কোন জিলায় ঐ দলীলদস্তাবেজসম্পর্কীয় সম্পত্তি থাকে সেই জিলায় তাহার নকল রীতিমতে রেজিষ্টরী হইলে বা না হইলে ঐ দলীলদস্তাবেজ কোন এক জিলার মধ্যস্থিত কোন সম্পত্তির বিষয়ে আইনমতে যথার্থরূপে রেজিষ্টরী হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

পণ্ডিত এবং মৌলবীরদের পরীক্ষা ও নিযুক্ত হওনের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধী এবং তাহার পর এই রাজধানীর অধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে প্রকার পরীক্ষা নিরূপণ করেন সেই পরীক্ষাতে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে উত্তীর্ণ হন তিনি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের কোন আদালতে পণ্ডিত কি মৌলবীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কমিস্যন অফ দি পীস অর্থাৎ দাঙ্গাহঙ্গামা শাসনার্থ সনদ দেওনের বিষয়ি আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক জুষ্টিস অফ দি পীসের শেষে জারীহওয়া সাধারণ সনদের মধ্যে যেং লোকেরদের নাম লিখিত হয় নাহি এমত লোকদিগকে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর কি মান্দ্রাজের অথবা বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্মে মনোনীত ও নিযুক্ত করিলে নূতন সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস জারীকরা ক্লেশ হয় অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে শেষে জারীহওয়া সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস সনদে যাঁহারদের নাম লেখা যায় নাহি এমত যেং ব্যক্তি আইনানুসারে জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্ এবং উক্ত কোন রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ঐ রাজধানীর ও তাহার অধীন স্থানের মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে অথবা ঐ রাজধানীর প্রধান নগরের মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্মে মনোনীত ও নিযুক্ত হন্ ঐং ব্যক্তিকে ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও পরওয়ানাক্রমে ঐ প্রত্যেক রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট সময়ক্রমে আলাহিদাং সনদ দিবেন ও দিতে পারেন্। এবং ঐ প্রকার সকল সনদ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিরদের এবং তাঁহার পর রাজ্য প্রাপ্ত রাজারদের নামে জারী হইবেক এবং তাহাতে সুপ্রিম কোর্টের মোহর ও ঐ আদালতের চীফ জুষ্টিস সাহেবের সহী থাকিবেক এবং ঐ আলাহিদা সনদ যে রাজধানী কি স্থানের মধ্যে বা নিমিত্তে জারী হয় সেই রাজধানীর ওয়র ও টরমিনর আদালতের রিকার্ডের মধ্যে শেষে জারীহওয়া সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস সনদের ক্রোড় সনদস্বরূপ গাঁথা যাইবেক এবং ঐ শেষে জারীহওয়া সনদ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

জলসেচন ও নৌকাদি গমনাগমনের কারণ গবর্ণমেণ্ট উত্তরপশ্চিম দেশে যেং খাল কাটিয়াছেন তাহার জলকর ও মাসুল ও দেয় টাকা তহসীলের নিয়ম করণের এবং সেইং খালের হানি নিবারণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক জলসেচনের নিমিত্তে এবং নৌকাদি গমনাগমনের নিমিত্তে অর্থাৎ যেপর্য্যন্ত ঐ উভয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে তন্নিমিত্ত বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম দেশে অনেক খাল সরকারী খরচে কাটা গিয়াছে ও কাটা যাইতেছে এবং যেহেতুক ঐ সকল খালের জলকর কি মাসুল অথবা দেয় টাকা তহসীলের এবং সেইং খালের হানি না হইবার নিয়ম করা আবশ্যক হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেব গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইশ্তিহার দিয়া হুকুম করিতে পারেন্ যে এই আইনের বিধান উক্ত কোন খালের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐং খালের জলকর ধার্য্য করিবার বিষয়ে এবং সেচনের কারণ তাহাহইতে জল লইবার বিষয়ে এবং নৌকার ও কাঠের ও বাঁশের মাড়ের মাসুল ও দেয় টাকা তহসীল করিবার বিষয়ে এবং ঐং খাল দিয়া গমনাগমনের উপকার পাইবার বিষয়ে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেব প্রত্যেক খালের অবস্থা বুঝিয়া যেমত উপযুক্ত হয় সেইমত বিধি করিতে পারেন্। এই প্রকারে যে বিধি নিরূপণ হয় তাহা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই প্রকার জারীহওয়া বিধির বিরুদ্ধে সাধারণ

ব্যক্তিরা যে কোন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মের বিষয়ে তাহারা হয় খালের উপকার কিঞ্চিৎকাল নিবারণের দ্বারা অথবা পশ্চাৎ লিখিত দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খালের জল যেং ভূমিতে সেচা গিয়াছে সেইং ভূমির বিষয়ি জলকর বাকী পড়িলে সেই বাকী টাকা হয় খালের উপকার কিঞ্চিৎ-কাল নিবারণের দ্বারা অথবা ভূমির বাকী রাজস্ব আদায় করণের যে নিয়ম নিরূপিত আছে সেই নিয়মের দ্বারা আদায় করা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কেহ জানিয়া শুনিয়া উক্ত কোন খাল অথবা সেই খালহইতে নির্গত কোন জলপথ বা সেই খালহইতে প্রাপ্ত জলের কোন জলপথ অবরোধ করে কি খালের ধার কিম্বা সেই খালের রক্ষার নিমিত্তে যাহা নির্ম্মাণ করা যায় তাহার ক্ষতি করে অথবা জানিয়াশুনিয়া খালের জল ময়লা করে সে ব্যক্তি নীচের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কেহ এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কি এই আইনানুসারে জারিহওয়া নিয়মের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করে তাহার দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি বিনাপরিশ্রমে চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদের কি ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানার অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক। এবং জরীমানার টাকা না দিলে সেই ব্যক্তি আরো চৌদ্দ দিন মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন খাল দিয়া গমনাগমনকারি কোন নৌকার কি কাষ্ঠ অথবা বাঁশের মাড়ের মালিক যদি নির্দ্দিষ্ট মাসুল না দেয় তবে খালের মাসুল আদায় করণের কার্য্যে যে কার্য্যকারক নিযুক্ত হন্ তিনি ঐ নৌকা কি মাড় কি বাঁসের মাড় আটক করিতে পারেন্। তাহাতে যদি মাসুল দশ দিনের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে সেই জিনিস আটক করণের পর দশম দিনে ঐ কার্য্য-কারক খালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমমতে ঐ সমস্ত জিনিস কিম্বা তাহার মধ্যে যত আবশ্যক হয় তত বিক্রয় করিতে পারেন্ অথবা সমুদয় জিনিস সরকারে জব্দ করিতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু এইমত সকল গতিকে ঐ এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে রিপোর্ট না হইলে ও তাঁহার অনুমতি না পাওয়াগেলে ঐ দ্রব্য জব্দ করণের কোন হুকুম জারী হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব উপরের উক্ত জলকর ও মাসুল এবং দেয় টাকা তহসীল করিবার নিমিত্তে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ কর আদায় করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রত্যেক কার্য্যকারককে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং উপরের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড জারী করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta—: Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ১৪ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইন এবং ১৮৪৪ সালের আইনের শেষের লিখিত আমদানীর মাসুলের তফসীল সংশোধনের এবং ১৮৪৪ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জুন তারিখঅবধি এবং তাহার পর ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নত তফসীলের যে ভাগ এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নত তফসীলের যে ভাগ এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট জিনিসের উপর মাসুলের হারের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইবেক ইতি।

ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন অথবা নির্ম্মিত মারিন ষ্টোর অর্থাৎ জাহাজের সরঞ্জাম।

ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন মারিন ষ্টোর।

ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন ধাতু বা নির্ম্মিত ধাতু।

রাঙ্গব্যতিরিক্ত ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন কি নির্ম্মিত ধাতু।

ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা প্রস্তুতকরা পশমী কাপড়।

ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের প্রস্তুতকরা পশমী কাপড়।

ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের প্রস্তুতকরা কাপাসী ও রেশমী কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা ও পশমী সূতা।

ভিন্নাধিকার স্থানের প্রস্তুতকরা রেশমী এবং কাপাসী কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা ও পশমী সূতা।

ওয়াইন এবং অন্যান্য প্রকার শরাব।

উগ্র শরাব।

এবং উক্ত তফসীলের মধ্যে অন্য যে সকল নির্ম্মিত দ্রব্য লেখা যায় নাহি তাহা ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত তফসীল উক্ত তিন আইনের A চিহ্নিত প্রত্যেক তফসীলের ভাগ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে পূর্ব্বোক্ত তিন আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ এই আইনের দ্বারা রদ হইল সেই ভাগের সঙ্গে উক্ত তিন আইনের যে সকল বিধি সম্পর্ক রাখে সেই সকল বিধি ১৮৪৫ সালের ১ জুন তারিখঅবধি ও তাহার পর এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষ ভাগের লিখিত আমদানীর মাসুলের তফসীল শুধরিবার আইন এই নামে খ্যাত ১৮৪৪ সালের ১৫ আইন রদ হইল ইতি।

তফসীল।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম কি বোম্বাই কিম্বা মান্দ্রাজ রাজধানীর কোন বন্দরে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া নীচের লিখিত দ্রব্যের মাসুলের হার।

জিনিসের তফসীল।	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
ইঙ্গলণ্ড দেশের বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা নির্ম্মিত মারিন ষ্টোর।	শতকরা ৫্	শতকরা ১০্
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নঐ ঐ।	শতকরা ১০্	শতকরা ২০্
ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন কি নির্ম্মিত ধাতু।	শতকরা ৫্	শতকরা ১০্
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নঐ ঐ।	শতকরা ১০্	শতকরা ২০্
ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন পশমী কাপড়।	শতকরা ৫্	শতকরা ১০্
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নঐ ঐ।	শতকরা ১০্	শতকরা ২০্

জিনিসের তফসীল।	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন দেশের নির্ম্মিত কাপাসী ও রেশমী কাপড়ের থান এবং সূতা কিম্বা কাটা সূতা কি পশমী সূতাছাড়া কাপাস কিম্বা রেশমনির্ম্মিত দ্রব্য অথবা অন্য দ্রব্যেতে মিশ্রিত কাপাস ও রেশমনির্ম্মিত দ্রব্য। ...	শতকরা ৫)	শতকরা ১০)
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ১০)	শতকরা ২০)
ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন কাপাসের সূতা কি কাটা সূতা কিম্বা পশমী সূতা।	শতকরা ৩॥০	শতকরা ৭)
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ৭)	শতকরা ১৪)
পোর্টর ও এল বিয়র ও সৈডর এবং ঐ প্রকার গাঁজাধরা শরাব।	শতকরা ৫)	শতকরা ১০)
ওয়াইন এবং অন্যান্য প্রকার শরাব।	ফি গালনের প্রতি ১)	ফি গালনের প্রতি ২)
উগ্র শরাব।	ফি গালনের প্রতি ১॥০	ফি গালনের প্রতি ৩)
এবং উগ্র শরাব লণ্ডন প্রূফের শক্তিঅপেক্ষা যেমন অধিক তেজ হয় তেমন তাহার মাসুল বৃদ্ধি হইবেক। শরাব বোতলে আমদানী হইলে ৫ কুআর্ট বোতল এক ইম্পেরিয়ল গালনের তুল্য জ্ঞান হইবেক।		
এই তফসীলের লিখিত জিনিসব্যতিরিক্ত অন্য সকল নির্ম্মিত দ্রব্য।	শতকরা ৫)	শতকরা ১০)

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যে২ গতিকে তলবচিঠী জারী হইতে না পারে সেই২ গতিকে ওয়ারণ্ট জারী করিবার ক্ষমতা আদালতকে অর্পণ করণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকাভিন্ন ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন ফৌজদারী মোকদ্দমাতে আইনানুসারে আসামীর নামে প্রথমে তলবচিঠী জারী করিতে হয় তখন যদি এমত প্রমাণ হয় যে আসামীর উপর ঐ তলবচিঠী জারী করিতে উপযুক্তমতে উদ্যোগ করা গিয়াছে কিন্তু আসামীর উপর ঐ তলবচিঠী জারী করণের ভার যে কার্য্যকারকের কিম্বা যে লোকের প্রতি ছিল তিনি তাহা জারী করিতে পারিলেন না তবে যে আদালতহইতে ঐ তলবচিঠী বাহির হয় সেই আদালত ঐ আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারেন। ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১২ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মুনসেফের আদালতে নাজিরদিগকে নিযুক্ত করণের হুকুম করিবার বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জজ সাহেবের আদালতে যে কতক কর্ম্ম নাজিরের প্রতি অর্পণ আছে সেইং কর্ম্ম মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা আপনারা করিবেন এবং জজ সাহেবের আদালতে যে তলবানা লওয়া যায় মুনসেফের আদালতে সেই তলবানার চারি ভাগের কেবল তিন ভাগ লওয়া যাইবেক তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পরে মুনসেফেরা আপনং সিরিশ্তায় নাজির নিযুক্ত করিবেন। ঐ নাজিরেরদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের বিধান খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুসবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আদালতের এবং রাজস্বের কার্য্যের বিষয়ি তিন রাজধানীর সৈন্যেরদের এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের অধিকার নির্দ্দিষ্ট এবং ধার্য্য করণবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ১৫ আইন অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে কি না অথবা তাহার কোন বিধান এবং কত বিধান অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে

অতএব ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে উক্ত আইন এবং তাহার প্রত্যেক বিধান এখনও বলবৎ আছে ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক যে আইন বাঙ্গলা দেশের সৈন্যের নিমিত্তে উপরে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল সেই আইন মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৭ সালের ৮ আইনের দ্বারা মান্দ্রা-জের সৈন্যের আইন নির্দ্দিষ্ট আছে এবং যেহেতুক সেই আইন বোম্বাইয়ের সৈন্যের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করা বিহিত ও যথার্থ বোধ হইতেছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত উক্ত আইন বোম্বাইয়ের সৈন্যের প্রতি বিস্তারিত হইল কেবল ঐ আইনের যে কোন বিধি স্বভাবতঃ বোম্বাইয়ের সৈন্যের বিষয়ে খাটিতে পারে না তাহা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের দ্বারা এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদিগকে যে অধিকার দেওয়া গিয়াছে তাহা আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যে ইষ্টাম্পের মাসুল ক্ষমা করণের দ্বারা বিস্তার করা যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ হইতেছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ফরিয়াদী যদি ফোর্ট উলিয়ম অথবা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন সৈন্যের সিরিশ্তায়

এদেশীয় হুদ্দাদার বা সিপাহী হয় তবে পাওনা দাওয়ার কি তেজারতের কারবারের দেনাপাওনার মোকদ্দমা ছাড়া অন্য সকল প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমার নালিশ কোম্পানি বাহাদুরের সকল আদালতে ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত ৩ ধারার দ্বারা যে ইষ্টাম্প ফরিয়াদীর প্রতি ক্ষমা হইল সেই ইষ্টাম্পের মূল্য যে অংশ যথার্থ বোধ হয় সেই অংশ পরাজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সরকারকে দিতে ডিক্রীর মধ্যে হুকুম লেখা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহীর যে মোকদ্দমায় প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন সম্পর্ক না থাকে অথবা নালিশের দরখাস্তে লিখিতপর্য্যন্ত সম্পর্ক না থাকে এইমত কোন মোকদ্দমায় যদি ঐ এদেশীয় কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী এই আইনে দত্ত উপকারের দ্বারা চাতুরীক্রমে অন্য কোন ব্যক্তির উপকার করণের নিমিত্তে এই আইনক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে এই আইনছাড়া অন্য প্রকারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তির যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ লাগিত ঐ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী তাহার পাঁচগুণের অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা ডিক্রী জারী করিবার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উসুল হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারায় হুকুম আছে যে যদি কেহ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে এমত নালিশ করে যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে আমি আইনবিরুদ্ধ কোন ভূমি বা বাটীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য ধরিবার জলাশয় কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যহইতে বলক্রমে বেদখল হইয়াছি ঐ নালিশকরুনিয়া যদ্যপি ভূম্যধিকারী বা মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার বা দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদিস্বরূপ ঐ ভূমির দখীলকার ছিল তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এবং ঐ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং কিম্বা মোক্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম করিবেন। এবং আবশ্যক সাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এবং দলীলদস্তাবেজ বিবেচনা করিলে পর যদ্যপি তাহার ঐ দাওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন তবে তিনি এক রুবকারী লিখিয়া দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তুর পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের স্বত্বের বিষয়ের নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি বেদখল হওন বিষয়ের নালিশ করে সে যদি বেদখল হওনের পর এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া না করে তবে এমত হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

এবং যেহেতুক যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী হইলে তাহাকে বেদখল হওনের সময়অবধি এক মাসের অধিক কাল আপনার দাওয়া করিবার নিমিত্তে অনুমতি দেওয়া যথার্থ বোধ হয়

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারার যে ভাগে লেখে যে তাহার মধ্যে লিখিত প্রকারে বেদখলহওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি নালিশকরে সেই ব্যক্তি বেদখলহওনের সময়অবধি এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া উপস্থিত না করিলে ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট সেইরূপ কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না সেই ভাগ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহীরদের করা নালিশের বিষয়ে রদ হইল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বেদখলহওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি যদি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী হয় তবে তাহার বাসস্থানের দূরত্ব এবং লিখনপঠনের দুষ্করতা বুঝিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে মিয়াদ ওয়াজিবী বোধ করেন্ সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ ব্যক্তি আপনার দাওয়া উত্থাপিত না করে তবে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পূর্ব্ব কথিত ধারায় যে প্রকার হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে এমত কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আপীল ডিসমিস হইলে পর তাহা পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিবার নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক আপীলের বিষয়ি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধি অত্যন্ত ক্লেশজনক ও কঠিন এবং তাহার কাঠিন্যের লাঘবকরা উপযুক্ত বোধ হইল।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা কি মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে এই আইন জারী হওনের পরে কোন আপীল ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিসমিস হইলে ঐ আপীল সদর আদালতে ডিসমিস হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর তিন মাসের মধ্যে এবং অন্য কোন আদালতে ডিসমিস হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি আপেলাণ্ট ঐ আপীল পুনরায় গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত মুৎফরক্কা দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া এই বিষয়ে আদালতের খাতিরজমা করায় যে ঐ আপীলী মোকদ্দমা উকীলের ত্রুটিপ্রযুক্ত কিম্বা অনিবার্য্য কোন ঘটনাপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছে তবে যে আদালত ঐ আপীলী মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছিলেন সেই আদালত তাহা পুনরায় গ্রাহ্য করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর তিন মাসের মধ্যে যদি আপেলাণ্ট আপন আপীল পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে মুৎফরক্কা দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করে এবং ঐ মোকদ্দমা উকীলের ত্রুটিপ্রযুক্ত কি অনিবার্য্য কোন ঘটনাপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছিল এই বিষয়ে আদালতের খাতিরজমা করায় তবে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে যে কোন আপীল ডিসমিস হইয়াছিল তাহা উক্ত কোন আদালতে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইতে পারে ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

৩ ধারা।

পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন আপীল পুনরায় গ্রাহ্য হইয়াছে তাহা যদি পুনর্ব্বার ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিসমিস হয় তবে তাহা আর গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে মুনসেফেরদের আদালতে সাক্ষিরদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমমতে হাজির করাওণের আইন।

১ ধারা

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৩১ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ এবং ৩২ ধারার ১ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যদি কোন মুনসেফ আপনার বিশেষ এলাকায় না থাকা ব্যক্তির সাক্ষ্য চাহেন এবং যদি সেই ব্যক্তি বাদিপ্রতিবাদির তলবকরাতে হাজির না হয় তবে ঐ ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত মুনসেফ যথোচিত পরওয়ানা দিবেন এবং যে মুনসেফের বিশেষ এলাকার মধ্যে সেই ব্যক্তি থাকে সেই মুনসেফের নিকটে তাহা পাঠাইবেন এবং ঐ মুনসেফ সেই পরওয়ানার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা রীতিমত জারী ও সম্পন্ন করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষিস্বরূপ জিলার আদালতে হাজির হইতে সমন হইয়াছে এবং সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে হাজির হইতে ত্রুটি করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত জিলার জজ সাহেবের এক্ষণে যে সকল ক্ষমতা আছে এই আইন জারীহওনঅবধি এবং তাহার পর মুনসেফের আদালতে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে কোন ব্যক্তির উপর সমন জারী হইলে পর সেই ব্যক্তি হাজির হইতে ত্রুটি করিলে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে মুনসেফেরদের সেই সকল ক্ষমতা থাকিবেক। কিন্তু এই

আইনানুসারে মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন্ তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে এবং তাঁহার নিস্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা যে অপরাধ করে তাহার দণ্ড করণের আইন।

যেহেতুক অন্যান্য ব্যক্তির অপরাধের যে দণ্ড নিরূপণ আছে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা সেই২ অপরাধ করিলে তাহারদিগের তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডকরা উচিত বোধ হয়।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকা এবং মলাকার মোহনার বসতিসকল ছাড়া কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে কোন কয়েদীর যাবজ্জীবন কয়েদ হওনের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইয়াছে সেই ব্যক্তি অন্য লোককে খুন করিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন কর্ম্ম করে অথবা যাহাতে অন্য লোক খুন হইবার সম্ভাবনা আছে এমত কর্ম্ম যদি জানিয়াশুনিয়া করে তবে ঐ কয়েদীর সেই কর্ম্মের দ্বারা অন্য ব্যক্তির মৃত্যু হউক বা না হউক তাহার অপরাধ সেশন আদালতে সাব্যস্ত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের অথবা ৩৯ বেত্রাঘাতের অনধিক দণ্ড হইবেক কিন্তু এই দণ্ডের বিষয়ে সদর আদালতের মঞ্জুর করণের আবশ্যক থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারার লিখিত অপরাধভিন্ন যদি উক্ত প্রকার কোন কয়েদী অন্য কোন অপরাধ করে অথবা যে জেলখানাতে কয়েদ থাকে সেই জেলখানার অধ্যক্ষের হুকুমক্রমে শাস্তি পাইলে পর কোন অত্যাচার কি হঙ্গামা করে তবে সেশন আদালতে সেই অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

প্রেরণের দণ্ড হইবেক অথবা ৩৯ বেত্রাঘাতের অনধিক শাস্তি হইবেক যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম হয় তবে সেই দণ্ডের বিষয়ে সদর আদালতের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আসাম কোম্পানিকে চার্টর দেওনের আইন।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে আসাম দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্বের অন্যান্য ভাগে যাহাতে আসল চা উৎপন্ন হয় এমত অনেকং ও প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আছে এবং ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে সেখানকার ভূমি এবং আবহাওয়া চার বৃক্ষের কৃষি বাহুল্যমতে করণের সর্ব্ব প্রকারে উপযুক্ত।

এবং যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে চার কৃষিকরা ও চা প্রস্তুত করাতে যেমন ইঙ্গলণ্ড দেশের উপকার ও লাভ তেমনি ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারে মহোপকার ও লাভ হইবেক এবং বিশেষং মহাজনেরদের সংস্থান ও উদ্যোগের দ্বারা যেপর্য্যন্ত তাহার কৃষি হইতে পারে তদপেক্ষা বাহুল্যমতে ঐ চার ব্যবসা করিলে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে এবং যেহেতুক ঐ বৃক্ষের চাস ও তাহা প্রস্তুত করিবার এবং তাহা বাড়াইবার নিমিত্তে সম্প্রতি এক সোসৈটি অর্থাৎ কোম্পানি স্থাপন হইয়াছে এবং ঐ কোম্পানির মূল ধন ৫০,০০,০০০) লক্ষ টাকা এবং তাহা ৫০০) টাকা করিয়া ১০,০০০ স্যারেতে বিভক্ত হইয়াছে এবং ঐ কোম্পানিকে আসাম দেশে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব দিগে কএক খণ্ড ভূমি ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছিল এবং ঐ বৃক্ষের কৃষি করিবার ও তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে উক্ত কোম্পানি নানা কুঠী স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐং কুঠীর কর্ম্ম এক্ষণে চলিতেছে।

এবং যেহেতুক ঐ সমুদয় ১০,০০০ স্যার সহী হইয়াছে ও বণ্টন হইয়াছে এবং তাহার অধিকারিরা ঐ কোম্পানির ৫০,০০,০০০) লক্ষ কোম্পানির টাকা মূল ধনের মধ্যে কোম্পানির ২০,০০,০০০) লক্ষ টাকা দাখিল করিয়াছেন এবং ঐ নানা স্বাক্ষরকারী আপনং খরচে উক্ত বৃক্ষের চাস ও তাহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত আছেন এবং ঐ স্বাক্ষরকারীরা যদি পশ্চাৎ লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট মতে চার্টরপ্রাপ্ত হন্ তবে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারির এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের অনেক সুগম ও উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

এবং যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে আসাম দেশে তদ্দেশজ অন্যান্য দ্রব্য আছে অথবা সেই দেশের ভূমি এবং আবহাওয়াপ্রযুক্ত উত্তমরূপে জন্মিতে পারে এবং সেই২ দ্রব্য ঐ কোম্পানির চার চাসের এবং কুঠীর সম্পর্কে অথবা সমভিব্যাহারে চাস ও প্রস্তুত করিলে উক্ত কোম্পানির বড় উপকার ও লাভ হইবেক এবং যেহেতুক সেই২ দ্রব্য উৎপন্ন করিতে ঐ কোম্পানি উপযুক্ত বোধ করিলে তাঁহারদিগকে সেই বিষয়ের ক্ষমতা দিবার এবং তাঁহারদের মূল ধন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওনের নিয়মকরা বিহিত বোধ হয়।

এবং যেহেতুক যে২ ব্যক্তিরদের নাম পশ্চাৎ লেখা আছে তাঁহারদের মধ্যে কএক জন উক্ত কোম্পানি নিযুক্ত ও সংস্থাপন করিবার এবং তাহার ব্যবসা আরম্ভ করিবার নিমিত্তে ক্ষণেক কালের জন্যে কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সেইরূপে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে ১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরি তারিখের সম্বন্ধপত্রের নিয়মানুসারে উক্ত কোম্পানি স্থাপন হইয়াছিল এবং ঐ পত্রের (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের ব্যক্তিছাড়া) প্রথম ভাগে ঐ সম্বন্ধপত্রের নিম্নে যে ব্যক্তিরদের নাম ও মোহর আছে সেই নানা ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ঐ দ্বিতীয় ভাগে যাঁহারদের নাম লেখা আছে তাঁহারা এই২ সর উলিয়ম বেন্স বারনেট ও রিচার্ড টুআইনিং ও তামস উইডিং ও জান আলিষ্টন ও আন্‌ড্রু হেণ্ডর্সন ও ফ্রান্সিস ফক্স ও উলিয়ম ক্রেক্রফ্ট এবং তৃতীয় ভাগে যাঁহারদের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহারা এই ২ সর জর্জ জেরার্ড ডি হক্সিএ লারপেণ্ট বারনেট ও জান স্মাল ও আলেকজাণ্ডর রজর্স ও ফষ্টর রেণাল্‌ডস ও জান টুবর্স ও উলিয়ম মানিং ও উলিয়ম আর রাবিন্সন এবং রস ডনেলি মাঙ্গল্‌স সাহেব। এবং ঐ সম্বন্ধপত্রের অনুসারে ঐ কোম্পানির কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে এবং চলিতেছে এবং যেহেতুক উক্ত পত্রে এইমত নিয়ম ছিল যে ঐ ক্ষণেক কালীন কমিটি সেই পদোপলক্ষে যে সকল কর্ম্ম ও কার্য্য ও বিষয় ও ব্যাপার করেন্ এবং সম্পন্ন করেন্ তাহা মঞ্জুর হইবেক।

এবং যেহেতুক উক্তপ্রকার নিয়ম এই চার্টরের মধ্যে করা উচিত বোধ হইয়াছে এবং উক্ত সোসৈটির অথবা কোম্পানির যে সকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত ও দায় আছে এবং এইরূপ চার্টর না পাইলে ঐ কোম্পানির থাকিত কিম্বা ঐ কোম্পানি দাওয়া করিতে পারিতেন অথবা ঐ কোম্পানির উপর দাওয়া হইতে পারিত সেই সকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত এবং দায় এই আইনের দ্বারা পশ্চাৎ সংস্থাপিত চার্টরপ্রাপ্ত সমাজে এবং তাঁহারদের পক্ষে ও তাঁহারদের বিরুদ্ধে অর্পণ করিবার ও বজায় রাখিবার এবং সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে নিয়মকরা উচিত বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জেম্‌স পাটল সাহেব ও চার্লস হে কেমরন

সাহেব ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও উলিয়ম প্রিন্সেপ সাহেব ও আলেকজাণ্ডর রজর্স সাহেব ও হেনরি বারক্লে হেণ্ডর্সন সাহেব ও জেম্স প্রিন্সেপ সাহেব ও এড্বার্ড হার্ডিং সাহেব ও জেম্স কোহুন সাহেব ও জেম্স চর্চ সাহেব ও হেনরি চাপমান সাহেব ও জান লৌইস সাহেব ও জান ফেরলি লীথ সাহেব ও তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও বাবু মতিলাল শীল ও উলিয়ম রিচার্ড ইয়ং সাহেব ও জেম্স ইয়ং সাহেব ও আর্চিবল্ড স্কন্স সাহেব ও রিচার্ড ওয়াকর সাহেব ও হেনরি মেরিডিথ পার্কর সাহেব ও এড্বার্ড কোবর্ণ রেবন্সা সাহেব ও চার্ল্স রেক্স সাহেব ও জান ষ্টর্ম্ম সাহেব ও জর্জ সেরউড সাহেব ও জেম্স চার্লস কোলব্রুক সথরলেণ্ড সাহেব ও শামুএল স্মিথ সাহেব ও জান ডিন্স কাম্বেল সাহেব ও জান কারিংটন পামর সাহেব ও উলিয়ম সলটান পিলান্স সাহেব ও বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বাবু রমানাথ ঠাকুর ও কথবর্ট বেন্সলি থর্ণহিল সাহেব ও তামস স্কট সাহেব ও তামস সিউএল সাহেব ও ফ্রান্সিস ডাগুড সাহেব ও চার্লস ডগুাস মিচেল সাহেব ও আলেকজাণ্ডর গারক মাকেঞ্জি সাহেব ও হেনরি আগষ্টস উলষ্টন সাহেব ও ফ্রান্সিস পি মেন্দিস সাহেব ও উলিয়ম হেনরি জোন্স সাহেব ও পিটর ইনিস সাহেব ও রাবর্ট জান লাটি সাহেব ও জেনকিন্স লুএলিন সাহেব ও জান জেনকিন্স সাহেব ও আর্থর পিটার লাটি সাহেব ও আন্দ্রু হেণ্ডর্সন সাহেব ও জান গ্রাণ্ট সাহেব ও আলেকজাণ্ডর গার্ডন সাহেব ও উলিয়ম কব হরি সাহেব ও হেনরি হলরয়ড সাহেব ও রাবর্ট বিচর সাহেব ও ডানিএল এলিয়ট সাহেব ও এড্বার্ড গার্ষ্টিন সাহেব ও জান বিচর সাহেব ও জেম্স কলেন সাহেব ও তামস হাইড গার্ডিনর সাহেব ও ডনাল্ড মাক্লৌড গর্ডন সাহেব ও উলিয়ম হেনরি হার্টন সাহেব ও তামস হেনরি হক্লি সাহেব ও জে এম হিল সাহেব ও তামস ব্রাকেন সাহেব ও জান কার সাহেব ও থিয়োডোর ডিকিন্স সাহেব ও চার্লস ডেবরিন সাহেব ও উলিয়ম প্রিঙ্গল ডৌনিং সাহেব ও জান কল্ডর সাহেব ও হেনরি বর্কিন্যং সাহেব ও চার্লস জান বর্কিন্যং সাহেব ও রড্রিক মাকেঞ্জি সাহেব ও জান উলিয়মসন মাক্লৌড সাহেব ও জান মলর সাহেব ও ই এলফিনিষ্টন সাহেব ও জে ডি মলিন্স সাহেব ও রিচার্ড বর্ড সাহেব ও আলফ্রেড পার্কর সাহেব ও সি জে পিটার সাহেব ও হেনরি পিডিংটন সাহেব ও জর্জ রজর্স সাহেব ও উলিয়ম রুষ্টন সাহেব ও জেম্স সিডনি ষ্টপফোর্ড সাহেব ও রাবর্ট স্কট তামসন সাহেব ও সি এ বর্টানেস সাহেব ও উলিয়ম গ্রিনওএ সাহেব ও আর এস হক্ষি সাহেব ও ফ্রান্সিস আগষ্টিন সাহেব ও রিচার্ড জে চেম্বর্স সাহেব ও আগা মহম্মদ ইব্রাহিম ও বিশ্বনাথ মতিলাল ও ব্রজনাথ ধর ও দুর্গাচরণ ধর ও অদ্বৈতচাঁদ দত্ত ও গুরুপ্রসাদ বসু ও গৌরমোহন গোস্বামী ও হাজি মীরজা মেহদি ইস্পাহানি ও লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ও মেঘনারায়ণ রায় ও মদনমোহন চাটুয্যা ও নবকৃষ্ণ সিংহ ও নীলকমল ঘোষ ও প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও প্রাণকৃষ্ণ বাগচি ও রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাধামাধব দত্ত ও রামচাঁদ ধর ও রাজচন্দ্র মুখুয্যা ও রাজবল্লভ শীল ও রাধাকান্ত মিত্র ও সেখ আলম উল্লা ও শ্রীকান্ত বাঁডুয্যা ও সীতানাথ বসু

ও উমাচরণ বসু এবং অন্য যে সকল ব্যক্তিরা এবং চার্টরযুক্ত সমাজ এই কর্ম্মের নিমিত্তে সহী করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে সহী করেন্ এবং তাঁহারদের নানা ও বিশেষ২ উত্তরাধিকারী ও টর্নি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং আসৈন এই আইনের নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে এক কোম্পানিতে সংযুক্ত হইবেন এবং এই আইনের দ্বারা তাঁহারা সংযুক্ত হইলেন এবং "আসাম কোম্পানি" নামে বিখ্যাত চার্টরপ্রাপ্ত সমাজস্বরূপ সংস্থাপিত হইবেন এবং থাকিবেন এবং সেই নামেতে তাঁহারদের অনবরত পর্য্যায় থাকিবেক এবং তাঁহারদের এক সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং সেই নামেতে তাঁহারা নালিশ করিবেন ও সেই নামেতে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আসাম দেশে এবং পূর্ব্বোক্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে ঐ কোম্পানিকে যে সকল ভূমি দেওয়া গিয়াছে সেই২ ভূমিতে উক্ত কোম্পানি চার বৃক্ষের কৃষি করিতে এবং তাহা বাড়াইতে পারিবেন এবং তাহার উৎপন্ন চা প্রস্তুত করিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং সামান্যতঃ চার বৃক্ষের কৃষিকরণের ব্যবসা চালাইতে পারিবেন এবং তাহা বিক্রয় করণের এবং বিদেশে প্রেরণের নিমিত্তে তাহা প্রস্তুত অথবা তৈয়ার করিতে পারিবেন এবং সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে মৌরুসীরূপে অথবা কতক২ বৎসরের মিয়াদে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যাহাতে সম্মত হন্ সেইমতে ভূমি লইতে ও পাট্টাক্রমে ধার্য্য করিতে অথবা ক্রয় করিতে কি অন্য কোন প্রকারে হস্তগত করিতে পারেন্ এবং শ্রীযুতের ঐ সম্মতি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর মধ্যে কোন এক জন সেক্রেটারীর দস্তখৎক্রমে জ্ঞাত করা যাইবেক। এবং উক্ত কোম্পানি আবশ্যকমতে ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে ও দান করিতে এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্ এবং ঐ কোম্পানি যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমত সিরিশ্তা নিযুক্ত করিতে ও এমারৎ ও কারখানা গাঁথিতে ও যে কোন বিষয় সুগম হয় তাহা করিতেও পারেন্ এবং সামান্যতঃ পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির বিবেচনায় অন্য যে কোন কর্ম্ম বা উপায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্। এবং আরো যদি ঐ কোম্পানির উচিত বোধ হয় তবে চা উৎপন্ন করিতে যাহা ঔপায়িক বা তদ্ঘটিত কি উপকারক বোধ হয় এইমত অন্যান্য বৃক্ষ বা দ্রব্যের কৃষি করিতে কিম্বা প্রস্তুত করিতে বা তৈয়ার করিতে পারেন্। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানি আফীন কি কাওয়া বা চিনির কৃষি করিতে বা তাহা প্রস্তুত করিতে কি তৈয়ার করিতে পারিবেন না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির মূল ধন কোং ৫০,০০,০০০) লক্ষ

টাকা হইবেক এবং তাহা কোং ৫০০) টাকা করিয়া ১০,০০০) স্যারে বিভক্ত হইবেক এবং তাহা ঐ কোম্পানির আসল মূল ধন জ্ঞান হইবেক এবং পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে নূতন স্যার সৃষ্টিকরণ ও বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহাও ঐ কোম্পানির মূল ধনের মধ্যে গণ্য হইবেক। জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানি কোন সময়ে এবং সময়ক্রমে যেং নিয়ম তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মক্রমে কোং ৫০০) টাকা করিয়া নূতন স্যার সৃষ্টি করিয়া আপনার মূল ধন সর্ব্বসুদ্ধ কোং এক কোটি টাকাপর্য্যন্ত বাড়াইতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির যে মূল ধন থাকে তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগের অধিক কর্জ্জ করিতে পারিবেন না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সোসৈটি অথবা কোম্পানি আপনার অধ্যক্ষেরদের অথবা অধ্যক্ষের নামে অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে যে সকল ভূমি পাইয়াছেন অথবা হস্তগত করিয়াছেন অথবা যে ভূমির নিমিত্তে তাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা এবং তাহার উপর যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন এবং যে সকল কারখানা করিয়াছেন এবং তাহার উৎপন্ন দ্রব্য এবং সেই ভূমির উপর অথবা তৎসম্পর্কে কি তাহার সঙ্গে ব্যবহারকরা সকল দফ্তরখানা এবং গুদাম ও এমারৎ ও দ্রব্য এবং ঐ কোম্পানির অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও যে সকল জিনিস ও দ্রব্য ও সামগ্রী ক্রয় হইয়াছিল বা লওয়া গিয়াছিল কি খরীদ হইয়াছিল বা জন্মিয়াছিল কিম্বা সৃষ্টি হইয়াছিল কি প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং সেই সকল বিষয়ে আইনানুসারে ও একুটীপক্ষে উক্ত কোম্পানির যে ইষ্টেট ও হক ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা সর্ব্ব প্রকারে উক্ত আসাম কোম্পানি এবং তাঁহারদের সামাজিক উত্তরাধিকারিরদিগকে এই কালঅবধি অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারদেরি থাকিবেক। এবং কোন বিশেষ স্বাক্ষরকারির অথবা অধিকারির তাহাতে কোন ইষ্টেট বা স্বামিত্ব কি সম্পত্তির অধিকার থাকিবেক না ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কোম্পানির কার্য্য ও কর্ত্তৃত্ব নির্ব্বাহের নিমিত্তে এবং ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষের ও আমলারদের কার্য্য চালাইবার ও উপদেশের নিমিত্ত যে কোন বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়া সাধারণ আইনের অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় তাহা স্থাপন করিতে এবং সময়ক্রমে তাহা রদ ও মতান্তর ও ফেরফার করিতে ঐ কোম্পানির সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক। এবং উক্ত সমাজের সম্বন্ধপত্রের

বিধান যাবৎ রীতিমতে মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ উক্ত কোম্পানির প্রথম বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়া হইবেক এবং যেপর্য্যন্ত ও যেং বিষয়ে ঐং বিধান সাধারণ আইন অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত এবং সেইং বিষয়ে তাহা বলবৎ থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির অথবা তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বকারিরদের কোন সাধারণ কিম্বা অন্য বৈঠক অথবা সেই বৈঠকে ব্যক্তিকে মনোনীত করণ কার্য্য কিম্বা নির্দ্ধার্য্যহওয়া কোন কার্য্য কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম উক্ত সমাজের সম্বন্ধপত্রের লিখিত বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়ানুসারে হইয়াছে বলিয়া এই আইনের লিখিত কোন বিষয়প্রযুক্ত বেআইনী অথবা অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতায় উক্ত কোম্পানির প্রধান দফ্তরখানায় অথবা কর্ম্মস্থানে প্রতিবৎসরে অন্যূন দুইবার এবং আবশ্যক হইলে অধিকবার উক্ত কোম্পানির সাধারণ বৈঠক হইবেক এবং ঐ সাময়িক বৈঠকের সময় নিরূপণ এবং বিশেষ অথবা উপরি বৈঠক আহ্বান করণের নিয়ম এবং তাহার ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দেওনের প্রকার উক্ত কোম্পানির বিধাম অথবা নিয়মের দ্বারা নিরূপণ এবং ধার্য্য হইবেক। এবং ঐ সকল সাধারণ বৈঠকে তাহা সাময়িক হউক বা বিশেষ হউক যে প্রত্যেক অধিকারির ৫ স্যার অবধি ২০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহার এক বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ২০ স্যারঅবধি ৫০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহারদের ২ বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ৫০ স্যারঅবধি ১০০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহারদের ৩ বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ১০০ অথবা তদপেক্ষা অধিক স্যার থাকে তাঁহারদের ৪ বোট হইবেক কিন্তু যে অধিকারির ৫ স্যারের ন্যূন থাকে তাঁহার কোন বোট হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানির বর্ত্তমান অধিকারিরা এবং তাঁহারদের এক্ষণে যে স্যার আছে তাহা বর্জ্জিত হইয়া যে মিয়াদ উক্ত কোম্পানির বিধানে নিরূপণ আছে বা নিরূপণ হইবেক কেবল সেই মিয়াদ ব্যাপিয়া যে অধিকারী আপনস্যার রাখিয়া থাকেন্ তিনি কোন বোট দিতে পারিবেন। এবং আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির কোন বিধান বা দাঁড়া কি নিয়মানুসারে যে বোট কোন প্রতিনিধির দ্বারা দেওয়া যায় তাহা অধিকারী স্বয়ং দিলে যেরূপ বলবৎ ও সিদ্ধ হইত সেইরূপ বলবৎ হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত সাময়িক বৈঠকে উক্ত কোম্পানির বহী এবং হিসাব সাধারণ কারবারকারি অথবা স্যারওয়ালারদের দেখন এবং বিবেচনা করণ

ও মঞ্জুর করণের নিমিত্তে দরপেশ হইবেক এবং দর্শান যাইবেক। এবং উক্ত প্রত্যেক সাময়িক বৈঠকে তৎকালীন উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষ অথবা অন্য আমলারা হিসাবের যথার্থ চুম্বক এবং জমাওআসীল বাকীর ফর্দ্দ উপস্থিত করিবেন এবং দরপেশ করিবেন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের সাময়িক বৈঠকের তারিখঅবধি যে সাময়িক বৈঠকে ঐ হিসাব দাখিল হয় সেই বৈঠকের তারিখপর্য্যন্ত অথবা অক্লেশে তাহার যত নিকট হইতে পারে সেইপর্য্যন্তের উক্ত কোম্পানির সমুদয় জমা ও খরচ ও কার্য্যের বিবরণ ঐ জমাওআসীলবাকীর ফর্দ্দেতে লেখা থাকিবেক। এবং ঐ চুম্বক হিসাব এবং জমাওআসীল বাকীর ফর্দ্দ সেই বৈঠকে অথবা তাহার পর কোন বৈঠকে তজবীজ এবং মঞ্জুর অথবা স্বীকার হইলে তাহা অগৌণে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং কলিকাতার যে দুই সম্বাদপত্রের অধিক গ্রাহক আছে তাহাতে প্রকাশ হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির স্যারের নিমিত্তে যে টাকা ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা বলবৎ ও সিদ্ধ হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাহা স্বীকার ও বহাল হইল ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির তিন জন অধ্যক্ষের সহীকরা এক সর্টিফিকট উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক অধিকারিকে অথবা স্যারধারিকে দেওয়া যাইবেক এবং সেই স্যার বা স্যারসকলের সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে ঐ সর্টিফিকটের মালিকের দস্তখতের দ্বারা উক্ত কোম্পানির কোন স্যার হস্তান্তর হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তিকে ঐ সর্টিফিকট হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল তাঁহার নাম বিশেষরূপে পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক। কিন্তু উক্ত কোম্পানির কলিকাতার প্রধান দস্তুরখানায় স্যারের হস্তান্তর করিবার যে রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইবেক যাবৎ সেই বহীতে ঐ হস্তান্তর করণ লেখা না যায় এবং যাবৎ ঐ কোম্পানির তৎকালীন সেক্রেটারী অথবা তন্নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির নিযুক্ত অন্য আমলা ঐ রেজিষ্টরী হওন এবং তাহার তারিখ ঐ পৃষ্ঠে দস্তখৎকরা সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে না লেখেন তাবৎ ঐ দস্তখতের দ্বারা কোন স্যার বা স্যারসকলের হস্তান্তর করা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির নানা অধিকারির এবং তাঁহারদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির টর্ষিরদের এবং অন্যান্য যে ব্যক্তি ঐ অধিকারির সম্বন্ধে দাওয়া রাখেন তাঁহারদের মধ্যে পরস্পর ঐ কোম্পানির স্যার সর্ব্বপ্রকারে এবং সকল কার্য্যের নিমিত্তে অস্থাবর ইষ্টেট অর্থাৎ সম্পত্তি জ্ঞান হইবেক এবং

তাহা হস্তান্তর হইবেক এবং হস্তান্তর হওনের যোগ্য হইবেক এবং তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ক্রয়বিক্রয় হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির উপর যে কোন দাওয়া ঘটে তাহা সংসোধনের নিমিত্তে অথবা পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সম্পন্ন করণার্থ অধিক যে মূল ধনের আবশ্যক হয় তাহা পাইবার নিমিত্তে নানা স্বাক্ষরকারি অথবা স্যারধারিরা কিস্তিবন্দী করিয়া আপনং স্যারের অবশিষ্ট টাকার সমুদয় অথবা কোন ভাগ দিবেন। এবং উক্ত কোম্পানির কোন বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা যেরূপে নিরূপণ হয় সেইরূপে নিরূপিত ব্যক্তি ঐ কিস্তি তলব করিবেন এবং ঐ নিরূপিত প্রকারে ও নিরূপিত সময়ে ও নিরূপিত স্থানে ঐ কিস্তি দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানি এইমত কোন বিধান অথবা নিয়ম করিতে পারেন্ যে ঐ কিস্তি দেওনের নিমিত্তে যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে কি তাহার পুর্ব্বে যদি সেই কিস্তি না দেওয়া যায় তবে ঐ বিধান অথবা নিয়মে নিরূপণকরা আইনের হারানুসারে সুদ ঐ কিস্তির উপর তলবের দিবসঅবধি দাখিলের দিবসপর্য্যন্ত চলিবেক এবং যে টাকা এইরূপে সুদসমেত তলব হয় তাহা উক্ত কোম্পানির পাওনা টাকার ন্যায় গণ্য হইবেক। এবং উক্ত কোম্পানি ঐ প্রকার কোন কিস্তি এবং সুদ না দেওয়াপ্রযুক্ত কোন এক বা ততোধিক স্যার জব্দ করিতে পারেন্ অথবা সেই জব্দকরা স্যার বা স্যারসকল ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে নিয়ম করিতে পারেন্। কিন্তু অন্যূন তিন মাসপর্য্যন্ত যদি টাকা দেওনের ক্রটি না হইয়া থাকে তবে ঐ স্যার জব্দ হইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ক্ষণেক কালের কমিটি অথবা যে অধিকারির সমাজ ১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরি তারিখের উক্ত সম্বন্ধপত্রানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন এবং এইপর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানি স্থাপন ও নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আসাম কোম্পানি নামে বিখ্যাত আছেন সেই অধিকারির সমাজ যে সকল বন্দোবস্ত বা কর্ম্ম বা ক্রিয়া কি কার্য্য অথবা ব্যাপার এই আইন জারী না হওয়াপর্য্যন্ত করিয়াছিলেন অথবা সম্পন্ন করিয়াছিলেন কি শেষ করিয়াছিলেন অথবা উক্ত অধিকারির সমাজের হুকুম বা আজ্ঞা অথবা অনুমতির দ্বারা সেই বিষয়ে অথবা ঐ কোম্পানির কার্য্য বা টাকা অথবা সম্পত্তির বিষয়ে বা কোন প্রকারে তৎসম্পর্কে যে বন্দোবস্ত কর্ম্মপ্রভৃতি হইয়াছিল এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আসাম কোম্পানি সেই বন্দোবস্ত কর্ম্মপ্রভৃতির উপকার প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহার দায়ী হইবেন। এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট

এবং তন্নিমিত্ত নিরূপিতমতে উক্ত কোম্পানি সেই বিষয়ে এবং তৎসম্পর্কে নালিশ করিতে পারেন্ এবং তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এবং অধিকারির সমাজের অথবা তাহার অন্তঃপাতির সেই বিষয়ে যেরূপ স্বত্ব ও দায় হইত আসাম কোম্পানির সেইরূপ স্বত্ব ও দায় হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির আসল সম্বন্ধপত্রের এক নকল এবং উক্ত কোম্পানির সকল বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম অথবা কার্য্যের বিবরণের নকল অথবা অন্য যে কোন দলীলদস্তাবেজের দ্বারা উক্ত কোম্পানির হুকুমে কোন কালে উক্ত বন্দোবস্তের আসল পত্রের নিয়মেতে কোন ফেরফার হয় এই সকল কলিকাতায় উক্ত কোম্পানির দফ্তরখানাতে রাখা যাইবেক এবং উক্ত দফ্তরখানার কার্য্যের নিয়মিত সময়ের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে তাহা খোলা থাকিবেক। এবং ঐ বন্দোবস্তের আসল পত্রের এক নকল এবং ঐরূপ প্রত্যেক বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম ও কার্য্যের বিবরণ অথবা দলীলদস্তাবেজের এক নকল এই আইন জারীহওনের পর অথবা বিধি বা হুকুম বা বিধান কি নিয়ম অথবা কার্য্যের বিবরণ কি দলীলদস্তাবেজ হওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র উক্ত কোম্পানির দ্বারা ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী সাহেবের দফ্তরখানায় দাখিল হইবেক এবং সেইখানে নথীর শামিল করাযাইবেক এবং সেই দফ্তরের কার্য্যের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক। এবং সেইরূপ নথীতে গাঁথাহওয়া কাগজপত্রের মোকাবিলাহওয়া নকলে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রথনটেরী সাহেবের দস্তখৎ ও সর্টিফিকট হইলে যে দেশের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইন করিতে পারেন্ সেই সকল দেশ ব্যাপিয়া আদালতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করণ সময়ে অথবা আদালতের বিচারের পূর্ব্বে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণ সময়ে কোন আদালতে অথবা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অথবা অন্য কোন কর্ম্মকারকের সম্মুখে হওয়া কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী নালিশ ও মোকদ্দমা ও কার্য্যে সেই নকল সেই বন্দোবস্তের পত্র এবং বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়মিত কার্য্যে বিবরণ ও দলীলদস্তাবেজ থাকনের উত্তম ও মাতবর প্রমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক অধ্যক্ষের নাম এবং উক্ত কোম্পানি আপনার প্রত্যেক কর্ম্মকারকের নাম ও তাঁহার উপযুক্ত পদের খ্যাতির নিদর্শন এবং যে কোন ব্যক্তি কিছু কালের নিমিত্ত ঐ কর্ম্মকারকের এওজে কর্ম্ম করেন্

তাঁহার নাম একটা বহীর মধ্যে লিখিবেন এবং ঐ বহী উক্ত কোম্পানির কলিকাতাস্থ প্রধান দফ্তরখানাতে থাকিবেক এবং ঐ দফ্তরখানার কার্য্যের নিরূপিত সময় ব্যাপিয়া তথায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে তাহা খোলা থাকিবেক। এবং এই আইন জারী হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কোম্পানি উক্ত ব্যক্তিরদের নাম ও পদের এক ফিরিস্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী সাহেবের দফ্তরখানাতে দাখিল করিবেন এবং উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষেরদের মধ্যে অথবা তাহার কোন কর্ম্মকারকেরদের মধ্যে যদি কোন ফেরফার হয় তবে সময়েং তাহার এক নূতন ফিরিস্তি ঐ দফ্তরখানায় দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির মূল ধনের স্যারের অধ্যক্ষেরদের নাম ও বাসস্থান এবং তাঁহারদের কার্য্য ও ব্যবসা ও ব্যাপারের বিবরণ এবং প্রত্যেক অধিকারির যত স্যার আছে তাহা এক বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী করিবেন এবং তাহা ১ নম্বরে আরম্ভ হইয়া একাদিক্রমে নম্বর বিলি হইবেক। এবং ঐ বহী উক্ত কোম্পানির কলিকাতার দফ্তরখানাতে রাখা যাইবেক এবং কর্ম্মের নিরূপিত ঘণ্টা ব্যাপিয়া সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক। এবং তৎপরে ঐ স্যার বা স্যারসকলের হস্তান্তর বা বদল হইলে তাহা পূর্ব্বোক্তমতে এবং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমেত উক্ত বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক। এবং ঐ স্যার বা স্যার সকল আদৌ যে স্থানে লেখা হইয়াছিল সেই স্থানের সম্মুখে তাহার স্বামিত্বের প্রত্যেক বদল ও হস্তান্তর করণের বিবরণ লেখা যাইবেক। এবং যে অধিকারী বা অধিকারিসকলকে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ স্যার সময়ক্রমে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গিয়াছিল অথবা যাঁহার পক্ষে স্বামিত্ব বদল হইল তাঁহার নাম বা নামসকল এবং তাঁহার বাসস্থান বা স্থানসকল এবং তাঁহার বিবরণ কি বৃত্তান্ত বহীর যে স্থান বা স্থানসকলে লেখা থাকে সেই স্থান অনায়াসে পাওয়া যাইবার নিমিত্তে নিদর্শন লিখিতে হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানী বা ফৌজদারী সকল ব্যাপারে তাহা কোন আদালতের কার্য্য হউক কি মোকদ্দমার পূর্ব্বের তহকীক বা আদালতের তজবীজ সম্পর্ক মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা অন্য কর্ম্মকারকের কার্য্য হউক সেই কার্য্য ঐ কোম্পানি আপন সামাজিক নামে নালিশ করিবেন এবং ঐ নামে তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক এবং ঐ নামে ঐ কোম্পানি বিখ্যাত হইবেন এবং আদালতের এলাকা সম্পর্কে যে সকল দেশে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে আইনকরণের ক্ষমতা রাখেন্ সেই সকল দেশের মধ্যে যে সকল বিষয় ও কার্য্যের উপর কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথবা কর্ম্মকারকের এলাকা থাকে এবং তাঁহারদের এলাকার সীমাপর্য্যন্ত সেইং বিষয়ে ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথবা

কর্ম্মকারকের সম্মুখে ঐ কোম্পানি আপনার সামাজিক নাম ও খ্যাতি ও ক্ষমতায় নালিশ করিতে পারেন্ ও কার্য্য করিতে পারেন্ ও সেই নামেতে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ ও কার্য্য হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন বৃটনীয় প্রজা বা প্রজাসকল যেরূপে নালিশ করিতে পারেন্ ও তাঁহারদের নামে যেরূপে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে এই কোম্পানির বিষয়েও ধার্য্য হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন মোকদ্দমা অথবা কার্য্যের এত্তেলা দেওনের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দমা বা কার্য্যে হাজির করাওনের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির কোন দেনা আদায় করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা প্রাপণের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির নামে হওয়া কোন জরীমানা বা গুনাহগারী উসুল করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে হওয়া কোন নিষ্পত্তির বা ডিক্রীর কি ফয়সলার অথবা হুকুমের কি নির্দ্ধার্য্যের টাকা পাইবার নিমিত্তে বা উক্ত প্রকার কোন কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির বিশেষ অন্তঃপাতি বা স্যারধারি কি স্বাক্ষরকারির বিরুদ্ধে বা তাঁহারদের সম্পত্তির উপর মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে বা পরে কোন হুকুম বা কার্য্য জারী হইবেক না কিন্তু যে কোন প্রকার হউক ঐরূপ সকল হুকুম বা কার্য্য কেবল ঐ কোম্পানির সামাজিক সংস্থান ও বিষয় ও সম্পত্তির উপর জারী হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন আদালতে উক্ত কোম্পানি নালিশ করেন্ বা যে আদালতে তাঁহারদের নামে নালিশ হয় সেই আদালতের ব্যবহার কিম্বা সাধারণ আইনানুসারে কোন মোকদ্দমায় হাজির করাওনের নিমিত্তে অথবা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তির অনুপস্থানপ্রযুক্ত কিম্বা মোকদ্দমা বা কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে একতরফা কার্য্য করণের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দমা অনবরত চালাওন অথবা নির্ব্বাহ করণ বা পুনরুত্থাপন সম্পর্কীয় কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যে সকল এত্তেলা মোকদ্দমা আরম্ভের পূর্ব্বে দিতে হয় তাহা এবং সর্ব্বপ্রকার ইশতিহার অথবা আদালতে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে সকল এত্তেলা উক্ত কোম্পানিকে দিতে উক্ত আদালতের হুকুম হয় সেই এত্তেলা আইনমতে যে সকল প্রকারে ও উপায়েতে দেওয়া যাইতে পারে সেই প্রকারে ও সেই উপায়ে দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত তাহা কলিকাতানিবাসি উক্ত কোম্পানির সেক্রেটারী সাহেবকে অথবা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তৎসময়ে সেক্রেটারীর এওজে কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে অথবা উক্ত কোম্পানির কলিকাতার প্রধান কুঠীতে উক্ত সেক্রেটারী অথবা তাঁহার এওজে যিনি কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহার নামে ঐ এত্তেলায় শিরনামা দিয়া উক্ত কোম্পানির দফ্তরখানায় দিয়া আইলেই হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৫৪ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখপর্য্যন্ত চলন থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

উড়িষ্যার পর্ব্বতীয় দেশে মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট সাহেবেরদিগকে নিযুক্ত করণের এবং তাঁহারদের ক্ষমতা ধার্য্য করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন পেশকসী মহাল কটক দেশের পেশকসী মহালের কমিস্যনর ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বহইতে পৃথক্ করিয়া এমত কোন মহাল যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত সময়েং নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন্। ঐ কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বহইতে ঐ এজেণ্ট সাহেবের অধীন দেশের কোন ভাগ পৃথক্ করিয়া যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়েং নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ দেশের ভাগ অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৯ সালের ২৪ আইনানুসারে মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের এজেণ্টের উপলক্ষে গাঞ্জাম ও বিজয়গপটম জিলার কালেক্টর সাহেবের অধীন উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট দেশের কোন ভাগে যে এলাকা ও কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা ছাড়া করিয়া দেশের সেই ভাগ যে কর্ম্মকারক ও তাঁহার

অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্নিমিত্তে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট সময়ক্রমে নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন্ এবং সেই কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে জিলা রাজমহেন্দ্রির কোন ভাগে সাধারণ আইন ও ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব নিবর্ত্ত করিতে পারেন্ এবং সেই ভাগ যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকদিগকে তন্নিমিত্তে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে রাখিতে পারেন্ এবং সেই কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে সকল এজেণ্ট ও অধীন ব্যক্তি নিযুক্ত হন্ তাঁহারা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থানে আপন২ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে সকল হুকুম পান্ তদনুসারে আপন২ এলাকার ও আপনারদের হাতে অর্পিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ২ এজেণ্ট ও তাঁহারদের অধীন কর্ম্মকারিরদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সকল নিয়ম উচিত বোধ করেন্ তাহা পূর্ব্বোক্ত রাজধানীর বিশেষ২ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্টেরদের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক এবং যে২ নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্ট সাহেবেরদের যে২ ক্ষমতা থাকিবেক এবং যে২ মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে তাঁহারা সদর আদালতে অর্পণ করিবেন তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২০ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোনং ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যং ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যেং ক্ষমতা আছে সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতা এবং আইন করণের ক্ষমতা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

২ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশতিতম আইন।

কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২২ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ঐ সম্মতিপত্র পাট হইয়া রোয়দাদের মধ্যে লেখা গিয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটির নালিশগ্রস্ত আড়কাটিরদের বিচারের নিমিত্তে আদালত সংস্থাপনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের আড়কাটির সিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে যদি এমত অপবাদ হয় যে তিনি ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের সময়ে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি করিয়াছেন এবং যদ্যপি জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বোধ করেন্ যে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটিপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তিকে আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ্দকরা বিহিত তবে ঐ ব্যক্তির অপরাধের বিচার এক আদালতে হইবেক এবং এক জন সভাধ্যক্ষ এবং কলিকাতানিবাসি দুই জন মহাজন ও ব্রিটনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এবং কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত দুই জন প্রথম শ্রেণীর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়কাটি লইয়া ঐ আদালত সংস্থাপন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সময়েং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্ তিনি ঐ আদালতে সভাধ্যক্ষ হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যখন এমত বোধ হয় যে উক্ত আড়কাটির সিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই প্রকার আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ্দকরা উচিত তখন ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ প্রকার এক আদালত সংস্থাপন করিবেন অর্থাৎ উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার নিমিত্তে যে স্থান ও সময় আদালতের কার্য্যের নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত জজ আডবোকেট

সাহেব তৎপরে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেই সময়ে ও সেই স্থানে হাজির হইতে উক্ত সভাধ্যক্ষকে এত্তেলা দিবেন এবং আপনার দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা কলিকাতানিবাসি দুই জন মহাজন ও বৃটনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এবং কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন দুই জন প্রথম শ্রেণীর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়কাটিকে তলব করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহাতে সভাধ্যক্ষ সাহেব এবং অন্যূন চারি জন অন্তঃপাতী থাকিবেন এবং তাঁহারদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে ফয়সলা হইবেক এবং যদি দুই জন এক পক্ষে ও অন্য পক্ষে দুই জন হন্ তবে সভাধ্যক্ষ যে পক্ষে থাকেন্ সেই পক্ষের মত প্রবল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আদালত স্থাপন হইলে পর যদি সভাধ্যক্ষ সাহেব পীড়া বা কারণান্তরপ্রযুক্ত ঐ আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন্ তবে ঐ আদালতের অন্তঃপাতি অন্যূন পাঁচ জনের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদের মধ্যে এক জনকে মনোনীত করেন্ এবং তিনি মোকদ্দমার শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ আদালতের সভাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে তলবহওয়া কোন ব্যক্তি যদি মাতবর কারণ বিনা ঐ তলবঅনুসারে হাজির হইতে অথবা ঐ মোকদ্দমার শেষ পর্য্যন্ত হাজির থাকিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে ঐ জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রত্যেক ত্রুটির বিষয়ে ২০০৲ টাকার অনধিক যে জরীমানা তাঁহার উচিত বোধ হয় সেই ব্যক্তির সেই জরীমানা করিতে পারেন্। এবং কলিকাতা শহরের প্রত্যেক জুষ্টিস অফ দি পীসকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহীকরা লিপী পাইলে আপনি সেইরূপ জরীমানা হুকুম দিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে সেই জরীমানার টাকা উসুল করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সময়েং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যে ব্যক্তিকে উক্ত আদালতে জজ আডবোকেটী কর্ম্মকরণার্থ নিযুক্ত করেন্ তিনি সরকারের তরফে ঐ আদালতে উপস্থিতহওয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জজ আডবোকেট সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে নালিশগ্রস্ত

ব্যক্তির অথবা যে ব্যক্তি নালিশ করে তাহার কিম্বা ঐ আদালতের দরখাস্তক্রমে কোন ব্যক্তিকে সমনে নির্দ্দিষ্ট স্থান ও সময়ে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে এবং উক্ত মতে স্থাপিত আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় জোবানবন্দী দিতে আপনার দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা সমন করেন। যদ্যপি সেই ব্যক্তি কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিতে এমত উদ্যত আছে যে তাহার ঐ মোকদ্দমায় হাজির হইলে অতিং ভারি ক্লেশ হইবেক তবে উক্ত আদালতের সভাধ্যক্ষ সাহেবের এবং অন্তঃপাতি কোন দুই জন সাহেবের সমক্ষে ঐ ব্যক্তির জোবানবন্দী লওয়া জাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইবেক সেই ব্যক্তিকে ঐ জোবানবন্দী লওনের সময় ও স্থানের উপযুক্ত সম্বাদ দিতে হইবেক এবং আরো জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সাক্ষী যদ্যপি বিচারের সময়ে উপস্থিত হইতে পারে তবে বিচারের সময়েও তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে এবং এমত হইলে তাহার প্রথম জোবান-বন্দী মোকদ্দমার সময়ে পাঠ করা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক সাক্ষী এই প্রকার কোন আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে হাজির হইতে রীতিমতে সমন পায় সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে আবশ্যকমতে হাজির থাকন সময়ে এবং তথায় গমন করণ সময়ে এবং তথাহইতে প্রত্যাগমনের সময়ে গ্রেপ্তার হইতে পারিবেক না। এবং যদ্যপি এই হুকুমের উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয় তবে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত উক্ত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেব অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসকে সরাসরীমতে সুকৃতিপত্রানুসারে যদি ইহা জ্ঞাত করা যায় যে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির নিকটে যাওন সময়ে অথবা তথাহইতে প্রত্যাগমন সময়ে অথবা তথায় হাজির থাকন সময়ে ঐ সাক্ষী গ্রেপ্তার হইয়াছিল তবে বিষয় বুঝিয়া ঐ আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেব অথবা কলিকাতা শহরের কোন জুষ্টিস অফ দি পীস তাহাকে খালাস করিবেন। এবং উপরের উক্তমতে হাজির হইতে যে প্রত্যেক সাক্ষির তলব হয় সেই সাক্ষী যদি উক্ত আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া যদ্যপি শপথ কি সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে অথবা উক্ত আদালত কি সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী আইনমতে যেং বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন তাহার উত্তর যদি না দেয় তবে ঐ সাক্ষী উক্ত সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকদ্দমায় হাজির হইতে ত্রুটি করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তথায় নালিশ হওনপূর্ব্বক সেই ব্যক্তি ঐ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা গ্রেপ্তার হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতের অন্তঃপাতি প্রত্যেক জন ঐ আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে বাইবল লইয়া পশ্চাৎ লিখিত শপথ করিবেন। এবং ঐ আদালতের সভাধ্যক্ষ তাঁহার অন্যান্য অন্তঃপাতিরদিগকে সেই শপথ করাইবেন এবং জজ আডবোকেট সাহেব সভাধ্যক্ষকে শপথ করাইবেন বিশেষতঃ

আমি অমুক শপথ করিতেছি যে এই বিষয়ে আমার সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদনুসারে আমি নিষ্পত্তি করিব এবং যথার্থ বিচার করিব এবং উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা ফয়সলা মঞ্জুর না হওয়াপর্য্যন্ত আমি ঐ ফয়সলা প্রকাশ করিব না এবং সভাধ্যক্ষ সাহেবের অথবা আমার নিজের কি ঐ আদালতের অন্য কোন অন্তঃপাতির যে বোট কিম্বা মত সেই মোকদ্দমায় ছিল তাহার বিষয়ে আইনের রীতির অনুসারে কোন আদালতে সাক্ষিস্বরূপ সাক্ষ্য দেওনের হুকুম হওন বিনা তাহা কোন সময়ে প্রকাশ করিব না। ইহাতে ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ আদালতের কার্য্য যে জজ আডবোকেট সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক তিনি নীচের লিখিত শপথ করিবেন এবং ঐ শপথ সভাধ্যক্ষ ঐ আডবোকেট জেনরল সাহেবকে করাইবেন।

আমি অমুক শপথ করিতেছি যে এই আদালতের সভাধ্যক্ষ সাহেব অথবা বিশেষ অন্তঃপাতি সাহেবের বোট অথবা মতের বিষয়ে আইনের রীতিমতে কোন আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ সাক্ষ্য দিতে হুকুম পাওন বিনা আমি ঐ প্রকার কোন বোট বা মত কোন প্রকারে প্রকাশ করিব না অথবা জানাইব না। ইহাতে ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে উপস্থিতহওয়া প্রত্যেক সাক্ষী শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক এবং উক্ত আদালত এবং সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতিকে সেইরূপ শপথ করাইতে ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল গতিকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি দিবার অনুমতি হইত সেই সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে২ বিষয়ে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতি করিবার হুকুম আছে সেই২ বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি খামখা এবং জানিয়াশুনিয়া শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতিক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সেই ব্যক্তি খামখা এবং দূষণীয় মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার দোষ রীতিমত সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথকরণের দণ্ড ও শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হয় সেই ব্যক্তি যদি হাজির হয় অথবা যদি আদালতের এমত হৃদ্বোধ না করে যে তাহার হাজির না হওনের উপযুক্ত কারণ ছিল তবে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে আড়কাটির সিরিশতায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে যে২ নালিশ করেন সেই২ নালিশ উক্ত আদালতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের নামে কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে ক্রুটির নালিশ হয় সেই ক্রুটির বিষয়ে যদি সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে দোষী জ্ঞান হয় তবে ঐ আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে হুকুম করা গেল যে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে আড়কাটির সিরিশতাহইতে তগীর করেন অথবা পদ কি মাহিয়ানার কমকরণের দ্বারা অন্য যে কোন দণ্ড ঐ আদালতের উচিত বোধ হয় সেই দণ্ডের হুকুম করেন। আড়কাটির সিরিশতায় নিযুক্ত ব্যক্তিরদের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমমতে নিয়ম ও শাসন করিবার নিমিত্ত "দণ্ডকারি আইন" নামে বিখ্যাত যে আইন ১৮২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুত রাইট অনরবিল বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন সেই আইনে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রুটি দণ্ডনীয় হইলে বা না হইলে এই আইনের দ্বারা তাহার দণ্ড হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল গতিকে উক্ত "দণ্ডকারি আইনে" লিখিত দণ্ডনীয় ক্রুটির নালিশ উক্ত আদালতে হয় সেই সকল গতিকে উক্ত আদালত কর্ত্তব্য কর্ম্মের সেই ক্রুটির বিষয়ে উক্ত "দণ্ডকারি আইনে" যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের হুকুম করিবেন এবং অন্য কোন দণ্ডের হুকুম করিবেন না ইতি।

১৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত আইনে যে নানা কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রুটির দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্বিষয়ে উক্ত আইন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক কিন্তু জাহাজী ব্যাপারের উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এই ক্ষমতা হইবেক

এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে ত্রুটি উক্ত আইনে নির্দ্দিষ্ট নাই সেই প্রকার ত্রুটি হইলে সেই অপরাধের বৃত্তান্তদৃষ্টে যে প্রকার নালিশ সম্ভব হয় সেই প্রকার নালিশপত্র লিখিয়া উক্ত আদালতে দরপেশ করিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

কিন্তু নিয়ত জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যেং বিষয় উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল সেইং বিষয়ে সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা নিষেধ হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমা সমাপ্ত হইলে পর ঐ আদালতের রুবকারী জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং উক্ত জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ফয়সলা অথবা দণ্ডাজ্ঞা সংশোধনের নিমিত্তে ঐ রুবকারী আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন্ ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত আদালতের করা প্রত্যেক ফয়সলা ও দণ্ডাজ্ঞাতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের মঞ্জুরের অপেক্ষা থাকিবেক। এবং ঐ ফয়সলা অথবা দণ্ডাজ্ঞা যাবৎ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে দরপেশ না হয় এবং যাবৎ তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর না হয় তাবৎ তাহা চূড়ান্ত অথবা সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না। এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের বিবেচনায় যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে ঐ দণ্ডাজ্ঞার কতক অংশ অথবা সমুদয় রহিত করিতে পারেন্। এবং কর্ম্মহইতে তগীর হওনের অথবা পদ কি বেতন কমাওনের এইরূপ প্রত্যেক দণ্ড উক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইলে কি কমান গেলে তাহা ঐরূপ মঞ্জুর অথবা কমহওনের তারিখঅবধি সিদ্ধ ও বলবৎ জ্ঞান হইবেক এবং তাহা তৎক্ষণাৎ জারী হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে এবং তাহার রীতির নিয়ম করিবার নিমিত্তে এবং এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যেং বিধান উক্ত জাহাজী ব্যাপেরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উচিত বোধ করেন্ সেই সকল বিধান ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব করিতে পারেন্ এবং ঐ সকল

বিধান বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের নিকটে দরপেশ হইবেক এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের মঞ্জুর হওনের পর তাহা সম্পূর্ণরূপে বলবৎ হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৬ ষড়বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতা শহরের মধ্যে শরাব বিক্রয় করণার্থ পাট্টা দেওন এবং না দেওনের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে আরাক অথবা অন্য কোন মদিরা কিম্বা গাঁজাধরা শরাব বিক্রয় করণার্থ পাট্টা দেওন এবং না দেওনের বিষয়ে যে সকল ক্ষমতা ও কর্ম্ম এক্ষণে আইনক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীসের প্রতি অর্পিত আছে এই আইন জারী হওনঅবধি ও তাহার পর বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি সেই সকল ক্ষমতা ও কর্ম্ম অর্পণ হইবেক এবং তিনি সেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কলিকাতা শহরে আরাক অথবা অন্য শরাব বিক্রয় করণার্থ যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং তাহার নিয়ম ও করার মতান্তর করণের এবং নূতন নিয়ম ও করার করিবার ক্ষমতা নিয়ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যখন পূর্ব্বোক্তমতে আরাক কি অন্য শরাব বিক্রয় করণের পাট্টা দেওয়া যায় তখন শরাব বিক্রয় করণের অনুমতির বাবতে যে রসুম অথবা টাক্স কি মাসুল সময়ক্রমে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা ঐ পাট্টাদেওনিয়া কর্ম্মকারক দাওয়া করিতে পারিবেন। এবং ঐ রসুম অথবা টাক্স কি মাসুল আগাম দেওনের হুকুম হইতে পারে অথবা পাট্টাদেওনিয়া কর্ম্মকারক যে সময় নিরূপণ করেন্ সেই সময়ে দেওয়া যাইবার হুকুম হইতে পারে ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পাট্টা যেং নিয়মক্রমে দেওয়া যায় যদি রীতিমত সেইং নিয়মানুসারে পূর্ব্বোক্ত রসুম অথবা টাক্স কি মাসুল না দেওয়া যায় তবে পাট্টাদেওনিয়া কর্ম্মকারক ঐ পাট্টা দিতে অস্বীকার করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন্। এবং যে কোন ব্যক্তিকে পাট্টা না দেওয়া গিয়াছে অথবা যাহার স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে ফিরিয়া লওয়া গিয়া থাকে সেই ব্যক্তি যদি পূর্ব্বোক্ত আরাক অথবা অন্য শরাব কলিকাতা শহরের মধ্যে বিক্রয় করে তবে পাট্টা বিনা আরাক অথবা অন্য শরাব বিক্রয় করণের দণ্ডসকলের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে থাকেন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮৪০ সালের ৪ আইনসম্পর্কীয় মোকদ্দমা তাঁহারদের প্রতি অর্পণ করিলে তাঁহারা সেই আইনের বিধির অনুসারে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। এবং উক্ত আইনক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যেরূপে সেই মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতা আছে সেইরূপে ঐ আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং এই আইনানুসারে যে২ মোকদ্দমা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটেরদের প্রতি অর্পণ হইয়া মুলতবী থাকে এমত মোকদ্দমা অধিক শীঘ্র নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে অথবা কারণান্তরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথমতঃ স্বয়ং ফয়সলা করিতে উচিত বোধ করিলে সেই২ মোকদ্দমা নিয়ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানহইতে ফিরিয়া লইতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1846:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৭ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উকীলদিগকে নিযুক্তকরণ ও মেহনতানা দেওনের বিষয়ি আইন শুধরিবার আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণ এবং ৩ ধারার ১১ প্রকরণ এবং ৮ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণ ও ৭ ধারা ও ১৫ ধারার ১ প্রকরণ ও ২৩। ২৪। ২৮। ২৯। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫ ধারা এবং ৩৯ ধারার ১ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৩০ ধারা ও ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১১ ধারা এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ১৩ আইন রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের ১৪ ধারার ২ এবং ৩ প্রকরণ এবং ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ৭ ধারা এবং ১৫ ধারার ১ প্রকরণ ও ২৩। ২৪। ২৮। ২৯। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫ ধারা এবং ১৮১৬ সালের ১৫ আইনের ৪ ধারার ৭ প্রকরণ এবং ৫ ধারার ১১ প্রকরণ এবং ৮ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ১৮২৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৭ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৮ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ২ আইনের ৪৭ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ৪৮ ধারার ২ প্রকরণ এবং ৫৫ ধারা এবং ১৮২৭ সালের ২৯ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের যে নিয়মানুসারে উকীলেরদের ইমতিহান লওন এবং জিলার আদালতে তাঁহারদিগকে সওয়াল জওয়াবকরণের যোগ্যতার সর্টিফিকট দিবার ক্ষমতা দক্ষিণ দেশের ও খান দেশের জিলার জজ সাহেবদিগকে দেওয়াগিয়াছে তাহা রদ হয় ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উকীলের পদ সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিরদের প্রতি মুক্ত হয়। কিন্তু সদর আদালতের নির্দ্দিষ্টমতে যে ব্যক্তি এরূপে সর্টিফিকট না পাইয়া থাকেন্ যে তিনি সদাচারি ব্যক্তি এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে রীতিমতে যোগ্য আছেন্ এমত কোন ব্যক্তি ঐ২ আদালতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। এই বিধির বিপরীত কোন আইন থাকিলেও তাহাতে কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের কোন কৌন্সেলী সাহেব কৌন্সেলী হওনের উপলক্ষে কোম্পানি বাহাদুরের কোন সদর আদালতে সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে ভাষাতে আদালতে কোন বিষয়ের দরপেশ করিতে হয় তদ্বিষয়ে অথবা বিষয়ান্তরে উকীলের সম্পর্কে উক্ত সদর আদালতে যে সকল বিধি চলন আছে সেই২ বিধি ঐ কৌন্সেলী সাহেবেরদের প্রতি খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২৫ ধারা এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ২৫ ধারা এবং বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ২ আইনের ৫২ ধারা এই আইনের ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় বর্জ্জিয়া আর চলন হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতে যেং ব্যক্তিরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলেরদিগকে আপনং মোকদ্দমার ভারার্পণ করেন্ তাঁহারা উকীলেরদের ওকালতী কর্ম্মের মেহনতানার বিষয়ি টাকার বন্দোবস্ত আপোসে করিতে পারেন্ এবং ঐ টাকার বন্দোবস্ত ওকালৎনামাতে বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবেক না।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রথমত উপস্থিত বা আপীল হওয়া জাবেতামত কোন মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইলে যখন এক জনের বিপক্ষে অন্য জনের পক্ষে মোকদ্দমার খরচা দিতে হুকুম হয় তখন উকীলেরদের রসুমের বাবৎ টাকা এই আইনের ৬ ধারার লিখিত আইনের ধারার নিয়মানুসারে হিসাব করা যাইবেক। এবং অন্য প্রকার মোকদ্দমায় যখন খরচা দিতে হুকুম হয় তখন জাবেতামত যে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি হয় সেই মোকদ্দমার রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উকীলেরদের মেহনতানার বিষয়ে মওক্কেলের সঙ্গে উকীলের কোন আপোসী বন্দোবস্তের বিয়য়ে বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২০ ধারার এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার যে ভাগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীরলেরদের মত দেওনের বিষয়ে রসুমের হার নির্দিষ্ট আছে তাহা রদ হইল এবং যাঁহারা এ প্রকার মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলের স্থানে লন্ তাঁহারদের ঐ মতের নিমিত্তে যে মেহনতানা দিতে হইবেক তাহার বন্দোবস্ত তাঁহারা আপনারা আপসে করিতে পারিবেন ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনেরদের আদালতে যখন উকীল জরীমানার যোগ্য কোন কর্ম্ম করেন তখন সেই প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন তাঁহার জরীমানা করিতে পারেন্। কিন্তু এই প্রকার জরীমানার হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের আদালতের উকীলের বিষয়ে যে বিধি খাটে তাহা যেপর্য্যন্ত মুনসেফের আদালতের উকীলের বিষয়ে খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত উত্তর কালে খাটিবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মুনসেফের আদালতের কোন উকীল যখন এমত

আচরণ করেন্ যে সেইরূপ আচরণ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের আদালতে হইলে সেই উকীল জরীমানার যোগ্য হইতেন তথন ঐ মুনসেফ সেই জরীমানার হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু সেই জরীমানার হুকুমসকলের উপর আপীল জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৪।৫।৭।১২ আইনের বিধির অনুক্রমে যে উকীলেরা গ্রাম্য মুনসেফের আদালতে অথবা গ্রামের বা প্রদেশের পঞ্চাইতের নিকটে অথবা জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে নিযুক্ত হন্ সেই উকীলেরদের বিষয়ে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৭ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমি নীলামের বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ এবং ১১ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ৩৭ এবং ৩৮ ধারা ও ১৮০৫ সালের ৯ আইনের ২৭ এবং ২৮ ধারার যেং ভাগে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীকরণার্থ নীলামহওয়া ভূমির সরকারী জমা বিলি করণের বিষয় লেখে তাহা এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ২০ আইন এবং ১৭৯৬ সালের ১২ আইন এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ১৫ অবধি ২৬ ধারাপর্য্যন্ত (ঐ দুই ধারা সমেত) এবং ঐ আইনের ২৭ এবং ২৮ ধারার যে ভাগে ডিক্রী জারীর বিষয় লেখে তাহা এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ২ এবং ৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল আইন অথবা আইনের ভাগ উপরের উক্ত রদহওয়া কোন আইন বা আইনের ভাগের দ্বারা বিস্তারিত হইল তাহাও রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশছাড়া বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী অথবা ঐং আদালতের অন্য হুকুম জারী করণার্থ ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভ ক্রোক এবং

বিক্রয় করিতে হইলে তাহা ঐ২ আদালতের দ্বারা অথবা ঐ২ আদালতের হুকুমক্রমে করা যাইবেক। এবং যে প্রকার স্থাবরসম্পত্তি দেওয়ানী আদালত ডিক্রী জারী করণার্থ এক্ষণে রেবিনিউর কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া আপনারাই বিক্রয় করিতে পারেন সেই২ স্থাবরসম্পত্তির ক্রোক ও নীলামের বিষয়ি চলিত বিধিসকল এই আইনের হুকুমানুসারে করা ক্রোক ও নীলামের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং উক্ত বিধানসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ-ছাড়া ঐ২ দেশের মধ্যে যখন কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীদার ঐ ডিক্রী জারী করণার্থ কোন খেরাজী মহাল অথবা ঐ মহালের কোন অংশ নীলাম করিতে ঐ আদালতে দরখাস্ত করে তখন ঐ ডিক্রীদার দরখাস্ত করণের সময়ে কালেক্টর সাহেবের কাছারীর রেজিষ্টরের দস্তখৎকরা এক চুম্বক দাখিল করিবেক ও তাহাতে ঐ মহালের জমা বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক এবং ঐ চুম্বক নীলামের ইশ্‌তিহারের মধ্যে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং উক্ত বিধিসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশছাড়া উক্ত দেশের মধ্যে এমত কোন নীলামে যে ব্যক্তি সম্পত্তি খরীদ করে তাহার প্রতি হুকুম হইবেক যে সেই ব্যক্তি আপনার ডাকের টাকার শতকরা ১৫৲ টাকার হিসাবে নগদ অথবা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট কি পোষ্ট বিল কিম্বা রীতিমত দস্তখৎহওয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ তৎক্ষণাৎ দাখিল করে। এবং সেইরূপে বায়নার টাকা দাখিল না করিলে সেই ভূমি বা তৎসম্পর্কীয় লাভ তৎক্ষণাৎ নীলামে ধরাগিয়া পুনরায় বিক্রয় হইবেক। এবং যদি খরীদার বায়নার টাকা আমানৎ করণের পর নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে খরীদের টাকা দিতে ত্রুটি অথবা অস্বীকার করে তবে সেই বায়নার টাকা জব্দ হইবেক এবং খরীদের টাকায় যাহা কম যায় তাহা ঐ বায়নার টাকা লইয়া করা যাইবেক এবং সেই ভূমি অথবা তৎসম্পর্কীয় লাভ কিম্বা অবশিষ্ট দেনা পরিশোধ করণার্থ সেই ভূমির যে অংশ আবশ্যক বোধ হয় তাহা পুনরায় নীলামে ধরা যাইবেক কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রীতিমতে পুনর্ব্বার এত্তেলা দিতে হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী অথবা অন্য কোন হুকুম জারী করণার্থ ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভ ক্রোক এবং বিক্রয় করিতে হইলে ঐ২ আদালতের আজ্ঞানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা অথবা তাঁহার হুকুমক্রমে

তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা তাহা নীলাম হইবেক কেবল যে ভূমি দেওয়ানী আদালত এক্ষণে আইনানুসারে আপনারা ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারেন্ তাহা বর্জিত থাকিল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ঐ প্রকার ভূমি বিক্রয় করণের আজ্ঞাপত্রের মধ্যে মোকদ্দমার নম্বর এবং যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী হইল তাহার নাম এবং যে টাকা উসুল করিতে হইবেক তাহার সংখ্যা এবং উভয় বিবাদির নাম বিশেষ করিয়া লেখা থাকিবেক এবং যাহারদের ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ বিক্রয় করিতে কল্প আছে তাহারা যদি একেং দায়ী থাকে তবে প্রত্যেকের নাম এবং প্রত্যেক জন যত টাকার নিমিত্তে দায়ী তাহার সংখ্যা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং ডিক্রী জারীর দরখাস্তকারি ব্যক্তি প্রত্যেক জনের যে ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ থাকনের বিষয় তফসীলের মধ্যে লেখে সেই ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ আজ্ঞাপত্রে লিখিতে হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ বিক্রয় করিতে কল্প হইলে নীলাম করণের নিরূপিত দিবসের অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্ব্বে কালেক্‌টর সাহেব তাহার এক ইশ্‌তিহার দেশের চলিত ভাষায় প্রকাশ করিবেন অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং যে দিবসে ইশ্‌তিহার জারী হয় তাহাছাড়া ত্রিশ দিন। এবং যে ব্যক্তির ভূমি অথবা যে ব্যক্তির কতক ভূমির স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় করিতে হইবেক তাহার নাম এবং যে জমীদারী লইয়া ঐ ভূমিসম্পত্তি হয় অথবা যে জমীদারীর মধ্যে ঐ ভূমিসম্পত্তি থাকে তাহার জমা এবং যে ভূমি বিক্রয় হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং নীলামের সময় ও স্থান এবং যে টাকা উসুল করণার্থে নীলাম করণের হুকুম হইয়াছে তাহার সংখ্যা ঐ ইশ্‌তিহারের মধ্যে লিখিতে হইবেক। এবং যে গ্রাম বা নগরের মধ্যে উক্ত ভূমি থাকে অথবা উক্ত ভূমির সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেইগ্রাম অথবা নগরে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এবং তৎস্থানীয় মুনসেফেরদের কাছারীতে এবং কালেক্‌টর সাহেবের কাছারীতে এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবের কাছারীতে এবং যে আদালতহইতে নীলামের আজ্ঞা হয় সেই আদালতের কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে অথবা আদালতের অন্য হুকুমক্রমে ভূমি অথবা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভের নীলাম হইলে এই আইনের ৫ ধারার বিধান খাটিবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে আদালতের ডিক্রী অথবা আদালতের অন্য কোন হুকুম জারী করণার্থ ভূমি অথবা ভূমির কোন লাভ নীলাম হইলে তাহা খোশখরীদের মত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে অথবা ঐ আদালতের অন্য হুকুমক্রমে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করণার্থ যে২ বিধি উভয় সদর দেওয়ানী আদালতের উচিত বোধ হয় এবং এই আইনের লিখিত কোন কথার বিরুদ্ধ না হয় এমত বিধি ঐ সদর আদালত সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন। এবং ঐ২ বিধি ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি হইলে পর যাবৎ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতিক্রমে, উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অন্যথা না হয় অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে অন্যথা না হয় তাবৎ এই আইনের অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রবল হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালত আপনার করা ডিক্রী বা অন্য হুকুম জারী করণার্থ যে২ ভূমি বা ভূমির লাভ নীলাম করণের বিষয়ে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন সেই দরখাস্তের বিষয়ে এই আইন জারী না হইলে যেরূপ কর্ম্ম হইত সেইরূপ কর্ম্ম হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন বিধি শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার কোর্ট রিক্বেষ্টের অর্থাৎ ছোট আদালতের অথবা মলাকার মোহনাতে বসতির কোন আদালতের হুকুমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1846:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ভট্টি প্রদেশনামে বিখ্যাত দেশের রাজশাসনের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক হিসার জিলার সীমাঅবধি খানা অর্থাৎ শতদ্রু নদপর্য্যন্ত ভট্টিনামে প্রসিদ্ধ অতিবিস্তারিত অথচ অল্প প্রজাবিশিষ্ট প্রদেশ দিল্লীর এলাকাভুক্ত থাকাতে অনেক ক্লেশ জন্মিয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৫ আইনের বিধি উক্ত ভট্টি প্রদেশে আর চলন হইবেক না। ঐ ভট্টি প্রদেশের মধ্যে এই২ পরগনা আছে।

দরবা
শেরুসা
রাণিয়া
গুদা
মলোট
উঅর্ট

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে এজেণ্টকে নিযুক্ত করেন্ সেই এজেণ্টের প্রতি উক্ত প্রদেশের মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কর্ম্ম এবং পোলীসের তত্ত্বাবধারণ এবং সর্ব্বপ্রকার রাজস্বের তহশীলদারী ও কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম অর্পণ হইবেক এবং যে২ আসিষ্টাণ্টকে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহা-

দুর হজুর কৌন্সেলে নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের সহকারিতাতে সেইং কার্য্য ঐ এজেণ্ট সাহেব নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত এজেণ্ট সাহেবের এবং তাঁহার হুকুমের ও কর্ত্তৃত্বের অধীন কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে সমস্ত আদালত ও রাজস্ব কার্য্যের বিষয়ে যেং নিয়ম উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করেন্ সেইং নিয়ম ঐ শ্রীযুত নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্ট সাহেবের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক এবং যেং মোক-দ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারিবেক তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্ট সাহেবের যেপর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকিবেক তাহা এবং যেং মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে তথায় অর্পণ করিতে হইবেক তাহা উক্ত শ্রীযুত নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং বিধান উত্তরকালে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেইং বিধানানুসারে যখন উক্ত এজেণ্ট সাহেবের অর্পণকরা কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে পঁহুছে তখন ঐ আদালতের সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন অথবা উত্তম বিবেচনার পর অন্য যে হুকুম আবশ্যক ও বিহিত বোধ হয় এবং শ্রীযুতের নিয়মিত বিধানের সঙ্গে ঐক্য হয় সেই হুকুম দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে নির্দ্দিষ্টহওয়া বিধানানুসারে এজেণ্ট সাহেবের ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিলে ঐ আদালতের সাহেবেরদের যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমতে এবং নির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে তাঁহারা সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের খোরাকী আমানৎ করণের বিষয়ি আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ মতান্তর হইয়া বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের অনুমান কত দিন হাজির থাকিতে হইবেক তদনুসারে ঐ সাক্ষিরদের খোরাকীর যে টাকার আবশ্যক হয় তাহা নিরূপণ করেন্ এবং যদি ঐ সাক্ষিরদের তদপেক্ষা অধিক কাল হাজির থাকিতে হয় তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আর যত অধিক টাকার আবশ্যক বোধ হয় তাহা আমানৎ করিতে হুকুম করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠহইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বর্ত্তমান বন্দোবস্তের মিয়াদ নির্ণয় করণের আইন।

যেহেতুক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা জিলার বন্দোবস্ত বিবিধ মিয়াদের নিমিত্তে হইয়াছে এবং যেহেতুক নানা কারণপ্রযুক্ত মালগুজারেরদের একরারের মধ্যে বন্দোবস্তের যে মিয়াদ লিখিত আছে তাহা নিয়ত গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরকরা মিয়াদের সঙ্গে ঐক্য নাই এবং যেহেতুক ইহাতে যে গোলমাল ও বিরোধ হইতে পারে তাহা নিবারণকরা উচিত এবং যাবৎ বন্দোবস্ত পুনরায় সংশোধিত না হয় তাবৎ এক্ষণকার বন্দোবস্ত বহাল রাখণের নিয়ম করা উচিত।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ প্রদেশের নীচের লিখিত জিলার সীমার মধ্যে সকল গ্রামের ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখে যে জমা ধার্য্য আছে তাহা প্রত্যেক জিলার পার্শ্বে লিখিত তারিখপর্য্যন্ত এমত স্থিরতর জ্ঞান হইবেক যে বন্দোবস্তের সময়ে যে জমা ধার্য্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পুর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাহা মতান্তর করিয়া যে জমা ধার্য্য করিয়াছিলেন সেই জমার অধিক গবর্ণমেণ্ট দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি।

পানীপত। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
হিসার। ১৮৬০ এক হাজার আট শত ষাইট সাল ১ জুলাই।
দিল্লী। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
রোটক। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
গুরগাঁও। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
শাহারণপুর। ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন সাল ১ জুলাই।

মুজঃফরনগর। ১৮৬১ এক হাজার আট শত একষট্টি সাল ১ জুলাই।
মীরট। ১৮৬৫ এক হাজার আট শত পঁয়ষট্টি সাল ১ জুলাই।
বুলন্দশহর। ১৮৫৯ এক হাজার আট শত উনষাইট সাল ১ জুলাই।
আলীগড়। ১৮৬৮ এক হাজার আট শত আটষট্টি সাল ১ জুলাই।
বীজনুর। ১৮৬৬ এক হাজার আট শত ছেষট্টি সাল ১ জুলাই।
মুরাদাবাদ। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
বদাউন। ১৮৬৬ এক হাজার আট শত ছেষট্টি সাল ১ জুলাই।
বরেলী। ১৮৬৭ এক হাজার আট শত সাতষট্টি সাল ১ জুলাই।
শাহজাহানপুর। ১৮৬৮ এক হাজার আট শত আটষট্টি সাল ১ জুলাই।
মথুরা। ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্তর সাল ১ জুলাই।
আগরা। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
ফরক্কাবাদ। ১৮৬৫ এক হাজার আট শত পঁয়ষট্টি সাল ১ জুলাই।
মৈনপুরী। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
ইটাবা। ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্তর সাল ১ জুলাই।
কানপুর। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
ফত্তেপুর। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
হমিরপুর। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
বান্দা। ১৮৭৪ এক হাজার আট শত চহাত্তর সাল ১ জুলাই।
আলাহাবাদ। ১৮৬৯ এক হাজার আট শত উনসত্তর সাল ১ জুলাই।
গোরক্ষপুর। ১৮৫৯ এক হাজার আট শত উনষাইট সাল ১ জুলাই।
আজিমগড়। ১৮৬৭ এক হাজার আট শত সাতষট্টি সাল ১ জুলাই।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রদেশে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখে যে মৌজা ইস্তমরারী বন্দোবস্ত না হওয়া জিলা অথবা পরগনাহইতে খারিজ হইয়া ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হওয়া জিলা অথবা পরগনাতে দাখিল হইয়াছিল সেইং মৌজার কোন অধিক খাজানা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দাওয়া হইবেক না কিন্তু বন্দোবস্তের সময়ে যে ঊর্দ্ধ জমা ধার্য্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাহা যেরূপে মতান্তর করিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন সেইরূপে তাহা চিরকাল স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বিশেষ দানক্রমে কি ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অপেক্ষা অধিক মিয়াদের পাট্টাক্রমে যাহারা ভূমি ভোগদখল করিতেছে

তাহারা আপনারদের নানা দানপত্র অথবা পাট্টার নিয়মানুসারে সেই ভূমি ভোগ-দখল করিতে থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মালগুজার আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইলে যদি আপনার পাট্টা ত্যাগ করিতে চাহে তবে তাহার বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হওনের পুর্ব্বের ১ জুলাই তারিখের পুর্ব্বে এক বৎসরের মধ্যে ঐ ত্যাগকরণের এত্তেলা লিখিয়া খোলা আদালতে কালেক্টর সাহেবকে এবং সেই প্রদেশের কমিস্যনর সাহেবকে দিলে সেই ব্যক্তি সেই পাট্টা ত্যাগ করিতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন পুর্ব্বোক্ত এত্তেলা না দেওয়া গিয়া থাকে তখন বন্দোবস্তের সময়েতে যে জমা ধার্য্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পুর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যেরূপে তাহা মতান্তর করিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন সেই-রূপ জমা ঐ মালগুজার ১ ধারানুসারে তাহার বিষয়ে যে মিয়াদ খাটে সেই মিয়াদ-পর্য্যন্ত এবং তৎপরে যাবৎ বন্দোবস্ত সংশোধিত না হয় অথবা ২ ধারানুসারে ইস্তমরারীমতে ধার্য্য না হয় তাবৎ বৎসরে২ দিবেক ইতি।

৬ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাজেয়াপ্তী নিষ্কর ভূমি বা চরের তৌকের অথবা অন্য যে ভূমির উপর বন্দোবস্তের সময়ে কর ধার্য্য হয় নাই এই সকল প্রকার ভূমির রাজস্বের দাওয়া করিতে সরকারের যে স্বত্ব আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে কোনং গতিকে দ্রব্যাদি ক্রোক করণের নিয়ম করিবার আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৫ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারার ২ প্রকরণ মতান্তর হইল। ঐ আইনে বাকীদার বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে সেই ব্যক্তিছাড়া অথবা ঐ বাকীদারের জামিনছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত বাকীদারের স্থানে পাওনা বাকী খাজানার নিমিত্ত যে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহা যদি আপনার বলিয়া দাওয়া করে এবং যদি ক্রোকের দিবসের পর ৫ দিবসের মধ্যে জিলার কালেক্টর সাহেব অথবা ১৮৩৯ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত কমিস্যনরের সমক্ষে মাতবর জামিন দিয়া এমত একরারনামা লিখিয়া দেয় যে ঐ একরারনামার তারিখঅবধি ১৫ দিবসের মধ্যে আমি আপনার হকের বিচার হওনের নিমিত্তে ক্রোককরণিয়া এবং বাকীদারের নামে সরাসরী নালিশ করিব এবং আমার দাওয়া মঞ্জুর না হইলে আমি সম্পত্তি ফিরিয়া দিব অথবা তাহার মূল্য পোষাইয়া দিব এবং ঐ মোকদ্দমার সকল খরচা ও ক্ষতি দিব তবে ঐ ক্রোককরণিয়া তৎক্ষনাৎ ক্রোক উঠাইয়া দিবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ দাওয়াদার যদি ১৫ দিবসের মধ্যে উক্ত সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত না করে এবং যদ্যপি ঐ দাওয়াদার সম্পত্তি ফিরিয়া না দেয় অথবা ক্রোককরণিয়া ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে তাহার মূল্য পোষাইয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি ক্রোকহওয়া সম্পত্তির মূল্য ক্রোকের খরচাসমেত

দাওয়াদারের অথবা তাহার জামিনের কি উভয়ের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা উসুল করিতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে সরাসরী ফয়সলা করেন সেই ফয়সলার তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর তাহা অন্যথা করণার্থ কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৩০ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সীমাস্থ চিহ্ন স্থাপনের এবং রক্ষা করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক ভূমি সম্পত্তির পুর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিশ্চয় করণের এবং তাহার নির্ব্বিঘ্নতার নিমিত্তে এবং আক্রমণ ও বিরোধ নিবারণের এবং সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমি চিনিবার অভিপ্রায়ে ক্ষেত্র অথবা মহালের সীমা নির্দ্দিষ্ট করণার্থ চিরস্থায়ি চিহ্ন স্থাপন করিতে এবং রক্ষা করিতে নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের মধ্যে ভূমির রাজস্বের কালেক্‌টর সাহেব অথবা কালেক্‌টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা রাজস্বের যে কর্ম্মকারকদিগকে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ক্ষমতার্পণ করেন্ তাঁহারা ক্ষেত্র অথবা মহালের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ এবং যখন ঐ কর্ম্মকারকেরা বোধ করেন্ যে বিরোধ নিবারণ অথবা নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে চিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক তখন ঐ ক্ষেত্র কিম্বা মহালের সীমা চিনিবার নিমিত্তে যে সরঞ্জামেতে চিহ্ন প্রস্তুত করা এবং যত ও যেরূপে চিহ্ন স্থাপনকরা ঐ কর্ম্মকারকেরা উচিত বোধ করেন্ সেই সরঞ্জামেতে তত সংখ্যক এবং সেইরূপ চিহ্ন স্থাপন করিতে এবং রক্ষা করিতে সীমাস্থ ভূমির মালিক কি দখীলকারকে হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সীমার পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র অথবা মহালের মালিক কি দখীলকার ব্যক্তির উপর এত্তেলা জারী হইবেক তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক যে

এস্তেলার তারিখের পর দশ দিবসের মধ্যে তাহারা উক্ত সীমাস্থ চিহ্ন স্থাপন কি মেরামৎ করে এবং যদি ঐ ব্যক্তিরদিগকে গ্রামের মধ্যে না পাওয়া যায় তবে ঐ এস্তেলানামা গ্রামের চৌরী অথবা চপালে কি গ্রামের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টি-গোচর অন্য কোন স্থানে লটকান যাইবেক এবং যদ্যপি তৎপরে দৃষ্ট হয় যে ঐ এস্তেলার মধ্যে ঐ মালিক অথবা দখীলকারেরদের নাম বা খ্যাতি ঠিকরূপে না লেখা গিয়া থাকে তথাপি ঐ এস্তেলানামা লটকানের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে জারী হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ক্ষেত্র অথবা মহালের মালিক কি দখীলকার ব্যক্তি যদি ঐ হুকুম প্রতিপালন না করে তবে ঐ রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা ঐ প্রকার সীমাস্থ চিহ্ন স্থাপন এবং মেরামৎ করিতে হুকুম দিবেন এবং যে ক্ষেত্র কি মহাল ঐ চিহ্নের দ্বারা প্রভেদ হয় সেই ক্ষেত্র বা মহালের উপর যথার্থমতে তাহার খরচের বিলি হইবেক এবং ঐ ক্ষেত্র অথবা মহালেতে যাহারদের মালিকী কি দখীলকারী স্বত্ব থাকে তাহারদের উপর ঐ খরচ পড়িবেক এবং বাকী মালগুজারী যেরূপে আদায় হয় সেইরূপে ঐ টাকা উসুল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার সীমাস্থ চিহ্ন জানিয়া শুনিয়া লোপ করণের বা তাহা স্থানান্তর করণের কি ক্ষতি করণের অপরাধ যে ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি সেইরূপে লোপ করা কি স্থানান্তর করা অথবা ক্ষতি করা প্রত্যেক চিহ্নের বাবতে ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং অপ-রাধ সাব্যস্ত হইলে জরীমানার অর্দ্ধেক টাকা গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক অপর অর্দ্ধেক ঐ চিহ্ন পুনঃস্থাপনের খরচে ব্যয় হইবেক। এবং যে ব্যক্তি ঐ সীমাস্থ চিহ্ন পুর্ব্বোক্তমতে লোপ কি স্থানান্তর বা ক্ষতি করিয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে যদি ধরা যাইতে না পারে তবে কালেক্টর সাহেব অথবা চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট করিতে অন্য যে কর্ম্ম-কারকের ক্ষমতা আছে তিনি ঐ চিহ্ন পুনর্ব্বার স্থাপন অথবা মেরামৎ করিয়া যেমতে যথার্থ ও উচিত বোধ করেন সেইমতে তাহার খরচ এক পক্ষের কি উভয় পক্ষের স্থানে লইবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সীমার বিষয়ে বিরোধ হয় সেই সীমা ১৮২২ সালের ৭ আইনের এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ক্ষমতানুসারে এবং ঐ২ আইনের নিরূপিতমতে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সেইরূপে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রকার সীমার বিরোধের বিষয়ে এই আইনে হুকুম হইয়াছে সেই প্রকার বিরোধের নালিশ ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের প্রতি নিষেধ হইল। কিন্তু যখন তাঁহারা বোধ করেন্ যে সীমার বিরোধপ্রযুক্ত শান্তির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা আছে তখন তাঁহারা সেই বিষয় ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং তাঁহার উচিত হইবেক যে এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সীমার চিহ্ন তৎক্ষণাৎ করিয়া দেন্ এবং ঐ সীমার চিহ্নানুসারে ব্যক্তিরদের দখল বজায় রাখেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৪০ সালের ৫ আইনের কোনং কথার অর্থ ও অভিপ্রায়ের সীমা প্রকাশ করণের আইন।

যেহেতুক ১৮৪০ সালের ৫ আইনের ৪ ধারার দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে করা সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞার বিষয়ে ঐ আইন খাটিবেক না এবং যেহেতুক "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত" এই কথাতে জুষ্টিস অফ দি পীসের আদালত বুঝায় কি না ইহার সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে প্রকাশ ও হুকুম হইল যে "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত" উক্ত আইনের এই কথা জুষ্টিস অফ দি পীসের আদালত বুঝিবার এবং তাহার বিষয়ে খাটিবার অভিপ্রায় ছিল না এবং ঐ আদালত বুঝিবার ও তাহার বিষয়ে খাটিবার অভিপ্রায় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১০ আপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের ক্ষমতানুসারে যে কর্ম্মকারকেরা কার্য্য করেন তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশে অথবা প্রদেশে ফৌজদারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে স্থাপিত আদালতের দণ্ডাজ্ঞা জারীর সুগম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের ক্ষমতানুসারে যে কর্ম্মকারকেরা কার্য্য করেন তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশ বা প্রদেশের মধ্যে সেই দেশ বা প্রদেশ বাঙ্গালাস্থ ফোর্ট উলিয়ম অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর অধীন না থাকিলেও অথবা সাধারণ আইনের অধীন না হইলেও সেই দেশ অথবা প্রদেশের মধ্যে ফৌজদারী কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে যে কোন আদালত স্থাপন হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় সেই আদালতের করা দণ্ডাজ্ঞা জেলখানার ভারপ্রাপ্ত নানা কার্য্যকারক জারী করিতে পারিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত দেশ বা প্রদেশের মধ্যে যে কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরা ফৌজদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারদের পদোপলক্ষে মোহর ও সহী করা ওয়ারণ্ট হইলে তাহাই কোন আসামীকে কয়েদে রাখণের অথবা কোন আসামীকে দ্বীপান্তরে প্রেরণের কি তাহার মধ্যে লিখিত অন্য কোন দণ্ড করণের প্রচুর ক্ষমতা হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারকের নিকটে এই আইনক্রমে জারীকরণার্থ যে কোন ওয়ারণ্ট পাঠান গিয়াছে তাহা আইন সিদ্ধ কি না এই বিষয়ে অথবা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের পদোপলক্ষে মোহর বা সহী তাহাতে দেওয়া গিয়া থাকে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সেই দণ্ডাজ্ঞা দিবার এবং সেই প্রকার ওয়ারণ্ট বাহির করিবার ক্ষমতা আছে কি না এই বিষয়ে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত ঐ কর্ম্মকারকের সন্দেহ হইলে সেই কর্ম্মকারক যে গবর্ণমেণ্টের অধীন তাঁহার প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিবেন এবং আসামীকে লইয়া উত্তর কালে যাহা করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে সেই কর্ম্মকারক এবং অন্য সকল সরকারী কর্ম্মকারক সেই গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন। এবং সেই বিষয় অর্পণ থাকন সময়ে ঐ ওয়ারণ্টে যেরূপ লেখা থাকে এবং তাহাতে যে নিষেধের বা ক্ষমার হুকুম থাকে তদনুসারে সেই আসামীকে কয়েদে রাখা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জেলখানায় কয়েদথাকা আসামীরদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে চলিত আইনে যেং বিধান আছে এবং যে সকল নিয়ম চলন আছে সেইং বিধান এবং নিয়ম যেরূপে ঐ জেলখানায় কয়েদহওয়া অন্য আসামীর বিষয়ে খাটে সেইরূপে এই আইনক্রমে তথায় কয়েদহওয়া আসামীরদের বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে খাটিবেক এবং তত্তুল্য প্রবল ও চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ি নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে যে কোর্ট কমিস্যনর* স্থাপন আছে সেই আদালতের কমিস্যনরেরা এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে চারি বা ততোধিক ব্যক্তিকে বেইলিফ অর্থাৎ সারজন এবং যাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ কর্ম্মকারকেরদের মেহনতের নিমিত্তে যে মেহনতানা ঐ কমিস্যনরেরদের উচিত বোধ হয় তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ঐ২ ব্যক্তি ঐ কমিস্যনরেরদের সম্মুখে রীতিমত শপথ করিবেক এবং আপন২ পদের কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে ঐ২ কমিস্যনরের মঞ্জুর হওয়া জামিন দিবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা এইরূপে নিযুক্ত ঐ ব্যক্তিরদিগকে স্থগিত করিতে অথবা তগীর করিতে পারিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ আদালতে সময়ক্রমে যে২ বেইলিফ নিযুক্ত থাকে তাহারদিগকে ঐ কমিস্যনরেরা এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ক্রোককারি বেইলিফ ও যাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ২ কর্ম্মকারক ঐ আদালতে এক্ষণে যে মাহিয়ানা পাইতেছে তাহার অতিরিক্ত যে মেহনতানা ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করেন তাহা তাঁহারা নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি শহর কলিকাতার মধ্যস্থিত কোন বাটী বা ভূমিপ্রভৃতির ভাড়ার ১০০্ টাকার অনধিক বাকীর দাওয়া করে সেই ব্যক্তি কিম্বা সেই ব্যক্তি শহর কলিকাতাতে অনুপস্থিত থাকিলে কি সেই ব্যক্তি

---

* এই কোর্ট কমিস্যনর সামান্যতঃ ছোট আদালত নামে বিখ্যাত আছে।

পর্দ্দানসী স্ত্রী হইলে তাহার নিযুক্ত মোখ্তার যদি ঐ বাকীর সংখ্যা এবং তাহা কত দিনের বাকী এবং কি হারে ভাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল এই সকল এই আইনের শেষের লিখিত D চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে একটা সুকৃত্তিপত্র লিখিয়া দাখিল করে তবে ঐ আদালতের কোন কমিস্যনর এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে ঐং কর্ম্মকারকের কোন এক জনকে আপনার দস্তখৎ ও মোহরকরা এক ওয়ারণ্ট দিতে পারেন্ এবং ঐ ওয়ারণ্টের নির্দ্দিষ্টমতে ঐ ভাড়ার টাকা উক্ত ক্রোকের মায় সকল খরচা আদায় করিবার হুকুম ঐ ওয়ারণ্টে থাকিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন ঐ ওয়ারণ্টের দরখাস্তকারি ব্যক্তির জোবানবন্দী স্বয়ং লইয়া আপন বিবেচনামতে তাহা দিতে স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ ওয়ারণ্টের শক্তিক্রমে ঐ ভাড়ার টাকা এবং উক্ত ক্রোকের মায় খরচা শোধ করণের উপযুক্ত উক্ত বাটীপ্রভৃতিতে পাওয়া জিনিস ও সম্পত্তির সমুদয় বা কতক অংশ ঐ কর্ম্মকারক ক্রোক করিতে পারে এবং তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঐরূপ ক্রোককরা জিনিস ও সম্পত্তির এক তালিকা প্রস্তুত করিবেক এবং যে ব্যক্তির স্থানে ঐ ভাড়ার দাওয়া হইয়াছে তাহাকে অথবা ঐ বাটীপ্রভৃতিতে তাহার পক্ষে অন্য যে কোন ব্যক্তি থাকে তাহাকে এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে লিখিত এই এত্তেলা দিবেক যে ঐ এত্তেলার মধ্যে লিখিত মতে ঐ জিনিস এবং সম্পত্তি যাচাই ও বিক্রয় হইবেক। এবং ঐ কর্ম্মকারক ঐ তালিকা এবং এত্তেলার যথার্থ নকল ঐ আদালতে দাখিল করিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির স্থানে ঐ ভাড়ার দাওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি ক্রোকহওনের পর ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে কোন সময়ে ঐ আদালতের কোন এক জন কমিস্যনরের নিকটে ঐ ওয়ারণ্ট রহিত অথবা স্থগিত করণের দরখাস্ত করিতে পারে এবং তদনুসারে ঐ কমিস্যনর ঐ ওয়ারণ্ট মায় খরচা বা খরচা বিনা রহিত বা স্থগিত করিতে পারেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কমিস্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন আপন বিবেচনাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে ঐ ভাড়ার টাকা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ দরখাস্ত যদি না করা যায় তবে ঐ কর্ম্মকারকেরদের মধ্যে কোন দুই জন ক্রোক করণঅবধি ৫ পাঁচ দিন অতীত হইলে পর ঐ ক্রোকহওয়া জিনিস ও সম্পত্তি যাচাই করিতে পারে এবং তৎপরে অন্যূন দুই দিন অতীত হইলে পর যে সময় ও যে স্থান তাহারা নিরূপণ করে সেই সময় ও স্থানে নীলাম হওনের এত্তেলা এই আইনের শেষের লিখিত E চিহ্নিত তফসীলের

পাঠানুসারে লিখিয়া দিতে পারে এবং তাহারা ঐ এত্তেলার যথার্থ নকল ঐ আদালতে দাখিল করিবেক এবং ঐ জিনিস তদনুসারে বিক্রয় হইবেক এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা আদায় করণের পর ঐ কর্ম্মকারকেরা তৎক্ষণাৎ তাহা ঐ আদালতের চিফ ক্লার্ককে অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মকারককে দিবেক এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া দাবীর টাকা এবং ঐ ক্রোকের খরচা পরিশোধ হইবেক এবং যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে যে ব্যক্তির স্থানে ভাড়ার দাওয়া হইয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে ঐ নীলাম হওনের হুকুম দিতে পারে কিন্তু এমত হইলে ঐ অন্য প্রকার নীলামে যে উপরি খরচ লাগে তাহার নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির জামিন দিতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত C চিহ্নিত তফসীলে যে খরচা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ছাড়া ঐ ক্রোকের নিমিত্তে আর কোন খরচা লওয়া যাইবেক না ও দাওয়া হইবেক না এবং খরচার বাবতে এইরূপে যে টাকা আদায় হয় তাহা ঐ কমিস্যনরেরদের যেরূপ উচিত বোধ হয় সেইরূপে তাঁহারা ঐ বেইলিফ এবং যাচনদারের উপরি খরচ এবং মেহনতানাতে ব্যয় করিতে পারেন্ এবং ঐ আদালতের চিফ ক্লার্ক এক বহী রাখিবেন এবং এই আইনের বিধির অনুসারে ক্রোকী খরচার যে সকল টাকা আদায় হয় তাহা এবং ঐ বেইলিফ এবং যাচনদারেরদের মেহনতানার নিমিত্তে যে সকল টাকা দেওয়া যায় তাহা এবং ঐ ক্রোকপ্রযুক্ত যে সকল উপরি খরচ লাগিয়াছে তাহা ঐ বহীর মধ্যে রীতিমত লেখা যাইবেক এবং ক্রোকহওয়া জিনিস ও সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা যে সকল টাকা আদায় হয় এবং এই আইনের বিধির অনুসারে বাটীপ্রভৃতির মালিককে দেওয়া যায় তাহাও ঐ বহীর মধ্যে ঐ চিফ ক্লার্ক লিখিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ভাড়ার বাকী ১০০) টাকার কিম্বা তাহার কম টাকার বিষয়ি ক্রোক কেবল এই আইনের বিধির অনুসারে হইবেক এবং এই আইনক্রমে নিযুক্ত কর্ম্মকারকছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি ঐরূপ জিনিস ক্রোক করে বা ক্রোক করিতে উদ্যত হয় তবে সে অপরাধ করিয়াছে বোধ হইবেক এবং ঐরূপ বেআইনমতে বাটীতে প্রবেশ করণের নিমিত্ত তাহার অন্য যে কোন দায় পড়ে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি জরীমানা ও কয়েদের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভাড়ার ১০০) টাকার ঊর্দ্ধ বাকীর বিষয়ে এবং

কলিকাতার মধ্যস্থিত কোন বাটী বা ভূমিছাড়া অন্য কোন বাটীর বিষয়ে অথবা সরকারের পাওনা কোন ভাড়ার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না এবং যে বাটী-প্রভৃতির ভাড়ার বিষয়ে দাওয়া হয় সেই বাটীতে ক্রোককরা জিনিসভিন্ন আর কোন ক্রোকের বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর মধ্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

ওয়ারণ্টের পাঠ।

আমি তোমাকে ইহার দ্বারা হুকুম দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক ব্যক্তির এত মাসের যে ভাড়া পাওনা ছিল অর্থাৎ এত টাকা তাহার নিমিত্ত শহর কলিকাতায় অমুক রাস্তায় স্থিত অমুক ব্যক্তির বাটীতে যে জিনিস ও সম্পত্তি আছে তাহা ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে ক্রোক কর তারিখ ১ মে।

(সহী ও মোহর।)

অমুক শপথকরা বেইলিফ ও যাচনদার প্রতি আগে।

B চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর মধ্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

তালিকা ও এত্তেলার পাঠ।

(ক্রোকহওয়া জিনিসের বেওরা এই স্থানে লিখিতে হইবেক।)

তোমাকে জানান যাইতেছে যে গত অমুক দিবসে অমুক ব্যক্তির যে এত মাসের ভাড়া পাওনা ছিল তাহার সংখ্যা এত টাকার নিমিত্ত আমি অদ্য উক্ত তালিকাতে লিখিত জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছি এবং ইহার তারিখের পর ৫ পাঁচ দিবসের মধ্যে যদি তুমি ঐ টাকা এবং এই ক্রোকের মায় খরচা না দেও অথবা না দিবার কোন হুকুম কোর্ট রিক্বেষ্টের কোন এক জন কমিস্যনরের স্থানহইতে না আন তবে তাহা ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে যাচাই ও বিক্রয় হইবেক।

অমুক।
শপথকরা বেইলিফ ও যাচনদার।

অমুক প্রতি আগে।

C চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ কোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

বাটীর ভাড়ার জন্যে জিনিস ক্রোক করিলে যে রসুম লাগিবেক তাহার হার।

যত টাকার জন্যে নালিশ	ক্রোক করিবার মুক্তিপত্র ও ওয়ারণ্ট	নীলাম করিবার হুকুম	কমিস্যন	মোট	[illegible]
১৲ টাকাঅবধি ৫৲ টাকাপর্য্যন্ত	।০	॥০	॥০	১।০	
৫৲ ঐ ১০৲ ঐ	॥০	॥০	১৲	২৲	
১০৲ ঐ ১৫৲ ঐ	॥০	॥০	১॥০	২॥০	
১৫৲ ঐ ২০৲ ঐ	॥০	১৲	২৲	৩॥০	
২০৲ ঐ ২৫৲ ঐ	৸০	১৲	২॥০	৪।০	
২৫৲ ঐ ৩০৲ ঐ	১৲	১৲	৩৲	৫৲	
৩০৲ ঐ ৩৫৲ ঐ	১৲	১৲	৩॥০	৫॥০	
৩৫৲ ঐ ৪০৲ ঐ	১৲	১॥০	৪৲	৬॥০	
৪০৲ ঐ ৪৫৲ ঐ	১।০	২৲	৪॥০	৭৸০	
৪৫৲ ঐ ৫০৲ ঐ	১॥০	২৲	৫৲	৮॥০	
৫০৲ ঐ ৬০৲ ঐ	২৲	২৲	৬৲	১০৲	
৬০৲ ঐ ৮০৲ ঐ	২॥০	২॥০	৬॥০	১১॥০	
৮০৲ ঐ ১০০৲ ঐ	৩৲	৩৲	৭৲	১৩৲	

উক্ত তফসীলে যে টাকা লেখা আছে তাহার অতিরিক্ত কোন মোকদ্দমায় আর কোন খরচা লওয়া যাইবেক না কেবল যে মোকদ্দমার রাইয়ত আপনার বাটীর মালিকের দাওয়া স্বীকার না করে এবং সাক্ষিরদিগের নামে সফীনা করিতে হয় সেই মোকদ্দমায় ৪০৲ টাকার ন্যূন সংখ্যার টাকার নিমিত্তে প্রত্যেক সফীনায় ।০ আনা করিয়া দিতে হইবেক এবং ৪০৲ টাকার ঊর্দ্ধ টাকার সফীনার নিমিত্তে ৸০ আনা করিয়া দিতে হইবেক এবং যখন ক্রোকহওয়া সম্পত্তি পেয়াদার জিম্মা করিয়া দিতে হয় তখন পেয়াদাকে দিন প্রতি ।০ আনা করিয়া দিতে হইবেক।

D চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেসস্থ কোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

অমুক ফরিয়াদী।

অমুক আসামী।

কলিকাতা নগরের অমুক স্থাননিবাসি আমি অমুক শপথ করিয়া কহিতেছি যে

কলিকাতা নগরনিবাসি অমুকের স্থানে কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তায় স্থিত অমুক নম্বরী বাটী ও ভূমির এত মাসের ভাড়ার বাবৎ আমার এত টাকা যথার্থ পাওনা আছে বিশেষতঃ মাস প্রতি এত টাকার হারে অমুক মাসঅবধি অমুক মাসপর্য্যন্ত।

অমুক সালের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে শপথ করা গেল।

কমিস্যনর।

E চিহ্নিত তফসীল।

* বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

তোমাকে জানান যাইতেছে যে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে যে জিনিস ও সম্পত্তি অমুক স্থানে ক্রোক হইয়াছিল তাহা আমরা যাচাই করিয়াছি এবং তাহার এত্তেলা ও তালিকা অমুক তারিখে রীতিমত তোমার প্রতি জারী হইয়াছিল এবং ঐ আইনের বিধির অনুসারে ঐ জিনিস ও সম্পত্তি অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক স্থানে বিক্রয় হইবেক।

অমুক।
অমুক।
শপথকরা বেইলিফ ও যাচনদার।

অমুক প্রতি আগে।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৮ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে সমুদ্র অথবা নদী সিকস্ত অথবা পৈবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে সমুদ্র কিম্বা নদী সিকস্ত কি পৈবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্বের যোগ্যতার বিষয়ের কিম্বা সেই ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্বের বিষয়ের বিচার করিবার জন্যে বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের যেং ভাগের দ্বারা আদালত স্থাপন হইয়াছে এবং কার্য্যের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইং ভাগ এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশে রহিত হইবেক এবং উক্ত তারিখে ঐং দেশের মধ্যে কালেক্টর সাহেবেরদের ও ডেপুটী কালেক্টরেরদের নিকটে উপস্থিত উক্ত বিষয়ের সমস্ত মোকদ্দমা অগৌণে রহিত হইবেক। এবং উক্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণের কিম্বা তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণের জন্যে কেবল এই আইনের বিধানমতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে "উড়িষ্যা দেশ" এই কথাতে কেবল উড়িষ্যা দেশের যে অংশ বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন আছে সেই অংশই বুঝাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের যে সকল জিলাতে কি জিলার অংশে রাজস্ব সম্পর্কীয় জরীপ সম্পন্ন হইয়া গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর হইয়াছে কি উত্তর কালে সম্পন্ন হয় এবং মঞ্জুর হয় সেই জরীপ মঞ্জুর হওনের পর দশ বৎসর অতীত হইলে

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব ঐ সকল দেশে পূর্ব্ব জরীপ হওনের তারিখের পর নদীর তীরস্থ ও সমুদ্রের তটস্থ ভূমির যেং মতান্তর হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করণার্থ সময়েং নূতন জরীপ করিতে এবং উক্ত নূতন জরীপ অনুসারে নূতন নক্শা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত জিলার ও জিলার অংশের রাজস্বসম্পর্কীয় জরীপ নীচের লিখিত তারিখে মঞ্জুর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক অর্থাৎ।

জিলা চাটিগাঁ ১৮৪২ সালের ৬ সেপ্টম্বর তারিখ।
জিলা বেহার ১৮৪৪ সালের ৯ নবেম্বর তারিখ।
জিলা পাটনা ১৮৪৪ সালের ২২ জুন তারিখ।
জিলা শাহাবাদ ১৮৪৬ সালের ২৮ নবেম্বর তারিখ।
জিলা সারণ ১৮৪৭ সালের ১৮ ফেব্রুআরি তারিখ।
জিলা মুঙ্গেরের পরগনা ফরকায়া ১৮৩৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখ।
কটক প্রদেশের উত্তর অংশ ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখ।
কটক প্রদেশের মধ্যম অংশ ১৮৪৩ সালের ২২ ফেব্রুআরি তারিখ।
কটক প্রদেশের দক্ষিণাংশ ১৮৪২ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখ।
হিজলী ও তমলুক ভিন্ন জিলা মেদিনীপুর ১৮৪৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখ।
জিলা মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক ১৮৪২ সালের ৫ অক্টোবর তারিখ।
জিলা কাছাড় ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখ।
জৈন্তিয়া এবং জিলা ছিলটের পরগনা চাপঘাট ও ইছামতী ও ইতিশামনগর ও ভরণ ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখ।
জিলা গোআলপাড়া ১৮৪২ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখ।
জিলা লক্ষ্মীপুর ১৮৪৫ সালের ১০ নবেম্বর তারিখ।
জিলা শিবপুর ১৮৪৩ সালের ৮ মে তারিখ।

এবং উত্তর কালে যে সকল জিলার কি জিলার অংশের রাজস্বসম্পর্কীয় জরীপ হয় তাহার জরীপ মঞ্জুর হওনের যেং তারিখ কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় সেই তারিখ তাহার মঞ্জুর হওনের তারিখ বোধ হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত নূতন নক্শা দেখিয়া যখন স্থানীয় রাজস্বের কার্য্যকারকদিগের এমত বোধ হয় যে যে মহালের রাজস্ব একেবারে সরকারে দাখিল হয় এমত মহালের ভূমিবিকস্তি হইয়াছে অথবা পয়স্তি হইয়াছে তখন তাঁহারা অগৌণে সমস্ত মহালের মফঃসল জমাঅনুসারে বিকস্তি ভূমির মফঃসল জমা যত হয়

তাহার হিসাব করিয়া সমুদয় মহালের সদর জমাঅনুসারে সিকস্ত ভূমির সদর জমা যত হয় তাহা মিনাহ দিবেন কিন্তু সমুদয় মহালের কিম্বা লুপ্ত ভূমির মফঃসল জমা যদি ঐ স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা হৃদ্বোধমতে নিরূপণ করিতে না পারেন তবে ঐ স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা সমুদয় মহালের মোট ভূমির যত ভূমি সিকস্ত হইয়াছে তাহার হিসাব করিয়া সেই হিসাবঅনুসারে সদর জমাহইতে জমা মিনাহ দিবেন। এবং এইরূপে জমা মিনাহ দেওন এবং তাহার কারণের এক রিপোর্ট সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও হুকুমের নিমিত্তে স্থানীয় রাজস্বের কার্য্যকারকেরা অগৌণে তথায় পাঠাইবেন এবং তদ্বিষয়ে সদর বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নূতন নক্শা দেখিয়া যখন নানা স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকদিগের এমত বোধ হয় যে সরকারে একেবারে রাজস্ব দেওনিয়া মহালের কোন ভূমি পৈবস্ত হইয়াছে তখন চরের রাজস্ব ধার্য্যকরণার্থ যে বিধি চলন আছে তদনুসারে তাঁহারা সরকারের নিমিত্তে সেই পৈবস্ত হওয়া ভূমির উপর অগৌণে কর বসাইবেন এবং তাঁহারা আপনারদের কার্য্যের রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ সদর বোর্ড রেবিনিউর নিকটে পাঠাইবেন এবং তদ্বিষয়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নূতন নক্শাদৃষ্টে যখন নানা স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের এমত বোধ হয় যে কোন বৃহৎ এবং নৌকাগমনাগমনের যোগ্য নদনদীর মধ্যে যেপ্রকার চর কি দ্বীপ ১৮২৫ সালের ১১ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে সরকারের দখল করণের উপযুক্ত সেই প্রকার কোন চর কি দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে তখন তৎস্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা সরকারের তরফে সেই চর বা দ্বীপ তৎক্ষণাৎ দখল করিবেন এবং কর নিরূপণের বিষয়ে যেং বিধি চলন আছে তদনুসারে তাহার উপর কর ধার্য্য ও বন্দোবস্ত করিবেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের কার্য্যের রিপোর্ট সদর বোর্ড রেবিনিউর মঞ্জুর হওনার্থ তথায় পাঠাইবেন এবং করের বিষয়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে হুকুম দেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা কোন দ্বীপ দখল করিলে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে সেই ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা তদ্বিষয়ের নালিশ করিতে পারে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে চরের ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণ বিষয়ে কিম্বা

তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণের বিষয়ে যে মোকদ্দমা স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে আপীল হইয়া আছে অথবা সেইপ্রকার যেং মোকদ্দমা অধস্থ বাজেয়াপ্তী আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া এই আইন জারী হওনের তারিখের সময়ে পুর্ব্বের চলিত আইনানুসারে স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের আদালতে আপীলহওনের যোগ্য আছে সেইং প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা কিছু অন্যথা হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ সকল মোকদ্দমা চলিবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দ্বীপের মালিকী স্বত্ব বিষয় ছাড়া এই আইনের দ্বারা দত্ত ক্ষমতানুসারে যথার্থমতে যে কোন কার্য্য করা যায় তাহার বিষয়ে সরকারের কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে কোন আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে এই আইন ১৮৪৭ সালের ১৯ জুন তারিখে জারী করেন।

১৮৩৬ সালের ৩০ আইন সংশোধনের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন ১৮৪৪ সালের ১৪ আইনের বিধানের অসম্পর্কীয় কোন আদালত ১৮৩৬ সালের ৩০ আইনের বিধিক্রমে কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডের হুকুম দেন তখন ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে দ্বীপান্তর প্রেরণের উপযুক্ত পাত্র বোধ না করিবার বিশেষ কারণ না থাকিলে ঐ আদালত ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম দিবেন এবং ঐ বিশেষ কারণ রোয়দাদের মধ্যে লিখিতে ঐ আদালতকে ইহার দ্বারা হুকুম দেওয়া গেল।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

যে আইনের দ্বারা মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের জরীমানা করণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রদ করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে "মুনসেফেরদিগহইতে আপনং ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের মধ্যে কর্ম্মহইতে তগীর কি সস্পেণ্ড না হইতে পারিবার মত আরং প্রকার বিরুদ্ধাচরণ ও সৈথিল্য হইলে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ২০) কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা তাঁহারদিগের স্থানে লন্ ও এমতং গতিকের বিষয়েতে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক।"

এবং যেহেতুক ঐ আইনের ৬৭ ধারানুসারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে ঐ বিধান যেমন মুনসেফের বিষয়ে খাটে তেমনি সদর আমীনের বিষয়েও খাটান যায়।

এবং যেহেতুক মুনসেফেরদের ও সদর আমীনেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা বিচারকরণ-সম্পর্কীয় যে উচ্চ পদ এক্ষণে হইয়াছে তদৃষ্টে ঐ বিধান তাঁহারদের বিষয়ে উপযুক্তমতে আর খাটে না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ঐ আইনের ৬৭ ধারার যে ভাগে লেখে যে ঐ প্রকরণ সদর আমীনের বিষয়ে খাটে সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ. আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৩৯ সালের ১৪ আইন যেপর্য্যন্ত সিংহল দ্বীপে ভারতবর্ষনিবাসি ব্যক্তিরদের গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত তাহা রদ করণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনে এমত হুকুম হইল যে ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের বাহিরে কোন ইঙ্গলণ্ডীয় কি ভিন্নাধিকারির বসতিতে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির সহিত যে কেহ চুক্তি করিবেক কি মজুরের ন্যায় খাটিবার নিমিত্তে ঐ রাজ্যহইতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে গমনার্থে জানিয়া শুনিয়া প্রবৃত্তি দিবেক বা তাহার সাহায্য করিবেক সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সমীপে সাব্যস্ত হইলে এদেশীয় যে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করা গিয়াছে কি যাহার সাহায্য করা গিয়াছে বা যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া গিয়াছে সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ অপরাধি ব্যক্তি ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কিন্তু এদেশীয় যে কোন নাবিক স্বেচ্ছাক্রমে কোন জাহাজের কর্ম্ম করিতে চুক্তি করে কি সেই চুক্তির অনুসারে সেই জাহাজে আরোহণ করে কিম্বা যে কেহ কেবল দাস্য কর্ম্ম করিতে চুক্তি করে অথবা সেই প্রকার দাসের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করে সেই২ ব্যক্তির বিষয়ে এই আইনের লেখা কোন কথা যে খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না।

এবং যেহেতুক সিংহল দ্বীপ ভূগোলসম্পর্কে ও পুরাবৃত্তসম্পর্কে এবং জাতিসম্পর্কে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের সদৃশ।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ দ্বীপে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি কোন চুক্তি করে কি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত

দেশহইতে উক্ত দ্বীপে গমনার্থ কোন ব্যক্তিকে জানিয়া শুনিয়া প্রবৃত্তি দেয় বা তাহার সাহায্য করে সেই ব্যক্তি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের যে ভাগের দ্বারা দণ্ডের যোগ্য হয় সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু যেহেতুক উক্ত দ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ব্যবস্থাপক ক্ষমতার অধীন নহে এবং ভারতবর্ষের যে লোকেরা ঐ দ্বীপে গমন করে তাহারা ঐ দ্বীপ ছাড়িয়া কোন ইঙ্গলণ্ডীর বা ভিন্নাধিকার দেশীয় বসতিতে গমন করিলে যে অনিষ্ট হইতে পারে সেই অনিষ্টহইতে তাহারদিগকে রক্ষা করণার্থ উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইন করিতে পারেন্ না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যাবৎ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে এইমত জ্ঞাত না করা যায় যে ঐ দ্বীপে গমনশীল ভারতবর্ষের ঐ লোকেরদের পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টহইতে রক্ষার জন্যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে২ আইন উচিত বোধ করেন সেই২ আইন ঐ দ্বীপের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং সেইরূপ সম্বাদ পাইবার বিষয় গেজেটে এস্তেলা না দেন তাবৎ এই আইন আমলে আসিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার কতক ভাগ রদ করণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার এবং তদনুযায়ি ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার যে ভাগে নালিশী আরজী নকল বহীতে লেখা যাইবার হুকুম আছে তাহা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে কলিকাতা শহরের ভূমির জরিপকরণের আইন।

যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে কলিকাতা শহরের সকল ভূমির যথার্থ জরিপ করা উচিত বোধ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব এক জন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ কর্ম্মকারক ঐ ভূমি জরিপ করিবেন এবং যেপর্য্যন্ত জানা যাইতে পারে সেইপর্য্যন্ত ঐ ভূমির মালিকেরদের ও দখীলকারেরদের নাম রেজিষ্টরী করিবেন এবং ঐ কর্ম্মকারক ঘোষণার দ্বারা ঐ বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত ভূমি ও বাটীর মালিক ও দখীলকার সকল ব্যক্তিকে উক্ত সীমার মধ্যে যে কোন স্থানে তাঁহার দফ্তরখানা স্থাপন হয় সেই স্থানে তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইতে কিম্বা উপস্থিতহওনার্থ রীতিমতে কোন মোখ্তারকে নিযুক্ত করিতে এবং উক্ত জমীর পুর্ব্বাকার ও বর্ত্তমান সীমানা নিশ্চয় করণের জন্যে যে সকল পাট্টা ও ভূমির খাজানার বিল এবং বিক্রয়পত্র কিম্বা অন্য যে কোন দলীলের আবশ্যক হয় তাহা আপনারদের সঙ্গে আনিতে তলব করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কর্ম্মকারকের এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক যে উক্ত বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত কোন ভূমি অথবা বাটীতে এবং যে ভূমিতে কোন ঘর বা বাটী কি অন্য এমারৎ গাঁথা হইয়াছে বা গাঁথা যাইতেছে কি গাঁথিবার কল্পনা আছে তাহার মধ্যে এবং কোন এমারতে কি এমারতের কোন ভাগে দিবাভাগে সকল উপযুক্ত ঘণ্টায় প্রবেশ

করেন অথবা তাঁহার তাবেদার কর্ম্মকারককে প্রবেশ করিবার হুকুম দেন এবং সেইরূপে প্রবেশ করণের জন্যে বা নিমিত্তে অথবা সেই স্থানের কোন ভাগে এই আইনানুসারে যে কোন কর্ম্ম করেন্ বা করিতে উদ্যত হন্ তাহার জন্যে আইনক্রমে অথবা একুটিক্রমে তাঁহার নামে কোন নালিশ হইতে পারের না অথবা তাঁহার প্রতিকূলে আইনসম্বন্ধীয় অন্য কোন কার্য্য বা ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ঐ ভূমি বা বাটীতে তৎসময়ে কোন ব্যক্তি থাকে তবে সেই ব্যক্তির অনুমতি না পাইলে অথবা তাঁহার বা তাঁহারদের প্রবেশ করণের মানসের উপযুক্ত এত্তেলা উক্ত ব্যক্তিকে না দিলে ঐ কর্ম্মকারক কি তাঁহার তাবেদার আমলারা ঐ ভূমি অথবা বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।' আরো জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এই আইনের হুকুমমতে কোন স্থানে প্রবেশ করণ কিম্বা অন্য কোন কার্য্য করণপ্রযুক্ত উক্ত কোন কর্ম্মকারক কিম্বা অধীন কর্ম্মকারকের নামে যদি সুপ্রিম কোর্টে নালিশ আরম্ভ হয় তবে সেই কর্ম্মকারক কিম্বা তাবেদার কর্ম্মকারক তাহার "জেনরল ইসু" *নামক জওয়াব দিতে পারেন এবং বিশেষ বিষয়ের সাক্ষ্য* দিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কর্ম্মকারক অথবা তাঁহার তাবেদার কোন আমলারদের কর্ত্তব্য কার্য্য করণের সময়ে অথবা এই আইনক্রমে অথবা তাহার শক্তিক্রমে কি এই আইনপ্রযুক্ত তাঁহারদের যে কোন কার্য্য করিতে হয় তাহা করণ এবং নির্ব্বাহকরণ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মকারককে অথবা তাঁহার তাবেদার আমলারদিগকে অবরোধ করে কি উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার দোষ শহর কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে সেই ব্যক্তি ২০০) টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং যেহেতুক এমত হইতে পারে যে এই আইনের ১ ধারার নিরূপিত এত্তেলা প্রত্যেক গতিকে সফল হয় না অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারক উক্ত বিশেষ সীমার মধ্যস্থিত ভূমি বা বাটীর মালিক কি দখীলকার ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার মোখ্তার কি প্রতিনিধিকে আপনার পদোপলক্ষে মোহর ও দস্তখৎযুক্ত এক বিশেষ এত্তেলা দিতে পারেন্ এবং যে নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির হাজির হওনের আবশ্যক আছে তাহা এবং এই আইনের কার্য্য সিদ্ধ হওনের জন্যে যে কোন দলীল ঐ ব্যক্তির আপনার সঙ্গে আনিতে প্রয়োজন হইবেক তাহা এবং যে মিয়াদের মধ্যে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ এত্তেলানামাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকিবেক এবং যদি সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় তবে তাহার সামান্য বাসস্থান উক্ত বিশেষ সীমার মধ্যে থাকিলে সেই বাসস্থানে তাহা লট্কান যাইবেক

কিম্বা যদি তাহার বাসস্থান সেই সীমার মধ্যে না থাকে তবে যে ভূমির জরিপ হইবেক তাহাতে এস্তেলা লট্‌কান যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তির কোন দলীল দেখাইতে যদি কোন ওজর থাকে তবে তাহা দেখাইতে তাহাকে হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়সম্বন্ধীয় কোন তজবীজ করণের জন্যে জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ তাঁহার নিকটে হাজির হইতে আপনার দস্তখৎকরা এক লিপির দ্বারা তলব করিতে পারেন্ এবং যে সময়ে ও যে স্থানে হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ তলবচিঠীতে লেখা থাকিবেক এবং যে প্রত্যেক সাক্ষী সেইমতে রীত্যনুসারে তলবচিঠী পাইয়া হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া শপথ অথবা সুকৃতি কি প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষ্য দিতে অথবা জরিপ-করণিয়া কর্ম্মকারক আইনমতে যে সকল জিজ্ঞাসা করিতে পারেন্ তাহার উত্তর দিতে স্বীকার না করে সেই প্রত্যেক সাক্ষী সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকদ্দমায় হাজির হইতে ত্রুটি করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তদ্বিষয়ের নালিশ হইলে সুপ্রিম কোর্টে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন সাক্ষির ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকা-রকের সম্মুখে জোবানবন্দী দিতে হয় সেই সাক্ষির জোবানবন্দী শপথপূর্ব্বক লওয়া যাইবেক এবং ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারকের সেইরূপ শপথ করাওনের ক্ষমতা ইহার দ্বারা দেওয়া গেল। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল গতিকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করণের অনুমতি হইতে পারে এইমত সকল গতিকে ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারক শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করাইবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন সাক্ষী যদি ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারকের সম্মুখে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতিক্রমে খামখা ও জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই সাক্ষী খামখা ও দূষণীয় মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিয়োগের দ্বারা কতক ও ঘরের টাক্সদেওনিয়ারদের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর সংস্থাপন করণের আইন।

যেহেতুক তৃতীয় জর্জ্জের ৩৩ বৎসরায় আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার দ্বারা ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে এবং তন্নিমিত্ত নিযুক্ত জুষ্টিস অফ দি পীস ঘরের যে টাক্স বসাইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই টাক্স আদায় এবং ব্যয় করণের বিষয়ি কতক২ ক্ষমতা ঐ২ জুষ্টিস অফ দি পীসের প্রতি অর্পণ হইয়াছিল এবং কতক কর্ত্তব্য কার্য্যের ভার তাঁহারদের প্রতি দেওয়া গিয়াছিল। এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ২৪ আইনের দ্বারা উক্ত ঘরের টাক্সবিষয়ি আইনের কতক ফেরফার হইয়াছিল।

এবং যেহেতুক দৃষ্ট হইতেছে যে শহর কলিকাতার মোরী ও নরদমা ও ঐ শহর নিবাসিরদের গৃহের ব্যবহারার্থ এবং ঐ নরদমা উপযুক্তরূপে পরিষ্কার করণার্থ জল অতি অপ্রচুর আছে এবং শহরের মধ্যে উপযুক্তরূপে বায়ু বহনের এবং পথ ও রাস্তা মেরামৎ ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে আলো দেওনের এবং প্রশস্ত রাস্তার দ্বারা গমনাগমনের সুগম করণের এবং অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ ও উঠাইয়া দেওনের এবং উক্ত শহরের দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ উপযুক্ত উপায় অত্যন্ত অপ্রচুর আছে এবং এই সকল কারণপ্রযুক্ত শহরে অত্যন্ত পীড়া ও বড় মারী হইতেছে। এবং যেহেতুক যে আইন ও বিধান এক্ষণে চলন আছে এবং ঐ২ কার্য্যের নিমিত্তে যে অর্থ নিযুক্ত আছে তাহা এইমত ভারি অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকার করণের নিতান্ত অপ্রচুর এবং যেহেতুক এই২ বিষয়ের প্রতিকার করা অত্যাবশক।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে নগরীয় কার্য্যের নিমিত্তে টাক্স অর্থাৎ করের বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন এই নামযুক্ত ১৮৪০ সালের ২৪ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ঘরের টাক্স আদায় ও ব্যয় করণের বিষয়ি উক্ত সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কার্য্য ১৮৪৮ সালের ১ জানুআরি তারিখ অবধি ও তাহার পর শহর কলিকাতার উক্ত জুষ্টিস সাহেবেরদের প্রতি আর অর্পণ থাকিবেক না এবং তাঁহারদের দ্বারা আর নির্ব্বাহ হইবেক না এবং ঐ ক্ষমতা ও কার্য্য এক বোর্ডের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং তাহাতে সাত জন কমিস্যনর থাকিবেন এবং তাঁহারদের নাম কলিকাতা শহরের উত্তমতা করণের কমিস্যনর হইবেক এবং তাঁহারদের মধ্যে তিন জন বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন আর চারি জন কলিকাতা শহরের ঘরের টাক্সদেওনিয়া ব্যক্তিরদের দ্বারা মনোনীত হইবেন অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিত প্রত্যেক পল্লির টাক্সদেওনিয়ারদের দ্বারা এক২ জন।

প্রথম অর্থাৎ উত্তর পল্লির উত্তর অংশ তাহার সীমা এই

A উত্তর। মহারাষ্ট্রীয় নরদমা।
দক্ষিণ। কটন ষ্ট্রিট ও মীরবহরের ঘাটের রাস্তা।
পূর্ব্ব। চিতপুরের রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।

B উত্তর। মহারাষ্ট্রীয় নরদমা।
দক্ষিণ। মাছুআ বাজার।
পশ্চিম। চিতপুরের রাস্তা।
পূর্ব্ব। মধ্যম রাস্তা।

C উত্তর ও পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
দক্ষিণ। মাছুআ বাজারের রাস্তা।
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা।

দ্বিতীয় অর্থাৎ উত্তর পল্লির দক্ষিণ অংশ। তাহার সীমা।

A উত্তর। কটন ষ্ট্রিট ও মীরবহরের ঘাটের রাস্তা।
দক্ষিণ। পোলীসঘাট ও হের ষ্ট্রিট ও লালদীঘির উত্তর দিগ ও লালবাজার।
পূর্ব্ব। চিতপুরের রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।

B উত্তর। মাছুআ বাজার।
দক্ষিণ। বহুবাজারের রাস্তা।
পূর্ব্ব। মধ্যম রাস্তা।
পশ্চিম। চিতপুরের রাস্তা।

C উত্তর। মাছুআ বাজার।
দক্ষিণ। বহুবাজারের রাস্তা।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা।

তৃতীয় অর্থাৎ দক্ষিণ পল্লির উত্তর অংশ। তাহার সীমা।

A উত্তর। পোলীসঘাট ও হের ষ্ট্রিট ও লালদীঘির উত্তর দিগ ও লাল-বাজার।
দক্ষিণ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম এসপ্লানেড রো।
পূর্ব্ব। কসাইটোলার রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।
B উত্তর। বহুবাজারের রাস্তা।
দক্ষিণ। ধর্ম্মতলা।
পশ্চিম। কসাইটোলা।
পূর্ব্ব। মধ্যম রাস্তা।
C উত্তর। বৈঠকখানার রাস্তা।
দক্ষিণ। ধর্ম্মতলার রাস্তা।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা।

চতুর্থ অর্থাৎ দক্ষিণ পল্লির দক্ষিণ অংশ। তাহার সীমা।

A উত্তর। ধর্ম্মতলার রাস্তা।
দক্ষিণ। পার্ক ষ্ট্রিট।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। চৌরঙ্গীর রাস্তা।
B দক্ষিণ ও পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
উত্তর। পার্ক ষ্ট্রিট।
পশ্চিম। চৌরঙ্গীর রাস্তা।

অথবা অন্য যে পল্লী বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব সময়ে ২ নিরূপণ করেন। কিন্তু ঐ টাক্সদেওনিয়ারা ঐ কমিস্যনরদিগকে মনোনীত করিতে যদি ত্রুটি করে তবে বাঙ্গলা দেশের উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন। এবং যে কমিস্যনরদিগকে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব নিযুক্ত করেন তাঁহারদের কোন

কাহার পদ কোন সময়ে শূন্য হইলে উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব সেই পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে২ মাহিয়ানা সময়ে২ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতিক্রমে ধার্য্য করেন্ তাহা ঐ২ কমিস্যনর একে২ পাইবেন এবং ঐ২ কমিস্যনরের প্রতি পূর্ব্ব অথবা পশ্চাৎ লিখিত যে ক্ষমতা অর্পণ হইল এবং যে কার্য্যের ভার দেওয়াগেল তাহা নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তি করণার্থ পাঁচ জন বৈঠক করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের ১৫৮ ধারা অথবা এই আইনক্রমে ধার্য্য ঘরের টাক্স বা করের বাকী আদায়ের নিমিত্তে ঐ২ কমিস্যনরের কোন এক জন ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রত্যেক পল্লিতে উক্ত মনোনীত কমিস্যনরেরদের মনোনীত করণের সময় ও স্থান ও রীতি যে পাণ্ডুলেখ্যে ঐ শহরের টাক্স ধার্য্যহওয়া বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক এবং দখীলকার ব্যক্তিরদের অন্যূন এক শত জনের সাধারণ বৈঠকে সম্মত হয় এবং ঐ বৈঠকের পক্ষে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব হয় ও তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর হয় সেই পাণ্ডুলেখ্যঅনুসারে ঐ সময়প্রভৃতি নিরূপণ হইবেক। কিন্তু এইরূপ মনোনীত করণ কার্য্য প্রতিবৎসরে হইবেক ইতি।

এবং জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যদি এক মাসের মধ্যে সেইরূপ কোন সাধারণ বৈঠক না হয় অথবা ঐ বৈঠক হওনের পর যদি এক মাসের মধ্যে ঐরূপ কোন পাণ্ডুলেখ্য ঐ বৈঠকের পক্ষে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে দরপেশ না হয় তবে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব উক্ত সকল কমিস্যনরকে আপনি নিযুক্ত করিতে পারেন্।

এবং জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ পাণ্ডুলেখ্য বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতির নিমিত্তে তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন এবং যাবৎ ঐ সম্মতি লিখনের দ্বারা জ্ঞাপন করা না যায় তাবৎ ঐ পাণ্ডুলেখ্য বলবৎ হইবেক না ইতি।

৫ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর এই

আইনের শেষে লেখা তফসীলের নির্দ্দিষ্ট নানাপ্রকার "কারেজ" এবং কার্ট অর্থাৎ ব্যক্তি এবং জিনিস বহনের গাড়ি এবং ঘোড়ার মালিক অথবা ব্যবহারকারিরদের উপর ঐ তফসীলের লিখিত হারানুসারে উক্ত শহরের মধ্যে কর বসাইতে ঐ২ কমিস্যনরের ক্ষমতা থাকিবেক। এবং আড়গড়ারাখণিয়া এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা ভাড়ার নিমিত্তে গাড়ি ও ঘোড়া রাখে তাহারদের সঙ্গে ঐ২ কমিস্যনরের এমত বন্দোবস্ত করণের ক্ষমতা ও বিবেচনার শক্তি থাকিবেক যে উক্ত তফসীলের লিখিত হারানুসারে তাহারদের যে কর দেয় হইত তাহার পরিবর্ত্তে তাহারদের আড়গড়ার গাড়ি ও ঘোড়ার উপর বার্ষিক করের বিশেষ হারের বন্দোবস্ত করেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তফসীলের লিখিত হারানুসারে ঐ২ কর তিন২ মাস অন্তরে আদায় হইবেক। এবং যে ব্যক্তি ত্রৈমাসিক সময়ের মধ্যে ত্রিশ দিনপর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে কোন গাড়ি বা ঘোড়ার মালিক ছিল বা তাহা ব্যবহার করিয়াছে সেই ব্যক্তি সেই সম্পূর্ণ তিন মাসের করের দায়ী হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি কোন এক ত্রৈমাসিক সময়ের মধ্যে ত্রিশ দিনপর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে কোন গাড়ি বা ঘোড়ার মালিক ছিল না বা তাহা ব্যবহার করে নাই সেই ব্যক্তি কোন গাড়ি বা ঘোড়ার বাবৎ করের দায়ী হইবেক না। আরো জানা কর্ত্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ঘোড়া বা চড়িবার কি জিনিসের গাড়ির বাবতে এই প্রকার কোন কর লওয়া যাইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ঘরের টাক্স তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরীয় আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার এবং এই আইনের ২ ধারার হুকুমক্রমে নির্দ্দিষ্ট করা যায় তাহার সংখ্যা এত হইবেক যে এই আইনের ৫ ধারার অনুসারে কমিস্যনরের দ্বারা যে২ কর বসান যায় তাহা লইয়া এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত কমিস্যনরকে যে২ টাকা অর্পণ করেন তাহা লইয়া এই আইনের নিরূপিত অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করণার্থ ঐ২ কমিস্যনরের বোধে প্রচুর হয় এবং উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের ১৫৮ ধারাতে ইহার বিপরীত কিছু লেখা থাকিলেও তাহাতে হানি হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতি বিনা কোন স্থাবর সম্পত্তির নিরূপিত মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক টাক্স বসান যাইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ কমিস্যনরের যে২ ঘরের টাক্স ও কর

বসাইতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণ এবং আদায় করণার্থ ঐ২ কমিস্যনর যেমত উচিত বোধ করেন্ সেই মতে এক বা ততোধিক নিরূপণকর্ত্তা এবং এক বা ততোধিক কালেক্টর নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ নিরূপণকর্ত্তা ও কালেক্টরের পদ সংযোগ করিতে পারেন্ এবং নিরূপণকর্ত্তা ও কালেক্টরেরদের প্রতি অর্পিত কার্য্যের উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থ যেমত ঐ২ কমিস্যনরের উচিত বোধ হয় সেইমত নিয়ম করিতে পারেন্ এবং জামিন লইতে পারেন্ এবং যে২ মাহিয়ানা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিতে উচিত বোধ করেন্ সেই২ মাহিয়ানা ঐ নিরূপণকর্ত্তা ও কালেক্টরেরা পাইবেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের এবং এই আইনের অনুসারে যে কোন কর বা বাটীর টাক্স বসান যায় বা ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হয় তাহার মধ্যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক বা দখীলকারেরদের নাম বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যে ভূমি সম্পত্তির উপর টাক্স বসান যায় তাহা যদি চেনা যাইতে পারে তবে প্রচুর হইবেক এবং কোন রাস্তায় নম্বরকরা বাটীর বিষয়ে হইলে যদি ঐ টাক্সদায়ি বাটী যে রাস্তায় থাকে তাহার নাম ও ঘরের নম্বর বিশেষ করিয়া লেখা থাকে তাহাতে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টক্রমে এবং এই আইনানুসারে যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির উপর টাক্স বসান যায় সেই টাক্স যদি না দেওয়া যায় তবে সেই বাটীপ্রভৃতির মালিকের জিনিস ও সম্পত্তি যেখানে থাকে ক্রোক হইতে পারে (কেবল পশ্চাৎ লিখিত লুকান জিনিস ও সম্পত্তি বর্জিত থাকিল।) এবং যে বাটীপ্রভৃতির টাক্স নিরূপণ হইয়াছে তাহার মধ্যে যে সকল জিনিস ও সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ক্রোক করণের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক বৎসরের যে টাক্স বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারে। এবং যদি এইমত গতিকে যে ব্যক্তি ঘর ভাড়া করিয়া তাহাতে থাকে তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক হয় তবে ঐ ভাড়াটিয়ার তৎপরে যে ভাড়া দিতে হইবেক তাহাহইতে ঐ টাক্সের টাকা বাদ দিতে পারে ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন এইমত শোবে হয় যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্ট এবং এই আইনানুসারে ক্রোক হওনের যোগ্য জিনিস ও সম্পত্তি কোন অন্তঃপুরের মধ্যে লুক্কায়িত আছে তখন পরওয়ানা জারী করণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক যে কমিস্যনর ঐ পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে তদ্বিষয়ের বিশেষ

রিপোর্ট করিবেন এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টে সেই প্রকার গতিকে জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করণার্থ যেং নিয়ম চলন আছে সাধ্যপর্য্যন্ত তিনি তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐং কমিস্যনর পশ্চাৎ লিখিত বিষয়ের নিমিত্তে বিধি করিতে পারেন্ এবং তাঁহারদের প্রতি বিধি করিতে ইহার দ্বারা হুকুম হইতেছে এবং যেমন আবশ্যক বোধ হয় তেমন নূতন বিধি করিতে পারেন্ অথবা পুরাতন বিধি অন্যথা কি মতান্তর করিতে পারেন্ অর্থাৎ উক্ত টাক্স নিরূপণ ও আদায় করণের সময় ও প্রকারের বিষয়ি এবং তন্নিমিত্ত যে সম্বাদের আবশ্যক হয় তাহা ব্যক্তিরদিগকে জোর করিয়া দেওয়াওনের বিষয়ি এবং তন্নিমিত্ত উক্ত বিধির দ্বারা যে কর্ত্তব্য কার্য্য কাহারু প্রতি অর্পণ হয় তাহা না করণেতে ঐ ব্যক্তিরদের জরীমানা নিরূপণ করণের বিষয়ি এবং সেই নিমিত্তে ঐং কমিস্যনরের তাবে কর্ম্মকারি ব্যক্তিরদের বাধা জন্মাওনের অপরাধিরদের জরীমানা করণের বিষয়ি নিয়ম কিন্তু কোন গতিকে ঐ জরীমানা ১০০৲ টাকার অধিক হইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বিধিসকল বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব হইবেক এবং তিনি ঐ বিধি মঞ্জুর করিলে পর তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দরপেশ করিবেন এবং তাহা সেইখানে মঞ্জুর হইলে ঐ সকল বিধান আইনের মত বলবৎ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যাবৎ ঐ বিধান এইরূপে প্রস্তুত না হয় এবং মঞ্জুর না হয় তাবৎ কোন টাক্স আদায় হইবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির পূর্ব্বোক্ত টাক্স আদায় করিবার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত যে ক্রোকের পরওয়ানা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রকার ক্রোকী পরওয়ানার দ্বারা ঐং কমিস্যনর উক্ত টাক্সের বকেয়া আদায় করিতে পারেন্ এবং উক্ত নিয়মানুসারে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা আদায় করিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত টাক্স ও কর লইয়া প্রথমে ঐ কমিস্যনরের-দের সকল মাহিয়ানা ও সিরিশ্তার খরচ এবং বাজেখরচ দেওয়া যাইবেক এবং তৎপরে তাহার সমুদয় টাকা এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল

বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে যেং টাকা ঐং কমিস্যনরকে অর্পণ করিতে হুকুম দেন্ তাহা পশ্চাৎ লিখিত কার্য্যে ব্যয় হইবেক ইতি।

১। শহরের সকল স্থানেতে জল দেওনার্থ পুষ্করিণী ও জলপথ খননকরণ।

২। শহরের যেং স্থানে ঘর অতিঘন আছে সেইং স্থানে রাস্তা এবং চক প্রস্তুত করণ।

৩। অপ্রবাহ জলাশয় পূর্ণকরণ এবং বায়ুর স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের অবরোধ উঠাইয়া দেওন।

৪। পথ ও রাস্তাতে আলো দেওন ও জল দেওন।

৫। পথ ও রাস্তা এবং শহরের নরদমা পরিষ্কার করণ ও মেরামৎ করণ।

৬। এবং সামান্যতঃ শহরের উত্তমতা করণ ও শোভাকরণ।

তফসীল।

	টাকা।
দুই ঘোড়া যোতা স্প্রিঙ্গের উপরে বসান চারি চাকার গাড়ি বৎসরে ...	৩২
এক ঘোড়ার ঐ ঐ	৭
এক কি দুই ঘোড়া যোতা স্প্রিঙ্গের উপর দুই চাকার গাড়ি ...	১৬
কেরাচি গাড়ি	৫
ছকড়া গাড়ি	৫
বলদ গাড়ি	৫
সওয়ারী বড় বা ছোট ঘোড়া	১৮৴
গাড়ি টানিবার প্রত্যেক বড় ঘোড়া	২
ঐ ঐ প্রত্যেক ছোট ঘোড়া কি টাট্টু	১
গাড়ি টানিবার কি বোঝা বহিবার প্রত্যেক বলদ	॥০

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৬ নবেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রেসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের সময়ে প্রকাশ না হওয়া ত্রুটির বিষয়ে আইনে যে দোষ আছে তাহা শুধরাইবার আইন।

যেহেতুক এমত বিধান আছে যে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের বিষয়ে যদি এমত দৃষ্ট হয় যে তাহা নির্ব্বাহ করণেতে ত্রুটি হইয়াছিল তবে ঐ ত্রুটি হওনের পরে ঐ মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের যে সকল কার্য্য হয় তাহা অসিদ্ধ এবং যেহেতুক এই বিধানেতে অনেক ক্লেশ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতে যে সকল মোকদ্দমা কিম্বা আপীল এক্ষণে উপস্থিত আছে কিম্বা উত্তর কালে উপস্থিত করা যায় এবং যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর আপীল হইতে পারে সেই সকল মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট কোন ত্রুটি করিলে যদি অন্য পক্ষ সেই ত্রুটি না ধরিয়া মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের কোন কার্য্য করে অথবা সেই অন্য পক্ষ সেইমত কোন কার্য্য করিলে বা না করিলে যদি সেই মোকদ্দমায় কিম্বা আপীলে আদালত ডিক্রী করিয়াছেন তবে ঐ ত্রুটি খণ্ডন হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 —Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা কিম্বা আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হওনপ্রযুক্ত অসিদ্ধতার যে দোষ হইয়াছে তাহা খণ্ডনের আইন।

যেহেতুক কোন২ ব্যক্তি রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং যেহেতুক কোন২ গতিকে আদালতের দিবসভিন্ন অর্থাৎ যে২ দিবসে জিলা কিম্বা শহরের আদালত কর্ম্মের নিমিত্ত খোলা ছিল এমত দিবসভিন্ন অন্য২ দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া ঐ কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা রেজিষ্টরীহওয়া কিম্বা আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে রেজিষ্টরীহওয়া কোন দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী আইনমতে সিদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে যাঁহারা রীতিমতে রেজিষ্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা রেজিষ্টরস্বরূপ যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন সেই২ কর্ম্ম তাঁহারা রীতিমতে সেই পদে নিযুক্ত হইলে যেরূপ আইনানুসারে সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক এবং নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের দ্বারা কিম্বা রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়া যাঁহারা ঐ কর্ম্মের ভার পাইয়াছেন তাঁহারদের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম

হইয়াছে সেই সকল কর্ম্ম আদালতের দিবসে করা গেলে যেমন আইনমতে সিদ্ধ হইত তেমনি সিদ্ধ হইবেক ও নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রন্থস্বত্বনামক স্বত্ব নির্ণয় ও প্রবল করণের দ্বারা ঐ দেশের মধ্যে বিদ্যার সাহায্য করণের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যেং ভাগে ইঙ্গলণ্ড দেশের "কামন লা" নামক আইন চলন হইয়াছে সেইং ভাগে গ্রন্থস্বত্ব নামক স্বত্ব ইঙ্গলণ্ড দেশের "ঐ কামন লা" আইনের দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

এবং যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য ভাগে ন্যায় ও যথার্থতার নিয়মের শক্তিক্রমে ঐ স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

এবং যেহেতুক বিদ্যার সাহায্য করণার্থ ইহা বাঞ্ছনীয় যে ঐ স্বত্ব থাকনের বিষয়ে কিছু সন্দেহ না থাকে এবং ঐং দেশের প্রত্যেক ভাগে উক্ত স্বত্ব অনায়াসে প্রবল করা যাইতে পারে।

এবং যেহেতুক "গ্রন্থস্বত্বের আইন সংশোধনের আইন" এই নামবিশিষ্ট বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরীয় আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৪৫ অধ্যায় যদ্যপি ব্রিটনীয় রাজ্যের সকল ভাগে বিস্তারিত আছে তথাপি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের প্রত্যেক ভাগে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারিরদিগের ঐ স্বত্ব প্রবল করণার্থ উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের দ্বারা উপযুক্ত ও প্রচুর উপায় হইয়াছে কি না এবং যেং ব্যক্তিরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতের এলাকার অনধীন তাঁহারদের দ্বারা বা তাঁহারদের বিরুদ্ধ উক্ত স্বত্ব প্রবল করণার্থ উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টে কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে কি না এইং বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে "১৮৫৪ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখপর্য্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে বন্দোবস্তু করণের এবং ভারতবর্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর

রাজ্যের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম শাসন করণের আইন" এই নামবিশিষ্ট চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর যে প্রত্যেক পুস্তক উক্ত দেশের মধ্যে লেখকের জীবিত সময়ে প্রকাশ হইয়াছে এমত প্রত্যেক পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ব ঐ লেখকের যাবজ্জীবন বজায় থাকিবেক এবং তাঁহার মরণের সময়অবধি গণ্য করিয়া তৎপর সাত বৎসরপর্য্যন্ত থাকিবেক এবং ঐ স্বত্ব সেই লেখক এবং তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সাত বৎসর মিয়াদ যদি ঐ পুস্তক প্রকাশ হওনঅবধি বেয়াল্লিশ বৎসর সমাপ্ত হওনের পূর্ব্বে শেষ হয় তবে সেই গতিকে ঐ গ্রন্থস্বত্ব ঐ বেয়াল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত থাকিবেক। এবং যে প্রত্যেক পুস্তক লেখকের মরণের পর ও শেষোক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্ট জারী হওনের পর প্রকাশ হয় তাহাতে গ্রন্থস্বত্ব ঐ পুস্তক প্রথমবার প্রকাশহওনঅবধি বেয়াল্লিশ বৎসর-পর্য্যন্ত থাকিবেক এবং লেখকের যে লিপিহইতে ঐ পুস্তক প্রথমবার মুদ্রিত হয় সেই লিপির অধিকারির সম্পত্তি এবং তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক সর্ব্ব সাধারণ লোকের আবশ্যক গ্রন্থ প্রকাশ হওনের পর তাহা নিবৃত্ত না হয় এতদর্থ উপায় করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে যদি এইমত নালিশ করেন্ যে ঐ দেশের মধ্যে এই আইন জারীহওনের পর প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী ঐ পুস্তকলেখকের মরণানন্তর তাহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে বা প্রকাশ করণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং সেই অস্বীকারের দ্বারা ঐ গ্রন্থ সাধারণ লোকেরা আর পাইতে পারেন না তবে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে প্রকার এবং যে নিয়ম উচিত বোধ করেন্ সেই প্রকারে এবং সেই নিয়মের অনুসারে ঐ নালিশকারি ব্যক্তিকে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পর-ওয়ানা দিতে পারেন্ এবং ঐ পরওয়ানাক্রমে ঐ নালিশকারি ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তরে এক রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইবেক এবং তাহার মধ্যে পুস্তকের গ্রন্থ স্বত্বের অধিকারিত্ব এবং তাহা অন্যকে দেওনের নিদর্শন এবং ঐ গ্রন্থ-স্বত্ব সম্পর্কীয় পরওয়ানা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে রেজিষ্টরী হইবেক এবং সকল উপযুক্ত সময়ে কোন ব্যক্তি ঐ রেজিষ্টরী বহীতে যে প্রত্যেক রেজিষ্টর অন্বেষণ করিতে বা দেখিতে চাহেন তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ॥০ আনা দিলে ঐ বহী দেখিতে পারিবেন এবং ঐ কর্ম্মকারকের নিকটে উপযুক্তমতে দরখাস্ত হইলে যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ২) টাকা দেন্ সেই ব্যক্তিকে আপনার দস্তখৎকরা ঐ বহীর রেজিষ্টরীর এক নকল

দিবেন এবং ঐরূপ দস্তখৎহওয়া নকল সকল আদালতে এবং সকল সরাসরী কার্য্যে প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইবেক এবং ঐ নকল তাহার মধ্যে লিখিত গ্রন্থস্বত্বের অধিকারিত্ব অথবা তাহা অন্যকে দেওনের কিম্বা ঐ পরওয়ানার আদৌ প্রমাণ জ্ঞান হইবেক কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা তাহা খণ্ডন হইতে পারেইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি যদি পূর্ব্বোক্ত রেজিষ্টরী বহীতে জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা রেজিষ্টরী করে বা করায় অথবা যে কোন কাগজ উক্ত বহীর রেজিষ্টরীর নকল নহে তাহা ঐ বহীর নকলস্বরূপ জানিয়া শুনিয়া সাক্ষ্যের ন্যায় উপস্থিত করে বা করায় সেই ব্যক্তি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় উক্ত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারীহওনের পর প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী উক্ত সেক্রেটারী সাহেবকে ২/ টাকা দিলে ঐ পুস্তকের অনুষ্ঠান এবং তাহা প্রথমবার প্রকাশ করণের সময় এবং প্রকাশকের নাম ও নিবাস এবং উক্ত পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের কিম্বা ঐ স্বত্বের কোন অংশের অধিকারির নাম ও নিবাস এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে ঐ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে লিখিতে পারেন। এবং এইরূপ রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক অধিকারী ঐ গ্রন্থে আপনার লাভ বা আপনার লাভের কোন অংশের দান এবং যাহাকে দান করেন তাঁহার নাম ও নিবাস উক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে তত্তুল্য টাকা দেওনপূর্ব্বক ঐ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী করণের দ্বারা তাঁহার ঐ স্বত্ব কিম্বা ঐ স্বত্বের কোন অংশ দান করিতে পারেন। এবং ঐরূপ রেজিষ্টরীহওয়া দান সকল কার্য্যের ও অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আইনমতে প্রবল হইবেক এবং তাহার কোন ইষ্টাম্প বা মাসুল লাগিবেক না এবং ঐ দান দলীলের দ্বারা করা গেলে যেরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইত সেইরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ছলে উক্ত রেজিষ্টরী বহীতে যে কোন রেজিষ্টরী হয় তাহার দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করেন তবে সেই ব্যক্তি কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টে "মোসন" অর্থাৎ প্রস্তাবের দ্বারা এই দরখাস্ত করিতে পারেন অথবা টরম ছাড়া অন্য সময়ে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের "চেম্বরে" উপবিষ্ট কোন জজ সাহেবের নিকটে এই দরখাস্ত দিতে পারেন যে ঐ রেজিষ্টরী উঠান যায় অথবা মতান্তর হয়। এবং উক্ত আদালতে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত জজ

সাহেবের নিকটে সেইরূপ দরখাস্ত হইলে ঐ আদালত অথবা জজ সাহেব ঐ রেজিষ্টরী উঠাইয়া দেওন বা মতান্তর করণ বা মঞ্জুর করণের বিষয়ে যেরূপ যথার্থ বোধ করেন সেইরূপ খরচা সমেত বা খরচা বিনা হুকুম করিবেন এবং উক্ত সেক্রেটারী সাহেব সেই রেজিষ্টরী উঠাইয়া দেওন অথবা মতান্তর করণের সেই হুকুম দেখিলে সেই হুকুমের বিধানমতে ঐ রেজিষ্টরী উঠাইয়া দিবেন বা মতান্তর করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যে পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ব বর্ত্তমান আছে সেই পুস্তকের অধিকারির লিখিত অনুমতি বিনা যদি কোন ব্যক্তি বিক্রয় অথবা দেশান্তরে প্রেরণের নিমিত্তে সেই পুস্তক মুদ্রিত করেন বা মুদ্রিত করান অথবা পূর্ব্বোক্ত অনুমতি বিনা বেআইনীমতে মুদ্রিতহওয়া সেইরূপ কোন গ্রন্থ বিক্রয়ার্থে অথবা ভাড়ার নিমিত্তে আপন নিকটে রাখেন তবে সেই অপরাধী যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতের বিশেষ সীমার মধ্যে সেইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে সেই আদালতে সেই বিষয়ে বিশেষ নালিশের যোগ্য হইবেন এবং যদি সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্য কোন ভাগে সেইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে যে জিলার আদালতের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইল সেই জিলার আদালতে তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে এবং ঐ২ আদালতে যেরূপে অন্য কোন ক্ষতির নালিশ উপস্থিত ও নির্ব্বাহ হইতে পারে সেইরূপে এই নালিশের ও নির্ব্বাহ হইবেক। এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের শেষোক্ত যে ভাগে কোন জিলার আদালত না থাকে এমত ভাগে যদি এইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে উক্ত দেশের সেই ভাগে সর্ব্বাপেক্ষা যে উচ্চ আদালতের দেওয়ানীবিষয়ক কর্ত্তৃত্ব থাকে সেই আদালতে তাঁহার নামে নালিশ হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর সেইরূপ কোন পুস্তক নীলাম করণার্থ বা ভাড়া দেওনার্থ কি দেশান্তর প্রেরণার্থ মুদ্রিত করণের বিষয়ে অথবা সেইরূপে বেআইনীমতে মুদ্রিতহওয়া কোন পুস্তক বিক্রয় করণ বা প্রকাশকরণ কি বিক্রয় বা ভাড়া দেওনের উদ্যোগ করণের বিষয়ে অথবা বিক্রয় করাওনের বা প্রকাশ করাওনের অথবা বিক্রয় বা ভাড়া দেওনের উদ্যোগ করাওনের বিষয়ে কিম্বা বিক্রয় বা ভাড়ার নিমিত্তে আপন দখলে রাখণের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে এই আইনের বিধির অনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা হইলে আসামী তাহার জওয়াব দেওনসময়ে ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে যে আপত্তির উপরে নির্ভর করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার এত্তেলা লিখনের দ্বারা ফরিয়াদীকে দিবেন এবং যদি তাঁহার জওয়াবের এই ভাব হয় যে ঐ মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই নালিশের দ্বারা যে পুস্তকে গ্রন্থস্বত্বের

দাওয়া করেন সেই পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রকাশক নহেন অথবা সেই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী নহেন কি ফরিয়াদীছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সেই পুস্তকের লেখক কিম্বা আদিপ্রকাশক ছিলেন অথবা তাহাতে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী আছেন তবে আসামী যে ব্যক্তি ঐ পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রকাশক অথবা গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী বলেন সেই ব্যক্তির নাম এবং সেই গ্রন্থের অনুষ্ঠান এবং যে সময়ে ও যে স্থানে ঐ পুস্তক প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল তাহা ঐ এজ্তেলার মধ্যে বিশেষ করিয়া লিখিবেন। এবং যদি সেই মোকদ্দমার আসামী এইরূপ না করেন তবে সেই মোকদ্দমার বিচার অথবা শুননির সময়ে সেই ব্যক্তি এইমত কোন প্রমাণ দিতে পারিবেন না যে ঐ মোকদ্দমার ফরিয়াদী যে পুস্তকে পূর্ব্বোক্তমতে গ্রন্থস্বত্বের দাওয়া করেন সেই পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রকাশক ছিলেন না কিম্বা তাহাতে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী নহেন। এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার অথবা শুননির সময়ে আসামী উক্ত এজ্তেলাতে যেং আপত্তি করিয়াছিলেন তাহা ছাড়া অন্য কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না এবং তিনি এই আপত্তি করিতে পারিবেন না যে ঐ এজ্তেলার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সেই পুস্তকের লেখক কি আদিপ্রকাশক কি গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী অথবা যে বহীর অনুষ্ঠান ও প্রকাশ করণের সময় ও স্থান তাহার এজ্তেলার নির্দ্দিষ্ট বহীর অনুষ্ঠান ও প্রকাশ করণের সময় ও স্থানের সঙ্গে বাস্তবিক না মিলে এমত কোন পুস্তক আপনার জওয়াব সাব্যস্ত করণার্থ প্রমাণস্বরূপ দিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা পূর্ব্বোক্ত কোন জিলার আদালতে বা স্থানীয় আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে আসামী যে আপত্তির উপর নির্ভর করিতে স্থির করিয়াছেন তাহা এবং উক্ত ৮ ধারার বিধানক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে উপস্থিত নালিশ বা মোকদ্দমায় যে সকল বিষয় আপনার এজ্তেলানামাতে লিখিয়া দিতে হয় সেই সকল বিষয় আপনার জওয়াবে লিখিবেন। এবং যদি আসামী তাহা না করেন তবে উক্ত ৮ ধারামতে আপন এজ্তেলানামার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন কথা না লিখিলে যেং বিষয়ে অপারক হইতেন ঐ জওয়াবে নির্দ্দিষ্ট কোন কথা লিখিতে ত্রুটি করিলে সেইং বিষয়ে অপারক হইবেন ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন গ্রন্থপ্রকাশক অথবা অন্য ব্যক্তি উক্ত রাজ্যের মধ্যে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বা তাহার সময়ে কিন্তু চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আক্ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পরে যদি কোন

এনসাইক্লোপিডিয়া অথবা রিবিউ কি মাগাজিন বা কোন সাময়িক গ্রন্থ অথবা বিশেষ খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিতব্য কোন পুস্তক অথবা কোন প্রকার পুস্তক কল্পনা করিয়াছেন বা সম্পাদন করিয়াছেন কি চালাইয়াছেন অথবা ইহার পর কল্পনা কিম্বা সম্পাদন করেন্ বা চালান্ অথবা উক্ত প্রকার কোন পুস্তকের মালিক হন্ এবং তাহা রচিবার জন্যে কি তাহার মধ্যে অথবা তাহার অংশের ন্যায় প্রকাশ হওনের নিমিত্তে কোন বালম অথবা ভাগ কি এসে বা আর্টিকেল অথবা তাহার খণ্ড রচিবার জন্যে কোন ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন বা নিযুক্ত করেন্ এবং সেই গ্রন্থ বা বালম কি ভাগ বা এসে অথবা আর্টিকেল কিম্বা তাহার খণ্ড সেই বন্দোবস্তঅনুসারে এই নিয়মক্রমে রচনা হইয়াছে বা উত্তর কালে রচনা হয় যে তাহার মধ্যে গ্রন্থস্বত্ব সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্পাদকের থাকিবেক এবং সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্পাদক তাহার মূল্য দিবেন তবে ঐরূপ প্রত্যেক এনসাইক্লোপিডিয়া ও রিবিউ ও মাগাজিন ও সাময়িক গ্রন্থের এবং খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত পুস্তকের এবং সেইরূপ রচিত ও মূল্যদেওয়া প্রত্যেক বালম ও ভাগ ও এসে ও আর্টিকেল ও অংশের গ্রন্থস্বত্ব ঐ অধিকারি ও কল্পনাকারক ও প্রকাশক ও সম্পাদকের সম্পত্তি হইবেক এবং সেই ব্যক্তি ঐ২ গ্রন্থের রচক হইলে যে২ স্বত্ব পাইতেন সেই২ স্বত্ব ভোগ করিবেন এবং এই আইনের দ্বারা পুস্তকরচকদিগকে গ্রন্থস্বত্বের যে মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে সেই মিয়াদ তাঁহার থাকিবেক। কিন্তু রিবিউ ও মাগাজিন ও সেই প্রকার অন্যান্য সাময়িক গ্রন্থের অন্তঃপাতি ও তাহার মধ্যে প্রথমবার প্রকাশিত এসে ও আর্টিকেল অথবা ভাগের বিষয়ে এই হুকুম হইল যে তাহা প্রথমবার প্রকাশহওনঅবধি আটাইশ বৎসর মিয়াদের পর তাহা স্বতন্ত্ররূপ প্রকাশ করণের স্বত্ব এই আইনের নিরূপিত মিয়াদের অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত রচকের প্রতি পুনর্ব্বার অর্পণ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ আটাইশ বৎসর মিয়াদের মধ্যে ঐ পুস্তকের অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক কি প্রকাশক বা সম্পাদক রচক কিম্বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি না পাইয়া ঐ এসে অথবা আর্টিকেল কি ভাগ আলাহিদা বা একং করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি পুর্ব্বোক্তমতে কোন বিষয় রচনা করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছেন বা উত্তর কালে নিযুক্ত হন্ সেই ব্যক্তি যদি কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বন্দোবস্তের দ্বারা আপনার রচিত বিষয় আলাহিদারূপে প্রকাশ করিতে আপনার সেইরূপ অধিকার রক্ষা করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে রক্ষা করেন সেই ব্যক্তির আলাহিদারূপে তাহা প্রকাশ করিতে যে অধিকার আছে সেই অধিকার এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা মতান্তর কি লোপ হইবেক না। কিন্তু যে প্রত্যেক রচক সেইরূপ অধিকার রক্ষা করিয়াছেন বা স্বহস্তে রাখিয়াছেন বা যে রচকের সেই অধিকার থাকে সেই ব্যক্তি আলাহিদারূপে প্রকাশিত সেই রচনাতে এই আইনের বিধির অনুসারে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী হইবেন এবং সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্পাদকের কিছু স্বত্ব হানি হইবেক না ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন এনসাইক্লোপিডিয়া কি রিবিউ অথবা মাগাজিন অথবা কোন সাময়িক পুস্তকে বা খণ্ড কি ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ত্বের অধিকারী যদি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের রেজিষ্টরী বহীতে ঐ এনসাইক্লোপিডিয়া অথবা রিবিউ কি সাময়িক পুস্তক অথবা খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত পুস্তকের অনুষ্ঠান এবং প্রথম বালম কি ভাগ কি নম্বর প্রথমবার প্রকাশকরণের সময় অথবা সেইরূপ যে কোন গ্রন্থ ইহার পুর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে এবং চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারীহওনের পর প্রকাশ হইয়াছে সেইরূপ কোন পুস্তকের যে প্রথম বালম অথবা নম্বর কি ভাগ এই আইন জারীহওনের পর প্রথম প্রকাশ হয় তাহা প্রকাশ করণের সময় এবং ঐ পুস্তকের মালিকের নাম ও বাসস্থান এবং ঐ গ্রন্থের প্রকাশক তাহার মালিক না হইলে সেই প্রকাশকের নাম ও নিবাস লেখেন তবে এই আইনানুসারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরে রেজিষ্টরী করণে যে সকল উপকার হয় সেই ব্যক্তি সেই সকল উপকার পাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সকল পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ব আছে এবং যে স্বত্ব উক্ত রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী হইয়াছিল তাহার যত নকল ঐ গ্রন্থস্বত্ত্বের রেজিষ্টরীহওয়া মালিকের লিখিত ও দস্তখৎকরা অনুমতিব্যতিরেকে বেআইনীমতে মুদ্রিত হয় সেই সকল নকল ঐ গ্রন্থস্বত্ত্বের যে মালিক তদ্রূপে রেজিষ্টরী হইয়াছিলেন তাঁহারি সম্পত্তি হইবেক এবং ঐ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক লিখনের দ্বারা তাহার দাওয়া করণের পর তাহার বাবৎ নালিশ করিতে পারেন এবং তাহা পাইতে পারেন অথবা তাহা আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ মোকদ্দমা যদ্যপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে হয় তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক যে ব্যক্তি ঐ পুস্তক আটক করেন তাঁহার নামে আটকের বিষয়ি মোকদ্দমার দ্বারা ঐ সকল পুস্তক পাইবার বিষয়ে অথবা তাহা আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন এবং তাহা পাইতে পারেন অথবা ট্রোবরনামক মোকদ্দমায় আপনার ন্যায় ব্যবহার করণের ক্ষতি পাইবার জন্যে নালিশ করিতে পারেন এবং যদি সেই মোকদ্দমা জিলার আদালতের অথবা পুর্ব্ববৎ স্থানীয় কোন আদালতের এলাকার মধ্যে হয় তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক ঐ জিলা অথবা অন্য স্থানীয় আদালতে বিশেষ অস্থাবর সম্পত্তি পাইবার বিষয়ে বা তাহা আটক কিম্বা আপনার ন্যায় ব্যবহার

করণের ক্ষতির বিষয়ে যে প্রকার নালিশ করণের রীতি আছে সেইরূপে ঐ পুস্তকের বিষয়ে অথবা তাহা আটক কি আপনার ন্যায় ব্যবহার করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর যে পুস্তক প্রথমবার প্রকাশ হয় তাহার গুপ্তস্বত্বের মালিক যদি নালিশ বা মোকদ্দমা কি কার্য্যের আরম্ভ করণের পূর্ব্বে এই আইনের বিধির অনুসারে উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে সে গুপ্ত রেজিষ্টরী না করিয়া থাকেন তবে ঐ গুপ্তস্বত্বের লঙ্ঘনের বিষয়ে আইনমতে অথবা একুটি পক্ষে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা বা কোন সরাসরী কার্য্য এই আইনের বিধির অনুসারে করিতে পারিবেন না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐরূপ রেজিষ্টরী বহীতে রেজিষ্টরী করণের ত্রুটিপ্রযুক্ত কোন বহীর গুপ্তস্বত্বের কিছু হানি হইবেক না এবং ঐ স্বত্ব উল্লঙ্ঘন করণের বিষয়ে নালিশ বা কার্য্য করণের হকের কিছু হানি হইবেক না কেবল ঐ স্বত্ব উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে এই আইনের বিধির অনুসারে নালিশ বা কার্য্য করণের অধিকার রেজিষ্টরী না করিলে থাকিবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এই আইনানুসারে কোন কার্য্যকরণের বিষয়ে বা করাওনের বিষয়ে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা আরম্ভ হয় বা করা যায় তবে আসামী বা আসামীরা সেই নালিশে "জেনরল ইসুর" জওয়াব দিতে পারেন্ এবং বিশেষ বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারেন্ এবং যদি এইমত কোন নালিশে আসামীর পক্ষে ডিক্রী হয় এবং যদি ফরিয়াদী ননসুট হন অথবা আপনার নালিশহইতে ক্ষান্ত হন তবে আসামী আপনার সম্পূর্ণ খরচা ফিরিয়া পাইতে পারেন্ এবং শেষোক্ত আদালতে কোন মোকদ্দমার আইনের দ্বারা আসামী যে প্রতিকার পাইতে পারেন সেইরূপ প্রতিকার পাইতে পারিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে যে অপরাধ হয় তাঁহার নিমিত্তে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা এবং বিল ও ইণ্ডাইটমেণ্ট ও এজহার ও অন্য ফৌজদারী কার্য্য হয় তাহা অপরাধ করণের পর বারো মাসের মধ্যে করিতে হইবেক ও নালিশ আরম্ভ করিতে হইবেক নতুবা তাহা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওন সময়ে

বিশেষ যে কোন স্বত্ব বর্ত্তমান থাকে এবং বিশেষরূপে এই আইনের দ্বারা তাহার বিষয়ে কোন হুকুম না হইয়া থাকে সেই স্বত্ব এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা হানি বা মতান্তর হইবেক না। এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল চুক্তি বা বন্দোবস্ত কি নির্ব্বন্ধ এবং তৎসম্পর্কীয় সকল প্রতিকার হইয়াছিল তাহা সমপূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক এবং এই আইনের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

তফসীল।

১ নম্বর।

গ্রন্থের বা গ্রন্থস্বত্বের অধিকারিত্বের প্রথমতঃ লিখনের পাঠ।

লিখিবার সময়	পুস্তকের নাম	প্রকাশকের নাম ও প্রকাশ করণেরস্থান	গ্রন্থস্বত্বের অধিকারির নাম ও নিবাস	প্রথমবার প্রকাশ হওনের তারিখ

২ নম্বর।

পূর্ব্বে রেজিষ্টরী হওয়া পুস্তকের স্বত্বের দানকরণের নিদর্শনের পাঠ।

লিখিবার তারিখ	পুস্তকের নাম	গ্রন্থস্বত্বের দান কর্ত্তা	যাহাকে গ্রন্থস্বত্ব দান করাযায়
	পুস্তকের নাম লেখ এবং ঐ গ্রন্থস্বত্ব রেজিষ্টরীবহীর যে পৃষ্ঠায় প্রথম লেখা-গেল তাহা লেখ		

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন্ তাঁহারদিগকে কলিকাতা শহরের পারিপাট্য করণার্থ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ধার্য্য করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক শহর কলিকাতা পরিপাটী করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিয়োগের দ্বারা কতক এবং করদেওনিয়ারদের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর সংস্থাপন করণের এই নামবিশিষ্ট ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের দ্বারা ঐ২ কমিস্যনর নিযুক্ত এবং মনোনীত করণের বিধান হইয়াছিল অথবা মনোনীত করণের ত্রুটি হইলে উক্ত সকল কমিস্যনরের নিযুক্ত করণের বিধান হইয়াছিল।

এবং যেহেতুক ঐ২ কমিস্যনরকে উক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে খরীদ করিতে এবং ধার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওনের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে।

এবং যেহেতুক এমত সম্ভাবনা আছে যে পরোপকারী এবং উৎসাহান্বিত ব্যক্তিরা উক্ত শহরের পারিপাট্য ও শোভা করণের সাহার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে দানপত্র অথবা উইলের দ্বারা ঐ২ কমিস্যনরকে স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের এবং কলিকাতানিবাসিরদের নিমিত্তে ও তাঁহারদের পক্ষে ট্রুষ্টি হইবেন এবং "শহর কলিকাতার পারিপাট্য করণার্থ কমিস্যনর" এই নামে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে আইন পক্ষে এবং একুটি পক্ষে নালিশ করিবেন এবং সেই নামে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক এবং তাঁহারদের এক সাধারণ মোহর হইবেক এবং উক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ট্রুষ্টিস্বরূপ তাঁহারা ভূমি ও বাটী ও অধিকৃত বিষয় ও জিনিস ও দ্রব্য ও অন্য সম্পত্তি লইতে ও খরীদ করিতে ও ধার্য্য করিতে ক্ষমতা পাইবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন ঐ২ কমিস্যনরের অথবা তাঁহারদের অধিকাংশের বোধ হয় যে উক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে কোন বাটী অথবা এমারৎ কি ভূমি খরিদ করা আবশ্যক তখন ঐ২ কমিস্যনর সেই বিষয় বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে জ্ঞাত করিবেন এবং যদি তিনি তাহাতে সম্মত হন্ তবে ঐ বাটী অথবা এমারৎ কি ভূমির মালিকেরদের সঙ্গে তাহা খরীদের জন্যে কথোপকথন করিতে পারেন্ কিন্তু ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতি বিনা তাহা করিতে পারেন্ না এবং যদি ঐ মালিকেরদের সঙ্গে তাঁহারা ঐক্য হইতে না পারেন্ অথবা পশ্চাৎ লিখিত বিধিমতে যদি ঐ মালিকের ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যা সালিসের দ্বারা স্থির করা না যায় তবে ঐ২ কমিস্যনর জুরি আহ্বান করিতে কলিকাতার সরিফ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ সরিফ সাহেব অগৌণে ঐ বাটী এবং এমারৎ ও ভূমি এবং তৎসম্পর্কীয় সকল বিষয় খরীদ করণার্থ তাহার মালিক বা মালিকেরদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে মূল্য দিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণার্থ পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে এক জুরি তলব করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক যে২ গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারৎ বন্দোবস্তক্রমে খরীদ করিতে পারেন্ সেই২ গতিকের বিষয়ে নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারৎ এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক এবং এই আইনের দ্বারা লইতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ভূমিপ্রভৃতির মালিকেরদের সঙ্গে এবং সেই ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারতে যে২ ব্যক্তির কোন স্বত্ত্ব অথবা লাভ থাকে তাঁহারদের সঙ্গে অথবা যে২ ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা কি অন্য কোন ক্ষমতা বা শক্তির দ্বারা ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্ সেই২ ব্যক্তির সঙ্গে ঐ ভূমি কিম্বা বাটী অথবা এমারৎ অথবা তাহার যে অংশ তাঁহারদের উচিত বোধ হয় তাহা এবং ঐ২ ভূমিতে সকল প্রকার স্বত্ত্ব ও লাভ চূড়ান্তরূপে খরীদ করণার্থ বন্দোবস্ত করিতে ঐ২ কমিস্যনরকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বাটী কি এমারৎ অথবা ভূমি অথবা তাহার কোন স্বত্ব অথবা লাভ যে ব্যক্তিরদের থাকে অথবা যে ব্যক্তিরদের দখলে থাকে কি তাহাতে যে২ ব্যক্তিরদের অধিকার থাকে সেই ব্যক্তিরা ঐ২ কমিস্যনরকে তাহা বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে এবং খালাস করিতে পারেন্ এবং তন্নিমিত্তে যে সকল বন্দোবস্তের আবশ্যক হয় তাহা করিতে পারেন্ এবং বিশেষতঃ পশ্চাৎ লিখিত যে সকল বা যে কোন এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে সেই প্রকার ভূমিপ্রভৃতির স্বত্ত্ব বা দখল

কি অধিকার রাখেন তাঁহারদিগের তাহা বিক্রয় করিতে এবং অর্পণ করিতে কি খালাস করিতে ক্ষমতা থাকিবেক বিশেষতঃ চার্টরপ্রাপ্ত সকল সমাজ এবং মৌরুশী অথবা যাবজ্জীবন রাইয়ত অথবা যে বিবাহিতা স্ত্রী আপন হকে অথবা স্ত্রীধনের হকে কোন সম্পত্তির ধার্য্য করিতেছে তাহারা এবং সংসারাধ্যক্ষ এবং বাতুল ও উন্মাদের কমিটি এবং পরোপকারার্থ বা অন্য অভিপ্রায়ে যেং ট্রুষ্টি অথবা "ফিয়ফি" ট্রুষ্ট-স্বরূপ কোন সম্পত্তি ধার্য্য করেন্ এবং অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং এই প্রকার যে ভূমি দখলে থাকে অথবা স্ত্রীধনের স্বত্বের দায়ী কি এক আয়ুঃ অথবা অনেক আয়ুঃ অথবা কতক বৎসরের নিমিত্তে বা তাহাহইতে কম সময়ের নিমিত্তে কোন পাট্টার দায়ী সেই প্রকার ভূমির খাজানা এবং প্রাপ্তি পাইবার যেং ব্যক্তির কোন মিয়াদী হক আছে সেইং ব্যক্তি। এবং পূর্ব্বোক্তমতে বিক্রয় করণের এবং হস্তান্তর করণের অথবা খালাস করণের শক্তি ঐং ব্যক্তি কেবল আপনারদের নিমিত্তে এবং তাঁহারদের উত্তরাধিকারি ও অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং তৎস্থলাভিষিক্তেরদের নিমিত্তে করিতে পারেন্ এমত নহে কিন্তু তাঁহারদের পর যে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই ভূমিতে স্বত্ব হইবেক বা হইবার সম্ভাবনা আছে সেই ব্যক্তিরদের নিমিত্তে করিতে পারেন্ এবং সেই বিবাহিতা স্ত্রী ও নাবালগ ও বাতুল ও উন্মাদ অক্ষম না হইলে এই আইনের ক্ষমতা-নুসারে যেরূপে ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিতেন সেইরূপে বয়ঃপ্রাপ্তা বা অপ্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা স্ত্রী অবিবাহিতা এবং বয়ঃপ্রাপ্তার ক্ষমতানুসারে এবং নাবালগেরদের পক্ষে তাঁহারদের সংসারাধ্যক্ষ এবং বাতুল ও উন্মাদেরদের যাহার যে কমিটি তাহার পক্ষে সেই কমিটি ভূমি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন্ এবং যাঁহারদের নিমিত্তে ট্রুষ্ট হইতেছে তাঁহারা নাবালগ হইলে বা অজাতসন্তান হইলে বা বাতুল কি বিবাহিতা স্ত্রী বা অন্য ব্যক্তি হইলে এবং অপারক না হইলে এই আইনের ক্ষমতানুসারে যেং কর্ম্ম করিতে পারিতেন সেইং কর্ম্ম তাঁহারদের ট্রুষ্টি ও একসেকিটর এবং আডমিনিষ্ট্রেটর করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির কোন প্রকার অক্ষমতা বা অপারকতা থাকে এবং কেবল এই আইনের বিধানানুসারে ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিবার শক্তি আছে সেই ব্যক্তির স্থানে খরীদ করা অথবা লওয়া কোন ভূমি কি বাটী বা এমারতের বাবতে খরীদের যে টাকা বা মূল্য কি ক্ষতি পূরণ দিতে হইবেক তাহা এবং ঐ প্রকার কোন ভূমির কি বাটীর বা এমারতের যে কোন চিরস্থায়ি ক্ষতি, বা নোকসান হইয়াছে তাহা পূরণার্থ যে টাকা দিতে হইবেক তাহা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে তলবহওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা প্রত্যেক গতিকে ধার্য্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে যে ভূমি বা

বাটী কি এমারৎ খরীদ করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ভূমিপ্রভৃতিতে যে কোন ব্যক্তির রাইয়তী স্বত্ব বা মালিকী স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের সঙ্গে সেই ভূমির বার্ষিক ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার কোন অংশ উক্ত কমিস্যনরেরদের নিকটে বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন। কিন্তু এমত গতিকছাড়া ঐ প্রকার ভূমি বা বাটী কি এমারৎ খরীদের নিমিত্তে অথবা তাহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তন্নিমিত্তে যাহা দিতে হইবেক তাহা একেবারে মোট টাকায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরীদকরা ভূমি বা বাটী কি এমারৎ হস্তান্তর করণের সময়ে যে বার্ষিক ভাড়া ধার্য্য হয় তাহা যে কর আদায় ও উসুল করিতে এই আইনে পশ্চাতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই করের শিরে পড়িবেক এবং সেই ভাড়া দিবার সময় হইলে উক্ত কমিস্যনরেরা তাহা দিবেন এবং যদি কোন সময়ে ঐ ভাড়া দেয় হইলে এবং তাহার বিষয়ে লিখিত দাওয়া হইলে পর তাহা ত্রিশ দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে ঐ ভাড়াপাওনিয়া ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে উক্ত কমিস্যনরেরদের নামে ঐ পাওনা টাকার বাবতে নালিশ করিয়া তাহা খরচা সমেত আদায় করিতে পারিবেন ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা ঐ কমিস্যনরেরা যে ভূমি বা বাটী কি এমারৎ খরীদ করিতে বা লইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন সেই ভূমিপ্রভৃতি খরীদ করিতে বা লইতে তাঁহারদের আবশ্যক হইলে তাঁহারা ঐ ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির লাভ আছে তাঁহারদিগকে অথবা যে২ ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় এবং হস্তান্তর কি খালাস করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহারদিগকে অথবা ঐ ব্যক্তিরদের মধ্যে যাঁহারা যথোচিত অনুসন্ধানের পর উক্ত কমিস্যনরেরদের জ্ঞাতসার হন্ তাঁহারদিগকে এক এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলার দ্বারা সেই২ ব্যক্তির স্থানে সেই ভূমিতে তাঁহারদের যে সত্ব ও লাভ থাকে তাহার এবং সেই ভূমির সম্পর্কে তাঁহারা যে দাওয়া রাখেন তাহার বিবরণ তলব করিবেন এবং যে ভূমির আবশ্যক থাকে তাহার সকল বেওরা সেই এত্তেলাতে থাকিবেক এবং তাহাতে এই লেখা থাকিবেক যে ঐ ভূমিপ্রভৃতি খরীদ করিবার নিমিত্তে এবং সরকারী এমারৎ স্থাপনে যে সকল ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় তাহা পূর্ণ করিয়া দেওনার্থ বন্দোবস্ত করিতে ঐ২ কমিস্যনর ইচ্ছুক আছেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার ভূমি বা বাটী কি এমারতে যে ব্যক্তির

লাভ থাকে অথবা যে ব্যক্তি তাহা বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখেন সেই ব্যক্তিরদের উপর উক্ত কমিস্যনরেরদের যে সকল এত্তেলা জারী করিতে হয় তাহা হয় সেই২ ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবেক নতুবা তাঁহারা শেষে যে স্থানে সামান্যতঃ বাস করিতেন তাহা উত্তম অনুসন্ধানের পর জানা যাইতে পারিলে সেই স্থানে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং যদি সেই প্রকার কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে না থাকেন অথবা বিলক্ষণ অনুসন্ধানের পর তাঁহার খোজ না পাওয়া যায় তবে সেই এত্তেলা ঐ ভূমির দখীলকারের হাতে দেওয়া যাইবেক অথবা যদি সেই প্রকার কোন দখীলকার না থাকেন তবে সেই ভূমিতে দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্কাইতে হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি কোন ক্ষতিপূরণের বিষয়ে দাওয়া করেন সেই ব্যক্তি যদি তাহা সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে চাহেন এবং কমিস্যনরেরা পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে ঐ ভূমির বিষয়ে জুরি তলব করিতে সরিফ সাহেবকে আপনারদের পরওয়ানা দিবার পূর্ব্বে যদি লিখনের দ্বারা আপনার সেই ইচ্ছার এত্তেলা ঐ কমিস্যনরদিগকে দেন এবং যদি সেই এত্তেলার মধ্যে যে ভূমির বাবতে ঐ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন সেই ভূমিতে তাঁহার যে২ প্রকার লাভ থাকে তাহা এবং ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যা লেখা থাকে তবে সেই বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু ক্ষতিপূরণের দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তি যদি পূর্ব্বোক্তমতে ঐ ক্ষতিপূরণের বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে পূর্ব্বোক্তমতে আপনার ইচ্ছা না জানান অথবা সেই বিষয় সালিসীতে অর্পণ হইলে যদি সালিসেরা অথবা মধ্যস্থ ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে তাহারদের বা তাহার ফয়সলা দাখিল না করেন অথবা যদি কোন চূড়ান্ত ফয়সলা না করেন্ তবে ঐ ক্ষতিপূরণের বিষয় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে বিরোধি ক্ষতিপূরণের বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে এই আইনক্রমে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এইমত কোন বিষয় উত্থিত হইলে যদি উভয় পক্ষ ব্যক্তি এক জন সালিসকে নিযুক্ত করণের বিষয়ে ঐক্য না হন্ তবে এক২ পক্ষ ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রার্থনাক্রমে এক২ জন সালিস মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন এবং সেই বিরোধ ঐ দুই সালিসের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরদের পক্ষে সালিস নিযুক্ত করিতে হইলে উক্ত কমিস্যনরেরদের দুই জনের অথবা উক্ত দুই কমিস্যনরের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুহুরীরের দস্তখৎক্রমে নিযুক্ত হইবেন। এবং অন্য পক্ষের দ্বারা সালিস নিযুক্ত হইলে সেই ব্যক্তির দস্তখৎক্রমে তিনি নিযুক্ত হইবেন অথবা যদি সেই ব্যক্তিরা চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ হন তবে ঐ সমাজের সাধারণ মোহরক্রমে সালিস নিযুক্ত হইবেন। এবং ঐ নিয়োগপত্র

ঐ সালিস বা সালিসদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং যে ব্যক্তি সেই নিয়োগপত্রে দস্তখৎ করেন তিনি ঐ সালিস মানন স্বীকার করিয়াছেন ইহা ঐ পত্রের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। এবং এইরূপে নিযুক্ত হইলে কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি বিনা ঐ সালিস রহিত করিতে পারিবেন না এবং উভয় পক্ষের কোন এক জন মরিলেও সালিস রহিত হইবেক না। এবং এমত বিরোধ উত্থিত হইলে পর এবং যে বিষয় সালিসীতে অর্পণ হওনের মানস আছে তাহার বেওরায়ুক্ত এক লিপির দ্বারা এক পক্ষের ব্যক্তি অন্য পক্ষের উপর সালিস নিযুক্ত করণের দাওয়া জারী করিলে যদি শেষোক্ত ব্যক্তি দাওয়া জারী হইলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে সালিস নিযুক্ত না করেন্ তবে সেই ত্রুটি হইলে পর যে ব্যক্তি সালিসের দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং আপনার নিমিত্তে এক সালিস নিযুক্ত করিয়াছেন সেই ব্যক্তি সেই সালিসকে উভয় পক্ষের তরফে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং সেই সালিস তৎপরে বিরোধি বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং এইরূপ হইলে ঐ এক জন সালিসের নিষ্পত্তি অথবা ফয়সলা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ অর্পিত বিষয় নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে যদি উভয় পক্ষের এক জনের নিযুক্ত সালিস মরেন অথবা কার্য্যাক্ষম হন্ তবে যে ব্যক্তি ঐ সালিসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি তাঁহার এওজে অন্য কোন ব্যক্তিকে লিখনের দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং অপর পক্ষ তন্নিমিত্তে লিখনের দ্বারা তাঁহাকে যে এত্তেলা দেন্ তাহার পর যদি সাত দিনপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি সালিস নিযুক্ত না করেন্ তবে ঐ অবশিষ্ট অর্থাৎ অপর পক্ষের সালিস বিরোধি বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং যে প্রত্যেক সালিস পূর্ব্বোক্তমতে অন্যের এওজে নিযুক্ত হন্ সাবেক সালিসের মরণ অথবা অক্ষম হওনের সময়ে তাঁহার যে শক্তি ও ক্ষমতা ছিল তিনি সেই শক্তি ও ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হন্ সেই স্থলে ঐ সালিসেরা অর্পিত বিষয়ের বিচার আরম্ভ করণের পূর্ব্বে লিখনের দ্বারা আপনারদের দস্তখৎক্রমে এক জন মধ্যস্থ মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন এবং যেং বিষয়ে তাঁহারদের ঐক্য না হইতে পারে অথবা যেং বিষয় এই আইনের বিধানানুসারে ঐ মধ্যস্থের প্রতি অর্পণ হয় সেইং বিষয় তিনি নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদি ঐ মধ্যস্থ মরেন অথবা কর্ম্মাক্ষম হন্ তবে তাঁহার সেই মরণ অথবা অক্ষমতার পর তাঁহারা অগৌণে আর এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ মধ্যস্থের প্রতি অর্পিত সকল বিষয়েতে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত উভয়ের কোন এক গতিকে যদি ঐ সালিসেরা এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করেন্ অথবা ঐ সালিসসম্পর্কীয় কোন পক্ষের দাওয়ার পর সাত দিনের মধ্যে যদি তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে ত্রুটি করেন তবে শহর কলিকাতার কোন দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সালিসের সম্পর্কীয় উভয় পক্ষের কোন এক জনের দরখাস্তক্রমে এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন এবং যে২ বিষয়ে সালিসেরদের ঐক্য না হয় সেই২ বিষয়ে অথবা ঐ মধ্যস্থের নিকটে এই আইনক্রমে যে২ বিষয় অর্পণ হয় সেই২ বিষয়ে ঐ মধ্যস্থের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্টমতে যদি কেবল এক জন সালিস নিযুক্ত হন এবং তিনি আপনার ফয়সলা করণের পূর্ব্বে মরেন্ অথবা অক্ষম হন্ তবে ঐ সালিস নিযুক্ত না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাঁহার প্রতি অর্পিত বিষয় এই আইনের নিয়মানুসারে নিযুক্ত সালিসেরদের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হইলে যদি সালিসেরদের মধ্যে কোন এক জন কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন্ অথবা নিযুক্ত হওনের পর সাত দিনপর্য্যন্ত কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন তবে অপর সালিস বিরোধি বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ এবং ঐ অপর সালিস উভয় পক্ষের দ্বারা একই সালিসরূপে নিযুক্ত হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাঁহার নিষ্পত্তি প্রবল হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহারদের মধ্যে কেহ পূর্ব্বোক্তমতে কার্য্য করিতে অস্বীকৃত না হন্ অথবা ত্রুটি না করেন্ তথাপি ঐ সালিসেরদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার নিযুক্ত হওনের পর যদি একুশ দিনপর্য্যন্ত ঐ সালিসেরা আপনারদের ফয়সলা না করেন্ অথবা ঐ উভয় সালিস আপনারদের দস্তখৎক্রমে ফয়সলার নিমিত্তে যদি অধিক মিয়াদ নিরূপণ করেন আর সেই অধিক মিয়াদের মধ্যে যদি তাঁহারা ফয়সলা না করেন্ তবে তাঁহারদের প্রতি অর্পিত বিষয় পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত মধ্যস্থের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সালিসেরা অথবা তাঁহারদের মধ্যস্থ উভয়

পক্ষের কোন এক জনের দখলে অথবা অধীনে থাকা যে কোন দলীলদস্তাবেজ বিরোধি বিষয় নিষ্পত্তি করণার্থ আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা ঐ২ সালিস বা ঐ মধ্যস্থ তলব করিতে পারেন্ এবং উভয় পক্ষ ব্যক্তির অথবা তাঁহারদের সাক্ষিরদের শপথ বা প্রতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লইতে পারেন্ এবং তন্নিমিত্তে যে শপথ বা প্রতিজ্ঞার আবশ্যক হয় তাহা করাইতে পারেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কোন সালিস বা মধ্যস্থ তাঁহার প্রতি অর্পিত বিষয় বিবেচনা করণের পূর্ব্বে কলিকাতার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে পশ্চাৎ লিখিত প্রতিজ্ঞা করিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

আমি অমুক ধর্ম্মতঃ এবং সরলতাপূর্ব্বক জানাইতেছি যে ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের বিধির অনুসারে আমার প্রতি অর্পিত বিষয় আমার বুদ্ধি ও সাধ্যপর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ও যথার্থরূপে শুনিব ও নিষ্পত্তি করিব।

শ্রী অমুক।

আমার সম্মুখে করা গেল
ও দস্তখৎ হইল। শ্রী অমুক

এবং ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র ঐ ফয়সলার শেষে সংযুক্ত হইবেক এবং যদি কোন সালিস অথবা মধ্যস্থ ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করণের পর জানিয়া শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন্ তবে তিনি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেন।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ সালিসীর সকল খরচা এবং তৎসম্পর্কে যে ব্যয় হয় তাহা ঐ সালিসেরা স্থির করিবেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরা তাহা দিবেন। কিন্তু ঐ কমিস্যনরেরা যে টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যদি সালিসেরা তত্তুল্য টাকা অথবা তাহাহইতে কম টাকা ধার্য্য করেন্ তবে ঐ সালিসীসম্পর্কীয় উভয় পক্ষ আপন২ খরচা দিবেন এবং ঐ সালিসেরদের খরচা উভয় পক্ষ সমান অংশে দিবেন ইতি।

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ সালিসেরা অথবা বিষয়বিশেষে ঐ মধ্যস্থ আপনারদের ফয়সলা লিখিয়া ঐ কমিস্যনরেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা তাহা নিজে রাখিবেন এবং সালিসের অন্য পক্ষ ব্যক্তি তাহার এক নকল পাইবার নিমিত্তে তাঁহাদের মুহুরীরের দফ্তরে দরখাস্ত করিলে তাঁহারা আপনারদের নিজ খরচে তাহা তাঁহাকে দিবেন এবং সকল উপযুক্ত সময়ে তাঁহারদের

নিকটে দরখাস্ত হইলে তাঁহারা সেই ফয়সলা দেখাইবেন এবং সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি সেই নিমিত্ত যাঁহাকে নিযুক্ত করেন্ তাঁহাকে আপনারদের মুহুরীরের দপ্তরে ঐ ফয়সলা দেখিতে অথবা মোকাবিলা করিতে অনুমতি দিবেন ইতি।

২২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে ঐ সালিসী মাননের স্বীকার ঐ সালিসীসম্পর্কীয় উভয় পক্ষের কোন এক জন বা অন্য ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের বিধানের ন্যায় ধার্য্য হইতে পারে এবং ঐ উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদের মধ্যে কোন জন বা কোন এক জন অন্য প্রকারে ঐ আদালতের এলাকার অধীন না থাকিলেও উক্ত আদালত আবশ্যক হইলে সকল ব্যক্তিকে ঐ সালিসের ফয়সলা মানিতে নিয়ম কি হুকুম অথবা ডিক্রী করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে সালিসীতে অর্পণ-হওয়া কোন বিষয়ে যে ফয়সলা হয় তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অথবা দাঁড়ার বিষয়ে চুক আছে বলিয়া অন্যথা করা যাইবেক না ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক গতিকে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে যে সম্পত্তি ঐ কমিস্যনরেরা খরীদ করিতে মানস অথবা ইচ্ছা করেন সেই সম্পত্তির মালিক কি মালিকেরদের এবং ঐ২ কমিস্যনরের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যদি কোন বিবাদ অথবা অনৈক্য হয় এবং যদি উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষ ঐ বিবাদ বা অনৈক্য সালিসীর দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে স্বীকার না করেন তবে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের কোন এক জনের দ্বারা দস্তখৎহওয়া এবং তাঁহার-দের সাধারণ মোহরকরা এক লিখিত ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের উপর জারী করিবেন এবং তাহাতে ঐ বিবাদ অথবা অনৈক্য নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে জুরি তলব করিতে ঐ সরিফের প্রতি হুকুম হইবেক। এবং যদি বিরোধি বিষয়ে ঐ সরিফ সাহেবের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে ঐ ওয়ারণ্ট কলিকাতার করণর সাহেবের নামে লেখা যাইবেক এবং তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক এবং যদি ঐ সরিফ সাহেব এবং ঐ করণর সাহেব এই উভয়ের সেই বিষয়ে কোন্ ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে যে ব্যক্তি কলিকাতার সরিফী কর্ম্মে শেষে নিযুক্ত ছিলেন এবং বিবাদি বিষয়ে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এবং ওয়ারণ্ট বাহির হওনসময়ে কলিকাতানিবাসী থাকেন তাঁহার নামে ঐ ওয়ারণ্ট বাহির হইবেক এবং তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইবেক। এবং ঐ সরিফ সাহেব অথবা করণর কি অপদস্থ সরিফ উচিত বোধ করিলে এক জন নায়েব অথবা সহকারী নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জুরির নিকটে বিবাদ অর্পণ করণের বিষয়ে এই আইনের যেং স্থানে "সরিফ" এই কথার ব্যবহার আছে সেই স্থানের সকল নিয়ম প্রত্যেক করণর সাহেব অথবা অন্য যে ব্যক্তি আইনমতে সরিফের এওজে কর্ম্ম করেন তাঁহার বিষয়ে খাটিবেক। এবং যে প্রত্যেক গতিকে পূর্ব্বোক্ত ওয়ারণ্ট কলিকাতার ঐ সরিফছাড়া অন্য ব্যক্তির নামে দেওয়া যায় সেই গতিকে ঐ সরিফ সাহেব ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের বিষয়ে এত্তেলা পাইলে এবং তাঁহার নিকটে দরখাস্ত হইলে যে ব্যক্তির নামে ঐ ওয়ারণ্ট বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি তাহা লইবার জন্যে যে উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করেন তাঁহাকে জুরির বহী এবং শহর কলিকাতার বিশেষ জুরির তালিকার ফর্দ্দ দিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরিফ সাহেব পূর্ব্বোক্ত ওয়ারণ্ট পাইলে যে ব্যক্তিরা উক্ত শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে সাধারণ জুরির কর্ম্ম করণের যোগ্য তাঁহারদের মধ্যহইতে বিবাদি বিষয়ে অলিপ্ত দশ জনকে জুরি হওনার্থ তলব করিবেন এবং তন্নিমিত্তে যে উপযুক্ত সময় ও স্থান তিনি নির্দ্দিষ্ট করেন সেই সময়ে ও স্থানে তাঁহারা একত্র হইবেন কিন্তু আবশ্যক যে সেই সময় ঐ ওয়ারণ্ট পাইবার পর চৌদ্দ দিনের কম ও একুশ দিনের অধিক না হয় এবং সেই স্থান যে ভূমি বা বাটী কি এমারতের বিষয়ে এবং সম্পর্কে ঐ অনৈক্য অথবা বিরোধ হইয়াছে সেই স্থানহইতে দুই মাইলের অধিক না হয়। কিন্তু তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের সম্মতিক্রমে অন্য কোন সময় ও অন্য স্থান নিরূপণ এবং স্থির হইতে পারে। এবং ঐ সরিফ সাহেব যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার সম্বাদ ঐ কমিস্যনরদিগকে তৎক্ষণাৎ দিবেন ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত সমনক্রমে যে সকল জুরি ব্যক্তি উপস্থিত হন্ তাঁহারদের মধ্যে ঐ সরিফ সাহেব যত জন ও যে প্রকারে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম ও হুকুমানুসারে ঐ আদালতে অপরাধের বিচার করণার্থ জুরি মনোনীত হন সেইরূপে ঐ সরিফ সাহেব পাঁচ জনকে জুরির ন্যায় নিরূপণ করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত সমনক্রমে যদি সেইরূপে তলবহওয়া জুরিরদের প্রচুরসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত না হন তবে ঐ সরিফ সাহেব জুরির পাঁচ ব্যক্তির সংখ্যা পূর্ণ করণার্থ সেই স্থানে উপস্থিতথাকা ব্যক্তিরদের অথবা অন্য যে ব্যক্তিরদিগকে শীঘ্র আনা যাইতে পারে এইমত যোগ্য এবং সেই বিবাদি বিষয়ে অলিপ্ত ব্যক্তিরদিগকে জুরির মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতে অন্য যে ব্যক্তিরদের লাভ লোকসান থাকে তাঁহারা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রীতি ও ব্যবহারানুসারে উক্ত

জুরিরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন কিন্তু ঐ কমিস্যনরেরা অথবা সেই বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তির লাভ নোকসান থাকে তাঁহারা ঐ সমুদয় জুরির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন না ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত প্রত্যেক সুরতহালে উক্ত সরিফ সাহেব সভাপতি হইবেন এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত কমিস্যনরেরদের স্থানে ক্ষতি-পুরণের দাওয়া করেন তাঁহারা ফরিয়াদী বা ফরিয়াদীসকলের ন্যায় জ্ঞান হইবেন এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ওএষ্টমিনষ্টর শহরের আদালতে আইনসম্পর্কীয় নালিশের বিচারে ফরিয়াদীর যে সকল হক ও ক্ষমতা আছে এই সুরতহালে ফরিয়াদির সেই সকল হক ও ক্ষমতা থাকিবেক এবং যদি ঐ কমিস্যনরেরা অথবা ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতের লাভনোকসানযুক্ত কোন ব্যক্তি লিখনের দ্বারা ঐ সরিফ সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করেন তবে বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির সাক্ষিস্বরূপ জোবানবন্দী লইতে ঐ কমিস্যনরেরা অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঐ ক্ষতিবৃদ্ধিযুক্ত কোন ব্যক্তি উচিত বোধ করেন তাঁহাকে সরিফ সাহেব তলব করিবেন এবং সেইরূপ প্রার্থনাক্রমে যেরূপ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ওএষ্টমিনষ্টর শহরের আদালতে আইনের পক্ষে নালি-শের বিচারের সময়ে সরেজমীনে দর্শন হইতে পারে সেইরূপে ঐ সরিফ সাহেব ঐ জুরিরদিগকে বিরোধি স্থান অথবা বিষয়ের সরেজমীনে দর্শন করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

২৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কোন মোকদ্দমার অথবা তদারকের সম্পর্কে পূর্ব্ব লিখিত কোন বিষয়ে উক্ত সরিফ সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য সেই বিষয়ে যদি তিনি ত্রুটি করেন্ তবে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তিনি ৫০০) টাকা জরীমানা দিবেন এবং ঐ জরীমানার টাকা উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত সুপ্রিম কোর্টে কর্জের নালিশ অথবা সেই বিশেষবিষয়ে নালিশক্রমে আদায় করিবেন। এবং এই আইনক্রমে সাধারণ অথবা বিশেষ জুরিতে যে কোন ব্যক্তির তলব কিম্বা নিযুক্ত হন্ সেই ব্যক্তি যদি উপস্থিত না হন্ অথবা উপস্থিত হইলে যদি সরিফ সাহেব আইনক্রমে যে শপথ কি সুকৃতি করাইতে পারেন্ তাহা করিতে অস্বীকৃত হন্ অথবা অন্য প্রকারে জানিয়া শুনিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি করেন্ তবে সেই কসুর অথবা ত্রুটির বিষয়ে উক্ত সরিফ সাহেবের সন্তোষজনক যুক্তিসিদ্ধ কারণ না দর্শাইলে সেই ব্যক্তির ১০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং সরিফ সাহেব অথবা জুরির অন্তঃ-পাতি ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে যে জরীমানা দেন্ তাহা সেই টাকার সংখ্যাপর্য্যন্ত ঐ তদারকের খরচাতে অর্পণ হইবেক এবং ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে যে জরীমানার হুকুম হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত এইরূপ প্রত্যেক জুরি ব্যক্তির উক্ত সুপ্রিম কোর্টের

মোকদ্দমার বিচার করণার্থ তলব হইলে যে নিয়মের অধীন ও যে দণ্ড ও গুনাহগা-রীর যোগ্য হইতেন সর্ব্বতোভাবে সেই নিয়মের অধীন হইবেন ও সেই দণ্ড এবং গুনাহগারীর যোগ্য হইবেন ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইরূপ কোন তদারকে সাক্ষ্য দেওনার্থ কোন ব্যক্তির রীতিমতে তলব হইলে এবং তাহাকে তাহার ওয়াজিবী খরচ দেওয়ার প্রস্তাব হইলে সেই সাক্ষী যদি উপযুক্ত কারণবিনা সমনে নির্দ্দিষ্ট সময় ও স্থানে হাজির হইতে ত্রুটি করে অথবা যদি কোন ব্যক্তি সমন হইলে কি না হইলে এমত কোন তদারকে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হয় এবং বিরোধি বিষয়ে শপথ অথবা সুকৃতি-পূর্ব্বক জোবানবন্দী দিতে স্বীকার না করে তবে সেই অস্বীকারের দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাঁহাকে ঐ অপরাধি ব্যক্তি ১০০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক। এবং বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি শপথ কিম্বা সুকৃতিপুর্ব্বক জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া এমত কিছু মিথ্যা কহে যে কোন আদালতে উপস্থিত থাকা সেইপ্রকার বিরোধি বিষয়ে সেইরূপ মিথ্যা এজহার দিলে তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা শপথের অপরাধ হইত তবে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাপুর্ব্বক মিথ্যা শপথের অপরাধী হইবেক ইতি।

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূমি বা বাটী কিম্বা এমারতের বিষয়ে উক্ত সরিফ সাহেব তদারকের নিরূপণ করিয়াছেন সেই ভূমিপ্রভৃতিতে যে সকল ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাঁহারদিগকে ঐ কমিস্যনরেরা ঐ তদারকের সময় ও স্থানের এত্তেলা তাহার অন্যূন দশ দিবশ থাকিতে দিবেন। এবং উক্ত এত্তেলা লিখনের দ্বারা দেওয়া যাইবেক এবং তাহা উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইবেক অথবা উক্ত শহরে তাহার যে শেষ বাসস্থান জ্ঞাত হওয়া যায় সেই স্থানে ঐ এত্তেলা দেওয়া যাইবেক অথবা যদি তাহার এইরূপ কোন বাসস্থান না থাকে তবে এমত প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে ঐ এত্তেলা ঐ শহরের মধ্যে প্রকাশিত এক বা ততোধিক সম্বাদপত্রে দুইবার প্রকাশ হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি ক্ষতিপুরণের দাওয়া করেন্ সেই ব্যক্তি যদি স্বয়ং সেই তদারকেতে উপস্থিত না হন্ অথবা কোন উকীল কি মোখ্তার নিযুক্ত না করেন্ তবে ঐ অবর্ত্তমান ব্যক্তির ক্ষতিপুরণের দাওয়ার সম্পর্কে ঐ তদারক নির্ব্বাহ হইবেক না। কিন্তু ঐ অবর্ত্তমান ব্যক্তিকে যে ক্ষতিপুরণের টাকা উক্ত কমিস্যনরদিগের দিতে হয় তাহা শহর কলিকাতার কোন দুই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

মনোনীত ও নিযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা ধার্য্য ও নিরূপণ হইবেক। এবং সেই ভূমি-প্রভৃতির বাবতে ঐ ক্ষতিপূরণের বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা লিপ্ত থাকেন এবং উপস্থিত হন তাঁহারদের ক্ষতিপূরণের দাওয়ার সম্পর্কে সরিফ সাহেবের সম্মুখে তৎস্থানে ও সময়ে যে তদারক হইতেছে সেই তদারকের বিঘ্ন তৎপ্রযুক্ত হইবেক না ইতি।

৩৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ক্ষতিপূরণ অথবা নোকসানের বিষয়ে কোন জুরিরদের ফয়সলা করিতে হয় সেই ক্ষতিপূরণ কি নোকসানের বিষয়ে তদারক ও ধার্য্য করিবার নিমিত্তে তাঁহারদের পূর্ব্বোক্তপ্রকার তদারককরণের পূর্ব্বে তাঁহারা সেই ক্ষতিপূরণ বা নোকসানের বিষয়ে যথার্থমতে এবং বিশ্বস্তরূপে তদারক ও ধার্য্য করিতে শপথ করিবেন অথবা শপথ করণের বিষয়ে তাঁহারদের কোন আপত্তি থাকিলে তাঁহারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিবেন এবং সেই শপথ ও সুকৃতি সরিফ সাহেব করাইবেন এবং যে সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য দেওনার্থ তলব হয় তাহারদিগকেও ঐ শপথ ও সুকৃতি করাইবেন ইতি।

৩৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদ করিবার যোগ্য কোন ভূমি কি বাটী অথবা এমারতের মূল্যের বিষয়ে এবং তাহার সঙ্গে ধার্য্যহওয়া কোন ভূমি কি বাটী অথবা এমারতে যে অপচয় হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার দাওয়াহওয়া ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যদি উক্ত প্রকার তদারক হয় তবে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ক্ষতি-পূরণের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন অথবা যে ব্যক্তি এই আইনের বিধিক্রমে সেই ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন্ সেই ব্যক্তির যে ভূমি বা বাটী কি এমারৎ উক্ত কমিস্যনরেরদের আবশ্যক হয় তাহার খরীদের বা তাহার কোন লাভের খরীদের যে টাকা দিতে হইবেক তাহার বিষয়ে জুরিরা এক স্বতন্ত্র ফয়সলা করিবেন এবং ঐ ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের অন্য ভূমি বা বাটী কি এমারৎহইতে ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারৎ স্বতন্ত্র করণপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের যে কোন ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা আছে কিম্বা এই আইনের দত্ত ক্ষমতানুসারে করা কোন কার্য্য-প্রযুক্ত তাঁহারদের ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতের যে কোন ক্ষতি হয় তাহা পূরণকরণার্থ যে টাকা দিতে হইবেক তাহারও এক স্বতন্ত্র ফয়সলা জুরিরা করিবেন ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সরিফ সাহেবের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত প্রকার তদারক হয় তিনি পূর্ব্বোক্ত মতে জুরির দ্বারা ধার্য্যহওয়া খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐ ফয়সলা ও নিষ্পত্তিপত্রে ঐ সরিফ সাহেব

দস্তখৎ করিবেন এবং সেইরূপে দস্তখৎ হইলে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডরাখনিয়া সাহেবের নিকটে তাহা দাখিল হইবেক এবং ঐ সাহেব তাহা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডের মধ্যে রাখিবে এবং ঐ ফয়সলা ও নিষ্পাত্তি রিকার্ডের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ঐ রিকার্ড অথবা তাহার যথার্থ নকল কিম্বা নিদর্শন সকল আদালতে এবং সর্ব্বত্র উত্তম প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং সকল ব্যক্তি ঐ ফয়সলা এবং নিষ্পাত্তিপত্র দেখিতে পারিবেন এবং তাহার নকল অথবা নিদর্শন কি চুম্বক পাইতে পারিবেন কিন্তু ঐরূপ ফয়সলা ও নিষ্পাত্তি দর্শনের নিমিত্তে তাঁহারা ||০ আনা করিয়া দিবেন এবং তাহাহইতে নকল করা অথবা চুম্বক লওয়া এক২ শত কথার নিমিত্তে |০ আনা করিয়া দিবেন এবং ঐ নকল অথবা নিদর্শন কি চুম্বক প্রস্তুত করিতে ও তাহাতে সহী করিতে ও তাহা যথার্থ ইহা জ্ঞাপন করিতে ঐ রিকার্ডরাখনিয়া সাহেবের প্রতি ইহার দ্বারা হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

৩৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জুরির সম্মুখে এইরূপ প্রত্যেক তদারক হইলে যে টাকা উক্ত কমিস্যনরেরা তাহার পূর্ব্বে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাহইতে অধিক টাকা যদি জুরিরা ধার্য্য করেন তবে ঐ তদারকের সকল খরচা ঐ কমিস্যনরেরা দিবেন কিন্তু ঐ কমিস্যনরেরা যে টাকা পূর্ব্বে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যদি জুরিরা তত্তুল্য অথবা তদপেক্ষা অল্প টাকা ধার্য্য করেন তবে জুরির তলব করণ এবং ধার্য্য করণ ও নিরূপণ করণের এবং তদারক করণের এবং ফয়সলা ও নিষ্পাত্তি রিকার্ড করণের যে খরচা লাগে তাহার অর্দ্ধেক উক্ত ক্ষতিপূরণ অথবা খরীদের টাকার দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তিরা দিবেন এবং অপর অর্দ্ধেক উক্ত কমিস্যনরেরা দিবেন। এবং ঐ তদারকের পূর্ব্বোক্ত খরচাব্যতিরেকে যদি অন্য খরচা লাগে তবে উভয় পক্ষ সেইরূপ আপন২ খরচা দিবেন ইতি।

৩৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার তদারকের খরচার বিষয়ে যদি কিছু বিবাদ হয় তবে উভয় পক্ষের কোন এক ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের "টাক্সিং আফিসর" নামক কর্ম্মকারক তাহা নিষ্পাত্তি করিবেন এবং তদারক-কারি জুরির তলব ও নিরূপণ ও নিযুক্ত করণের এবং সাক্ষিরদিগকে হাজির করণের ও কৌন্সেলী ও উকীল রাখণের এবং ফয়সলা ও নিষ্পাত্তি রিকার্ড করণের এবং প্রকারান্তরে ঐ তদারক সম্পর্কীয় যে সকল ওয়াজিবী খরচ ও টাকা লাগে তাহা ঐ খরচার মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি সেই প্রকার কোন খরচা উক্ত কমিস্যনরেরদের

দেয় হয় এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরে তাহার রীতি মত দাওয়া হইলে পর যদি সাত দিবসের মধ্যে তাহা ঐ খরচাপাওনিয়া ব্যক্তিকে না দেওয়া যায় তবে তাহা ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ও হইবেক এবং কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত হইলে তিনি তদনুসারে ওয়ারণ্ট বাহির করিবেন। এবং যদি সেইরূপ খরচা কোন ভূমি বা বাটী কি এমারতের মালিকের অথবা সেই ভূমিপ্রভৃতির লাভের মালিকের দেয় হয় তবে ঐ মালিককে যে টাকা দিতে জুরিরা স্থির করিয়াছিলেন অথবা পশ্চাৎ লিখিত বিধির অনুসারে সরবেয়র যে মূল্য ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহাহইতে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই খরচা বাদ দিতে পারেন্ ও আপন হাতে রাখিতে পারেন্। তৎপরে যদি কোন টাকা দেয় থাকে তবে সেই টাকা দেওয়া গেলে অথবা আমানৎ হইলে তাহা সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে টাকা জুরি অথবা সরবেয়র ধার্য্য করিয়াছিলেন যদি খরচা তদপেক্ষা অধিক হয় তবে সেই অধিক টাকা ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ও হইবেক এবং কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত হইলে তিনি সেই বিষয়ে আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

৩৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যদি কোন বিরোধ হয় এবং যদি উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষ বিশেষ জুরির দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইবার ইচ্ছা করেন্ তবে সেই বিষয় ঐ প্রকার জুরির দ্বারা বিচার হইবেক। কিন্তু যদি অন্য পক্ষ ব্যক্তির সেইরূপ ইচ্ছা থাকে তবে ঐ কমিস্যনরেরদের পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের ওয়ারণ্ট সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠাওনের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ের এত্তেলা ঐ কমিস্যনরদিগকে দিতে হইবেক। এবং উক্ত কমিস্যনরেরা তন্নিমিত্তে ঐ বিচার করণার্থ পাঁচ জন জুরির বিশেষ জুরি মনোনীত করিতে সরিফ সাহেবের নিকটে আপনারদের ওয়ারণ্ট দিবেন এবং ঐ ওয়ারণ্ট পাইবার পর যথাসাধ্য শাঘ্র সরিফ সাহেব বিশেষ জুরি মনোনীত করণের নিমিত্তে যে উপযুক্ত সময় ও স্থান নিরূপণ করেন্ সেই সময় ও স্থানে ঐ কমিস্যনরেরদিগকে এবং ঐ অন্য পক্ষকে আপনার সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইতে অথবা উকীল কি মোখ্তার নিযুক্ত করিতে সমন করিবেন কিন্তু ঐ সময় সমন জারী করণের পর পাঁচ দিনের কম এবং আট দিনের অধিক হইবেক না। এবং সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে ঐ কোর্টের নিয়মের যে অংশ এই আইনানুসারে নিযুক্ত জুরির সংখ্যা বিষয়ে না মিলে সেই অংশছাড়া ঐ কোর্টের নিয়ম ও বিধানক্রমে যে রূপে জুরি নিযুক্ত করিবার হুকুম আছে সেইরূপে এবং ঐ নিরূপিত সময় ও স্থানে সরিফ সাহেব এক বিশেষ জুরি মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিবেন। এবং উক্ত সরিফ সাহেব ঐ জুরি নিযুক্ত করণের পর আট দিনের অধিক না হয় এইমত কোন দিবস ঐ জুরির সংখ্যা ন্যূন করণার্থ ঐ ব্যক্তিরদিগকে অথবা তাঁহারদের মোখ্তারদিগকে আপনার সম্মুখে হাজির হইতে হুকুম দিবেন

এবং তাহার বিষয়ে ঐ কমিস্যনরদিগকে এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরদিগকে চারি দিবস থাকিতে সম্বাদ দিবেন এবং ঐ নিরূপিত দিবসে সরিফ সাহেব ঐ সুপ্রিম কোর্টের ব্যবহারানুসারে ঐ বিশেষ জুরির সংখ্যা ন্যূন করিয়া আট জন জুরি নিরূপণ করিবেন ইতি।

৪০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তলবহওয়া আট জন জুরির নাম ডাক হইলে যে পাঁচ জন প্রথম উপস্থিত হন তাঁহারা তদারক করণার্থ বিশেষ জুরিস্বরূপ নিযুক্ত হইবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরা ঐ জুরিরদের কোন জনের বিষয়ে আইনমতে আপত্তি করিতে পারেন্ এবং যদ্যপি জুরির সম্পূর্ণ পাঁচ ব্যক্তি উপস্থিত না হন অথবা ঐরূপ আপত্তির পর যদি জুরির সম্পূর্ন পাঁচ ব্যক্তি না থাকেন তবে ঐ কমিস্যনরেরদের বা ঐ অন্য ব্যক্তিরদের দরখাস্তক্রমে ঐ বিশেষ জুরির সংখ্যা পূর্ণ করণার্থ অন্য যে ব্যক্তিরা বিরোধি বিষয়ে লিপ্ত নহেন ও উক্ত সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অথবা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করণের যোগ্য এবং পূর্ব্বোক্ত তালিকাহইতে ইহার পূর্ব্বে নাম উঠান যায় নাই এবং সেই সময়ে উক্ত সরিফ সাহেবের নিকটে থাকেন অথবা শীঘ্র আনীত হইতে পারেন্ এইমত ব্যক্তিরদের নাম সরিফ সাহেব ঐ জুরির তালিকাতে লিখিবেন। এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরা শেষোক্ত জুরি ব্যক্তিরদের বিষয়েও আইনমতে আপত্তি করিতে পারেন্ এবং সরিফ সাহেব ঐ জুরির দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং সাধারণ জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে যেরূপ ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে সর্ব্বতোভাবে এই বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হওয়া মোকদ্দমার কার্য্য ও ফল হইবেক এবং তাহাতে তত্তুল্য গুনাহগারী হইবেক ইতি।

৪১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার নিমিত্তে ঐ বিশেষ জুরি পূর্ব্বোক্ত-মতে মনোনীত ও নিযুক্ত হন্ তাহাছাড়া অন্য কোন তদারকের আবশ্যক হইলে যদি ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ অন্য যত ব্যক্তির তাহাতে লাভনোকসান থাকে তাঁহারা তাহাতে সম্মত হন্ তবে সেই তদারক ঐ বিশেষ জুরির দ্বারাও হইবেক ইতি।

৪২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা খরীদ বা ব্যবহার কর-ণের যোগ্য কোন ভূমি বা বাটী অথবা এমারতের নিমিত্তে তাঁহারদের যে খরীদের অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হয় যে ব্যক্তি কলিকাতা রাজধানীতে না থাকাপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতে অক্ষম অথবা যে ব্যক্তিকে যথোচিত অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় কি উপযুক্ত এত্তেলা পাইলে পর তদারকের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট সময়ে

পশ্চাৎ লিখিতমতে ধার্য্যহওয়া জুরির সম্মুখে উপস্থিত না হন্ এই প্রকার কোন ব্যক্তিকে যদি সেই টাকা দেয় হয় তবে ঐ খরীদের যে টাকা অথবা ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতের কোন চিরস্থায়ি ক্ষতিপূরণের যে টাকা দিতে হইবেক তাহা পূর্ব্বোক্ত কলিকাতার দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ইহার পরে নির্দ্দিষ্টমতে মনোনীত করা দক্ষ ও কর্ম্মনিপুণ সরবেয়র ধার্য্য করিবেন ইতি।

৪৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা কলিকাতার পূর্ব্বোক্ত দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে যদি ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এইমত হৃদ্বোধজনক প্রমাণ করেন যে ঐ ব্যক্তি অবর্ত্তমান থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইতে পারে না অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর পাওয়া না যায় অথবা তাঁহাকে তন্নিমিত্তে উপযুক্ত এত্তেলা দিলে পর সেই ব্যক্তি ঐ তদারকের জন্যে পূর্ব্বোক্ত জুরির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা স্বহস্তে লিখনের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যা নির্ণয় করণার্থ উক্ত কমিস্যনরেরদের মঞ্জুরহওয়া এক দক্ষ ও কর্ম্মনিপুণ সরবেয়র মনোনীত করিবেন এবং ঐ সরবেয়র ঐ মূল্য নিরূপণ করিবেন এবং ঐ মূল্য নিরূপণের কৈফিয়তের শেষে লিখিবেন যে তাহা যথার্থ হইয়াছে এবং তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৪৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সরবেয়র ঐরূপ মূল্য নিরূপণের কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ দুই জন মাজিষ্ট্রেট অথবা তাঁহারদের এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিয়োগপত্রের নিম্ন ভাগে পশ্চাৎ লিখিত প্রতিজ্ঞা করিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

আমি অমুক ধর্ম্মতঃ ও সরলতাপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে মূল্য নিরূপণের যে কার্য্য আমার প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাহা আমি বিশ্বস্ত ও অপক্ষপাত এবং যথার্থরূপে বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিব।

শ্রী অমুক।

শ্রী অমুকের সম্মুখে দস্তখৎ করা গেল।

এবং যদি এমত কোন সরবেয়র রেশবৎ লইয়া সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন অথবা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করণের পর জানিয়া শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন তবে সেই ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন এইমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ নিয়োগপত্র এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ঐ সরবেয়রের করা মূল্য নিরূপণের কৈফিয়তের শেষে দেওয়া যাইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরদের মুহুরীর তাহা তাহার সঙ্গে রাখিবেন এবং ঐরূপ মূল্য নিরূপণ করা ভূমি কি বাটী অথবা এমারতের মালিক অথবা তাহাতে অন্য যে সকল ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তাঁহারা দাওয়া করিলে ঐ মুহুরীর সকল উপযুক্ত সময়ে ঐ মূল্য নিরূপণের কৈফিয়ৎ এবং অন্যান্য দলীলদস্তাবেজ তাঁহারদিগকে আপনার দফ্তরখানায় দেখাইবেন ইতি।

৪৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কোন গতিকে ঐ কমিস্যনরেরদের খরীদ অথবা ক্ষতিপূরণের যে টাকা দিতে হয় তাহা নিরূপণ করণের সময়ে মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা সালিস কি সরবেয়র বিষয়বিশেষে ঐ কমিস্যনরেরা যে ভূমি কি বাটী বা এমারৎ খরীদ করিতে উদ্যত কেবল তাহার মূল্যের বিষয় বিবেচনা করিবেন এমত নহে কিন্তু যদি উক্ত ভূমি কি বাটী বা এমারতের মালিকের অন্য ভূমি বা বাটী কি এমারৎ হইতে তাহা পৃথক করণের দ্বারা ঐ বাটী বা ভূমি কি এমারতের মালিকের কোন ক্ষতি হয় অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণের দ্বারা সেই অন্য ভূমি বা বাটী কি এমারতের অন্য প্রকার অপচয় হয় তবে তাহাও ঐ মাজিস্ট্রেট-প্রভৃতি বিবেচনা করিবেন ইতি।

৪৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাহাতে কোন লাভ হস্তান্তর করিতে যে মালিক অথবা অন্য ব্যক্তির অধিকার আছে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান না পাওয়া অথবা সেই ব্যক্তি বর্ত্তমান না হওয়াপ্রযুক্ত সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার মধ্যে কোন লাভের নিমিত্তে দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা পূর্ব্বোক্তমতে সরবেয়রের দ্বারা নিরূপণ হইলে এবং ইহার পরে নির্দ্দিষ্টমতে আমানৎ হইলে যদি সেই মালিক বা অন্য ব্যক্তি তাহাতে সম্মত না হন্ তবে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত বিধানক্রমে আমানৎ হওয়া টাকা পাওনের বিষয়ে অথবা অর্পণের বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিতমতে দরখাস্তকরণের পূর্ব্বে উক্ত কমিস্যনরদিগকে এমত লিখিত এত্তেলা দিতে পারেন যে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয় সালিসীতে অর্পণ হয় এবং তাহা হইলে বিরোধি অন্যান্য ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে যেরূপে ইহার পূর্ব্বে লিখিতমতে সালিসীতে অর্পণ করণের ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গিয়াছে সেইরূপে এই বিষয়ও সালিসীতে অর্পণ হইবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা যে টাকা

পুর্ব্বোক্তমতে আমানৎ করিয়াছেন তাহা প্রচুর কি তাঁহারদের আরেকোন টাকা দিতে হইবেক এবং কত টাকা দিতে বা আমানৎ করিতে হইবেক এই২ বিষয়ে ঐ সালিসেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক ইতি।

৪৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি ঐ সালিসেরা উক্ত কমিস্যনরদিগের আরো অধিক টাকা দিবার কি আমানৎ করিবার ফয়সলা করেন তবে ঐ ফয়সলা হওনের পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ কমিস্যনরেরা বিষয়বিশেষে ঐ অধিক টাকা দিবেন বা আমানৎ করিবেন এবং যদ্যপিঐ কমিস্যনরেরা তাহা না করেন তবে তাঁহারদের নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশের দ্বারা ঐ টাকা খরচাসমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৫০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি ঐ সালিসেরা এই নিষ্পত্তি করেন যে যে টাকা পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছিল অথবা আমানৎ হইয়াছিল তাহা প্রচুর ছিল তবে ঐ সালিসীর খরচা সালিসেরা নিরূপণ করিবেন এবং যাঁহার শিরে পড়িবেক তাহা তাঁহারা আপন২ বিবেচনামতে ধার্য্য করিবেন। কিন্তু যদি ঐ সালিসেরা এই নিষ্পত্তি করেন যে ঐ কমিস্যনরেরদের অধিক টাকা দেওয়া বা আমানৎ করা উচিত তবে ঐ সালিসীতে যত খরচা লাগিয়াছে তাহা ঐ কমিস্যনরেরা দিবেন ইতি।

৫১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরেরদের কার্য্য নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তন্মধ্যে কোন লাভ লওয়া যায় অথবা তাহার কোন ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার অধিকার থাকে এবং যদি ঐ কমিস্যনরেরা এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ টাকা না দিয়া থাকেন তবে ঐ ব্যক্তি যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে তাহা সালিসের দ্বারা অথবা জুরির ফয়সলার দ্বারা নির্ণয় করিয়া লইতে পারেন। এবং যদি সেই ব্যক্তি তাহা সালিসের দ্বারা নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি আপনার ঐ ইচ্ছা লিখিত এত্তেলার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে জানাইবেন এবং যে ভূমি বা বাটী কি এমারতের বিষয়ে তিনি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন সেই ভূমিপ্রভৃতিতে তাঁহার যে প্রকার লাভ থাকে তাহা এবং যত টাকার দাওয়া করেন তাহার সংখ্যা ঐ এত্তেলাতে লেখা থাকিবেক এবং যে টাকার এইরূপ দাওয়া হয় তাহা যদি ঐ কমিস্যনরেরা দিতে স্বীকার না করেন এবং যে ব্যক্তি তাহা পাওনের অধিকার রাখেন সেই ব্যক্তির স্থানে উক্ত এত্তেলা পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাহা দিবার বিষয়ে একটা লিখিত বন্দোবস্ত না করেন তবে সেই বিষয় এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। অথবা যে ব্যক্তির সেই টাকা

পূর্ব্বোক্তমতে পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তি যদি সেই ক্ষতিপূরণের সংখ্যা জুরির দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছা করেন্ তবে তিনি আপনার ঐ ইচ্ছা লিখিত এত্তেলার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে জানাইবেন এবং তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সকল বিবরণ লেখা থাকিবেক এবং ক্ষতিপূরণের যে টাকার এইরূপ দাওয়া হয় তাহা যদি ঐ কমিস্যনরেরা দিতে স্বীকার না করেন এবং তন্নিমিত্তে লিখিত বন্দোবস্ত না করেন তবে ঐ এত্তেলা পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাঁহারা এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সেই বিষয়ে নিষ্পত্তি করণার্থ জুরি তলব করিতে সরিফ সাহেবের নিকটে আপনারদের ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন এবং যদি তাহা না করেন তবে যে ব্যক্তির সেই টাকা পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের দাওয়ার টাকা তাঁহারা দিবেন এবং সেই টাকা সুপ্রিম কোর্টে দেনার নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৫২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ কিম্বা অধিকারিত্ব বা তাহার মধ্যে কোন লাভের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হইবেক তাহার সংখ্যা এই আইনের অনুমতিদেওয়া এবং নিরূপিত পূর্ব্বোক্ত কোন এক প্রকারে নিশ্চিত ও ধার্য্য ও ফয়সলা অথবা বন্দোবস্ত হইলে যদি এইমত হয় যে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা যাবজ্জীবন অথবা মৌরুশী রাইয়ত বা বিবাহিতা স্ত্রী কি সংসারধ্যক্ষ বা কমিটি কি ট্রুষ্টি বা অছি বা আডমিনিষ্ট্রেটর হওয়াপ্রযুক্ত অথবা ঐ ভূমিপ্রভৃতিতে অসম্পূর্ণ ও অল্প লাভ থাকাপ্রযুক্ত কেবল এই আইনের বিধানানুসারে সেই ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারেন্ এমত ব্যক্তির স্থানে ঐ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ কিম্বা অধিকারিত্ব খরীদ করিয়া থাকেন অথবা ভূমির স্বামী যদ্যপি খরীদের কিম্বা ক্ষতিপূরণের টাকা লইতে স্বীকার না করেন অথবা সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ অথবা অধিকারিত্বের অথবা তাহাতে সেই ব্যক্তি যে লাভের দাওয়া করেন তাঁহার এইমত স্বত্ব সাব্যস্ত না করেন বা করিতে ক্রটী করেন যে তাহাতে ঐ কমিস্যনরেরদের হৃদ্বোধ জন্মে অথবা সেই ব্যক্তি যদি তাহা হস্তান্তর বা খালাস করিতে স্বীকার না করেন অথবা বাঙ্গলা দেশের রাজধানীতে বর্ত্তমান না থাকেন কিম্বা বিলক্ষণ অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় তবে ঐ কমিস্যনরদিগকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে তাঁহারা অগৌণে ঐ খরীদের কি ক্ষতিপূরণের টাকা লইয়া কোম্পানির কাগজ নামে খ্যাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট তৎকালের বাজার ভাওমতে খরীদ করেন ও ঐ সুপ্রিম কোর্টের আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের নামে এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে উক্ত ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে গবর্ণমেণ্ট এজেণ্টের নিকটে আমানৎ করেন এবং ঐ গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট সাহেব যে ব্যক্তিরদের ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতে বা অধিকারিত্বে লাভনোকসান থাকে বা উত্তর কালে হইতে পারে সেই ব্যক্তিরদের নামে ঐ কাগজ জমা করিয়া ঐ

আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের হিসাবে লিখিবেন এবং সুপ্রিম কোর্টের একুটী পক্ষে যে সকল বিষয় ও মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই বিষয়ে উক্ত কোর্টের নিয়ম ও হুকুম ও বিধানক্রমে যেরূপ ব্যবহার আছে সেই ব্যবহারানুসারে উক্ত কমিস্যনরেরা সাধ্য পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তিরদের পরিচয় এবং ভূমির বিবরণ লিখিবেন এবং ঐ কোম্পানির কাগজ সেইরূপ আমানৎ থাকিবেক এবং তাহার সুদ ঐ গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট রীতিমতে আদায় করিবেন এবং সেই হিসাবে জমা করিবেন এবং যখন ও যতবার ঐ গবর্ণমেণ্ট এজেণ্টের আদায় করা সুদের সংখ্যা প্রচুর হয় তখন তিনি সেই সুদ লইয়া সময়ক্রমে সেই প্রকার কোম্পানির অন্য কাগজ খরীদ করিবেন এবং যে ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ টাকা আমানৎ হইয়াছে সেই ভূমিপ্রভৃতির ভাড়া এবং প্রাপ্তি পাইবার যে ব্যক্তির অধিকার আছে সেই ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে যাবৎ ঐ টাকা ঐ আদালতের হুকুমক্রমে নীচের লিখিত এক বা ততোধিক অভিপ্রায়ে ব্যয় না হয় তাবৎ সেই সকল আসল টাকা ও সুদ সেইরূপে আমানৎ থাকিবেক। বিশেষতঃ যে'ভূমি বা বাটী অথবা অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছে সেই ভূমি-প্রভৃতির কোন দেনা বা দায় পরিশোধ করণার্থ অথবা অন্য যে ভূমির সেই প্রকার ব্যবহার বা ট্রুষ্ট কি অভিপ্রায়ের নিমিত্তে বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই ভূমির সম্পর্কীয় কোন দেনা বা দায় পরিশোধ করণার্থ অথবা যে ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই ভূমিপ্রভৃতি যে ব্যবহার বা ট্রুষ্ট বা অভিপ্রায়ের নিমিত্ত ধার্য্য হইয়াছিল সেই ব্যবহারপ্রভৃতিতে অর্পণ ও ধার্য্য করিবার নিমিত্তে অন্য ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের খরীদ করণার্থ কিম্বা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে এমারৎ লওয়া যায় তাহার বিষয়ে অথবা কমিস্যনরেরদের কার্য্যের নৈকট্যপ্রযুক্ত যে ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে যদি ঐ টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেই এমারৎ উঠাইয়া লওনার্থ কি পুনরায় স্থাপন করণার্থ অথবা তাহার পরিবর্ত্তে নূতন এমারৎ গাঁথনার্থ অথবা সেই টাকাতে যে ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার হইবেক সেই ব্যক্তিকে দেওনার্থ। এবং যাবৎ ঐ টাকা এইরূপে ব্যয় হইতে না পারে বা না হয় তাবৎ ঐ কোম্পানির কাগজের সুদ ও ডিবিডেণ্ড ও বার্ষিক উৎপন্ন যে ব্যক্তির ঐ ভূমি বা এমারৎ বা অধিকারিত্বের ভাড়া ও লাভ তৎসময়েতে পাইবার অধিকার হইত সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দরখাস্ত হইলে এবং তাঁহার পক্ষে হুকুম হইলে তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক ও দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৫৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন খরীদের বা ক্ষতিপূরণের টাকা এক বা ততোধিক আয়ুর বা বৎসরের পাট্টার সম্পর্কে অথবা কোন ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের সম্পূর্ণ সত্ত্বঅপেক্ষা কম স্বত্বের নিমিত্তে অথবা সেইরূপ কোন পাট্টা বা স্বত্বের সম্পর্কীয় কোন ঔপাধিক অধিকারের বিষয়ে দেওয়া গিয়া থাকে সেই টাকাতে যাঁহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে এমত

ব্যক্তিরদের দরখাস্তক্রমে ঐ সুপ্রিম কোর্ট ঐ টাকা এইরূপে ব্যয় ও অর্পণ ও জমা করিতে ও দিতে হুকুম করিতে পারেন যে ঐ টাকার লাভযুক্ত ব্যক্তির যে পাট্টা বা স্বত্ব কি ঔপাধিক অধিকারের বিষয়ে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই পাট্টাপ্রভৃতিতে যথার্থমতে যে উপকার হইত তাঁহার সেই উপকার অথবা প্রায়ই সেই উপকার হইতে পারে ইতি।

৫৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরীদ করা অথবা লওয়া কোন ভূমি কি এমারৎ অথবা অধিকারিত্বের বাবতে যে খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে স্বীকার অথবা নিরূপণ হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্তমতে দেওয়া গেলে অথবা আমানৎ হইলে পর সেই ভূমি ও এমারৎ ও অধিকারিত্বের মালিককে এবং যে সকল ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা তাহা বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারেন তাঁহারদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরা হুকুম করিলে তাঁহারা রীতিমতে ঐ ভূমি উক্ত কমিস্যনরদিগের নিকটে অথবা তাঁহারা যেমতে হুকুম করেন সেইমতে হস্তান্তর করিবেন। এবং যদি তাঁহারা তাহা না করেন অথবা যদি সেই২ ব্যক্তি সেই ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের ঐ কমিস্যনরেরদের হৃদ্বোধজনক. উত্তম স্বত্ব না দেখাইতে পারেন তবে ঐ কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে আপনারদের সাধারণ মোহরযুক্ত একটা বিক্রয়পত্র করিতে পারেন এবং ঐ বিক্রয়পত্রে যে ভূমি এবং এমারৎ ও অধিকারিত্বের বিষয়ে ক্রটি হইয়াছিল তাহার বিবরণ থাকিবেক এবং সেই ভূমিপ্রভৃতির খরীদ অথবা লওনের বিবরণ এবং যে ব্যক্তিরদের স্থানে তাহা ক্রয় করা অথবা লওয়া গিয়াছিল তাঁহারদের নাম এবং তাহার বাবতে যে টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা ঐ বিক্রয়পত্রে লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা থাকিবেক যে এই প্রকার ক্রটি হইয়াছিল এবং এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে যে ব্যক্তিরদের সঙ্গে উক্ত কমিস্যনরেরদের সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল অথবা যে ব্যক্তিরদিগকে ঐ খরীদ অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা জুরির দ্বারা কি সালিসের দ্বারা কি এক বা ততোধিক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিরূপিত সরবেয়রের দ্বারা অথবা ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্টমতে ধার্য্য হইয়াছিল সেই ব্যক্তিরদের সেই ভূমি এবং এমারৎ ও অধিকারিত্বের যে স্বত্ব ও লাভ থাকে অথবা যে স্বত্ব ও লাভ তাঁহারা হস্তান্তর করিতে পারেন তাহা ঐ কমিস্যনরেরদের হাতে সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইবেক এবং যে২ ব্যক্তির নিমিত্তে তাঁহারা পূর্ব্বোক্তমতে ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন সেই২ ব্যক্তির সম্পর্কে ঐ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি ও এমারৎ ও অধিকারিত্বের তৎক্ষণাৎ দখল পাইতে পারেন্ ইতি।

৫৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা সেইরূপ যে কোন ভূমি এবং

এমারৎ ও অধিকারিত্ব খরীদ করেন্ অথবা লন তাহার মালিক বা তাহার কোন স্বত্বের মালিক তাহার নিমিত্তে যে খরীদের কি ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার বন্দোবস্ত বা ফয়সলা হইয়াছিল তাহা দিবার প্রস্তাব হইলে সেই টাকা লইতে স্বীকার না করেন্ অথবা ঐ কমিস্যনরেরদের খাতিরজমামতে ঐ ভূমি ও বাটী এবং অধিকারিত্ব বা তাহার মধ্যে তিনি যে লাভের দাওয়া করেন তাহাতে তাঁহার অধিকার সাব্যস্ত করিতে অক্ষম হন্ বা ত্রুটি করেন্ অথবা ঐ কমিস্যনরেরা যেরূপে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম করেন্ সেইরূপে যদি তিনি সেই ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্ব হস্তান্তর কি খালাস করিতে অস্বীকৃত হন্ অথবা যদি ঐ মালিক বাঙ্গলা দেশের রাজধানীতে বর্ত্তমান না থাকেন অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় কিম্বা ইহার পূর্ব্বে লিখিতমত জুরিরদের সম্মুখে তদারক সময়ে উপস্থিত না হন্ তবে ঐ কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা হইবেক যে ঐ ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বের বাবতে বা তাহার মধ্যে কোন লাভের বাবতে যে খরীদ কি ক্ষতিপূরণের টাকা দেয় হয় তাহা ঐ ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বে যাঁহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাঁহারদের নামে জমা করেন্ এবং ঐ ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরা যেপর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন্ সেই পর্য্যন্ত তাঁহারদের সমস্ত বিবরণ লিখিবেন এবং ঐ টাকা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের আজ্ঞা এবং কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে একটা বিক্রয়পত্র প্রস্তুত করিতে পারেন্ এবং তাহাতে তাঁহারদের সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং যে ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা জমা হইয়াছে তাহার বিবরণ এবং যে২ কারণপ্রযুক্ত ঐ টাকা জমা হইয়াছে তাহা এবং যে২ ব্যক্তির নামে ঐ খরীদের বা ক্ষতিপূরণের টাকা জমা হইয়াছে তাঁহারদের নাম ঐ বিক্রয়পত্রে থাকিবেক। এবং তাহা হইলে যে২ ব্যক্তির নিমিত্তে এবং সম্পর্কে ঐ খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা সেইরূপে জমা হইয়াছে তাঁহারদের সেই ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বে যে সকল স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং সেই ব্যক্তিরদের সম্পর্কে ঐ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বের তৎক্ষণাৎ দখল পাইতে পারেন্ ইতি।

৫৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে টাকা শেষোক্ত প্রকারে জমা হইয়াছে তাহার বা তাহার কোন অংশের অথবা যে ভূমি কি বাটী বা এমারতের সম্পর্কে ঐ টাকা জমা হইয়াছে তাহার বা সেই ভূমি বা বাটী কি এমারতের কোন অংশের বা তাহার মধ্যে কোন লাভের দাওয়া যে ব্যক্তি করেন্ সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ঐ সুপ্রিম কোর্ট একুটিপক্ষে যেরূপে ঐ কোর্টের উচিত বোধ হয় সেইরূপে সরাসরী মতে ঐ টাকা কোম্পানির কাগজে অর্পণ করিতে এবং পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের হাতে আমানৎ করিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং যে২ ব্যক্তি সেই টাকা বা ভূমি

বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার কোন অংশের দাওয়া করেন্ সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে আপনং স্বত্ব বা অধিকার বা লাভ অনুসারে সেই টাকা বণ্টন করিয়া দিতে বা তাহার সুদ দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ আদালতের যেরূপ যথার্থ বোধ হয় সেইরূপে ঐ বিষয়ে আর কোন হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

৫৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এইরূপ কোন কার্য্যে ঐ কমিস্যনরেরদের অংশি হওন আবশ্যক অথবা ক্ষমতা হইবেক না কিন্তু ঐ আদালতের সমক্ষে সরাসরী দরখাস্তের দ্বারা উপস্থিত হওয়া বিষয়ে যেরূপ দাঁড়া ও ব্যবহার আছে সেইরূপ দরখাস্তকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সেই সম্পত্তিতে যাঁহারদের লাভালাভ থাকে তাঁহারদিগকে রীতিমত এত্তেলা দিবেন। এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরা ঐ সরাসরী মোকদ্দমার আপনং অধিকার ও লাভ রক্ষা করিবার এবং বজায় রাখিবার নিমিত্তে উপস্থিত হইতে পারিবেন ইতি।

৫৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি যে ভূমি অথবা বাটী অর্পণ হয় তাহা কিম্বা তাহার কোন ভাগ তাঁহারা যেমত উচিত এবং উপকারক বোধ করেন সেইমত মোটে অথবা খণ্ডং করিয়া উক্ত শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের অনুমতিক্রমে বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্। এবং ঐ বিক্রয়ের দ্বারা যে টাকা হয় এবং উৎপন্ন হয় তাহা ঐ কমিস্যনরেরা এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের নির্দ্দিষ্ট যে কোন অভিপ্রায় উচিত বোধ করেন তাহাতে ব্যয় করিতে পারেন। এবং ঐ খরীদের টাকা কোন প্রকারে অপব্যয় হইলে অথবা ব্যয় না হইলে ঐ বাটী অথবা ভূমির খরীদার তাহার বিষয়ে জওয়াবদায়ী কি দায়ী হইবেক না। এবং এমত কোন বিক্রয় সম্পূর্ণ এবং সিদ্ধ করিবার জন্যে ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত প্রকারে বিক্রয় হওয়া এবং হস্তান্তর করা ভূমি এবং বাটীর এক বিক্রয়পত্র খরীদারকে দিতে পারেন ও তাহাতে সহী করিতে পারেন এবং ঐ বিক্রয়পত্রে উক্ত কমিস্যনরেরদের সাধারণ মোহর থাকিবেক ইতি।

৫৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরা ভূমির যে প্রত্যেক বিক্রয়পত্র দেন তাহার মধ্যে "দান" এই কথা উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের পর তাঁহারদের পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদের ঐ বিক্রয়পত্রে নির্দ্দিষ্ট নানা ভূমি লওনিয়ারদের এবং তাহারদের উত্তরাধিকারী বা অছি অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর কি আইনের মধ্যে বিষয়বিশেষে বিশেষ বন্দোবস্তের ন্যায় বলবৎ হইবেক। এবং ঐ প্রকার কোন বিক্রয়পত্রের মধ্যে কোন বিশেষ কথার দ্বারা ঐ বন্দোবস্তের যদি কোন

সীমা অথবা আটক নির্ণয় হইয়া থাকে তবে তাহা বর্জ্জিয়া ঐ বন্দোবস্ত সেই দানের এবং পশ্চাৎ লিখিতমত সেই দানের দ্বারা হস্তান্তর করা ইষ্টেট কি লাভের ভাব ও প্রকার অনুসারে জ্ঞান হইবেক। বিশেষতঃ ঐ বন্দোবস্তের অভিপ্রায় এই যে যে বাটী অথবা ভূমি সেই বিক্রয়পত্রক্রমে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের করা কোন দায়রহিত অক্ষয়ণীয় অধিকারিত্বের ইষ্টেট অথবা প্রকারান্তরে যে ইষ্টেট কি লাভ বিক্রয়পত্রের দ্বারা তাঁহারদের করা কোন দায়শূন্য দিবার নির্দ্দেশ আছে সেই ইষ্টেট কিম্বা লাভ এই আইনের বিধির শক্তিক্রমে বিক্রয়পত্র লিখিয়া দেওন সময়ে তাঁহার-দের করা কোন ক্রিয়া বা ত্রুটি হইলেও তাঁহারদের দখলে ছিল ইতি।

৬০ ধারা।

এবং এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির কার্য্য সিদ্ধ করণেতে উক্ত কমিস্যনরেরা যে খরচ করিয়াছেন কিম্বা উত্তর কালে করেন সেই খরচের নিমিত্তে টাকা প্রাপণার্থ ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে প্রত্যেক গতিকে শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের লিখনের দ্বারা জ্ঞাতহওয়া অনুমতিক্রমে এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির কার্য্য যত শীঘ্র সাধ্য সিদ্ধ করণার্থ উক্ত কমিস্যনরেরা যে সকল খরচ ও খরচা ও ব্যয় হইয়াছে কি উত্তর কালে হয় তাহার জন্যে যে টাকার আবশ্যক হয় সেই টাকা বা টাকাসকল যে ব্যক্তি কর্জ দিতে ইচ্ছুক থাকেন তাঁহার স্থানে উক্ত কমিস্যনরেরা যে সকল হার ও টাক্স ও মাসুল লইতে ও বসাইতে ও আদায় করিতে পারেন তাহা বন্ধক রাখিয়া সেই২ টাকা সুদের অঙ্গী-কারে কর্জ করিতে পারেন। এবং সেই টাকা বা টাকাসকল এবং সেই টাকার উপর যে সুদ ঐ কমিস্যনরেরা টাকা কর্জদেওনিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সঙ্গে ধার্য্য করেন সেই সুদ দেওনের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরা টাকা কর্জদেওনিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিকটে কিম্বা তাঁহার বা তাঁহারদের পক্ষে ট্রুষ্টি বা ট্রুষ্টিরদের নিকটে উক্ত হার ও টাক্স ও মাসুল অথবা তাহার কোন ভাগ বন্ধক দিতে পারেন এবং অর্পণ করিতে পারেন এবং তাহা ঐ কর্জকরা টাকা এবং তাহার সুদের জামিনস্বরূপ থাকিবেক। এবং যে ঘরের টাক্স বা কর কি মাসুল এই রূপে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে যাবৎ ঐ বন্ধকের টাকা পরিশোধ না হয় অথবা বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তিরদের লিখিত সম্মতি না হয় তাবৎ ঐ টাক্সপ্রভৃতির সমুদয় বা তাহার কোন অংশ রহিত হইবেক না ইতি।

৬১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ঘরের টাক্স ও কর এবং মাসুল বন্ধক দিয়া যে টাকা কর্জ করা যায় তাহার আসল টাকা পরিশোধ করিবার জন্যে উক্ত কমিস্য-নরদিগের এই ক্ষমতা হইবেক এবং তাঁহারদিগকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে যে টাকা এইরূপে কর্জ হইয়াছে অথবা বন্ধকক্রমে লওয়া গিয়াছে এবং

তৎসময়েতে দেনা থাকে এবং উক্ত ঘরের টাক্স ও কর ও মাসুলের বন্ধকক্রমে ধার্য্য থাকে সেই টাকার ত্রিশ অংশের এক অংশের হিসাবে যত হয় তত টাকা প্রতিবৎসরে পূর্ব্বোক্ত করহইতে বাদ দেন্ এবং পৃথক্ রাখেন্ এবং তাহা "সিঙ্কিং ফণ্ড" অর্থাৎ কর্জ পরিশোধের পুঁজির ন্যায় রাখেন্ এবং তাহা সেই প্রকার কর্জ করা অথবা বন্ধকক্রমে লওয়া আসল টাকা পরিশোধ করণার্থ ব্যয় হইবেক। এবং কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে ঐ "সিঙ্কিং ফণ্ডের" টাকা কোম্পানি বাহাদুরের কাগজ অর্থাৎ প্রমিসরি নোটে অর্পণ করিবেন এবং ঐ কোম্পানির কাগজ সময়ক্রমে গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইবেক এবং সেই কাগজের উপর যে সুদ হয় তাহা যেমন পাওনা হয় তেমনি তাহা লইয়া অন্য কোম্পানির কাগজ খরীদ করিতে এবং সেইরূপে ঐ পুঁজি বৃদ্ধি করিতে ঐ এজেণ্ট সাহেবকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং সেইরূপে সময়ক্রমে যাবৎ ঐ "সিঙ্কিং ফণ্ড" ঐ আসল কর্জসকল অথবা তাহার কোন একটা কিম্বা কোন একটার কোন ভাগ পরিশোধ করণার্থ প্রচুর না হয় তাবৎ ঐ "সিঙ্কিং ফণ্ড" সুদের উপর সুদের জমা করণের দ্বারা বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। এবং পুঁজি সেইরূপে প্রচুর হইলে তাহা পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে ঐ কর্জ পরিশোধ করণের জন্যে ব্যয় হইবেক ইতি।

৬২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধানক্রমে যে ঘরের টাক্স ও কর ও মাসুল বন্ধক দেওনের ক্ষমতা আছে সেই প্রকার প্রত্যেক বন্ধক কর্ম্ম বন্ধকপত্রের দ্বারা করা যাইবেক এবং সেই পত্রের মধ্যে যে নিমিত্তে তাহা বন্ধক দেওয়া গেল তাহা অতি যথার্থরূপে লেখা থাকিবেক এবং সেইরূপ প্রত্যেক বন্ধকপত্রে উক্ত কমিস্যনরেরদের সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং তাঁহারদের কোন বার্ষিক বা ত্রৈমাসিক কি বিশেষ বৈঠকের সময়ে অন্যূন তিন জনের দ্বারা দস্তখৎ হইবেক এবং এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা তাহার ভাবানুসারে ঐ বন্ধকপত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এবং ঐ বন্ধকলওনিয়া নানা ব্যক্তি ঐ বন্ধকপত্রের লিখিত ঘরের টাক্স ও কর এবং মাসুল স্বং অংশানুসারে পাইবার যোগ্য হইবেন অর্থাৎ ঐ বন্ধকপত্রে ঐ বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তিরদের যত টাকা কর্জ দেওনের বিষয় এবং সুদসমেত ফিরিয়া পাইবার বিষয় লেখা থাকে সেই হিসাবঅনুসারে তাঁহারা টাক্সইত্যাদির হিস্যা পাইবেন কিন্তু এক জন অগ্রে টাকা কর্জ দেওনপ্রযুক্ত অথবা এক জনের বন্ধকপত্রের তারিখ অন্যাপেক্ষা পূর্ব্ব হওয়াপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অগ্রে টাকা পাইবেন না ইতি।

৬৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক বন্ধকপত্রের খরচ সময়ক্রমে কমিস্যনরেরা সেই বন্ধকক্রমে প্রাপ্ত টাকাহইতে দিবেন ইতি।

৬৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীর উক্ত সকল বন্ধকের এক রেজিষ্টর রাখিবেক এবং বন্ধকের তারিখের পর চৌদ্দ দিবসের মধ্যে ঐ রেজিষ্টরী বহীতে ঐ বন্ধক লেখা যাইবেক এবং সেই নিদর্শনে ঐ বন্ধকের নম্বর ও তারিখ ও সেই বন্ধকের দ্বারা যত টাকা কর্জ হইল তাহা এবং কর্জদেওনিয়া ব্যক্তির-দের নাম ও পদবীইত্যাদি লেখা থাকিবেক। এবং বন্ধকলওনিয়া কোন ব্যক্তি অথবা সেই বন্ধকে যে কোন ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে সেই ব্যক্তি সকল উপযুক্ত সময়ে রসুম অথবা পুরস্কার না দিয়া সেই রেজিষ্টরী বহী দেখিতে পারিবেন ইতি।

৬৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির ঐ বন্ধকে স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি সময়ক্রমে তাহার মধ্যে আপনার অধিকার ও লাভ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিতে পারেন এবং সেই অর্পণের কার্য্য দলীলের দ্বারা করা যাইবেক এবং যে কারণপ্রযুক্ত অর্পণ হইল তাহার সকল বৃত্তান্ত তাহার মধ্যে যথার্থরূপে লেখা থাকিবেক এবং এইরূপ প্রত্যেক খারিজদাখিল এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা সেই ভাবানুসারে করা যাইবেক ইতি।

৬৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ খারিজদাখিল যদি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে করা যায় তবে তাহা করণের তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে নতুবা উক্ত দেশের মধ্যে তাহা পঁহুছনের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহা উক্ত মুহুরী-রের নিকটে আনিতেহইবেক এবং তাহাতে ঐ মুহুরীর আসল বন্ধকপত্র লইয়া যেরূপ করিয়াছিল সেইরূপে ঐ খারিজদাখিলের এক নিদর্শন রেজিষ্টরী বহীতে লিখিবেক এবং তাহা লিখনের জন্যে ঐ মুহুরীর দুই টাকার অনধিক রসুম দাওয়া করিতে এবং লইতে পারে। এবং সেই খারিজদাখিল বহীতে লেখা গেলে পর যে ব্যক্তির নামে দাখিল হইল সেই ব্যক্তি এবং তাহার অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈন আসল বন্ধকের এবং তাহার দ্বারা যে আসল টাকা ও সুদ ধার্য্য হইল তাহার উপকারের সম্পূর্ণ অধিকারী হইবেন। এবং যে ব্যক্তির নামে দাখিল হইল সেই ব্যক্তি সেইরূপে তাহা অন্য ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিতে এবং অন্যের নামে খারিজদাখিল করিতে পারেন এবং যে ব্যক্তির নামে সেই বন্ধক শেষে খারিজ-দাখিল হইল সেই ব্যক্তি অথবা তাহার অছি কি আডমিনিষ্ট্রেটর কিম্বা আসৈন ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি আসল বন্ধক অথবা তাহার দ্বারা যে টাকা দেয় হয় এবং যে টাকার নিমিত্তে তাহা দেওয়া গেল তাহা বাতিল কি খালাস করিতে বা তাহার ফারখৎ দিতে পারিবেন না ইতি।

৬৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে টাকা এই আইনের শক্তিক্রমে কোন বন্ধকের দ্বারা কর্জ হইয়াছিল সেই আসল টাকা ও সুদ পরিশোধ হওনের পর অথবা দেওয়া গেলে পর সেই বন্ধকের দ্বারা যে সকল ইস্টেট ও সম্পত্তি ও স্বত্ব ও লাভ সেই বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি কি তাহার উত্তরাধিকারী কি অছি অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর কি আসৈনকে অর্পণ হইয়াছিল তাহা অন্য কোন খারিজদাখিল অথবা ফারখৎ বিনা অথবা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলে তৎক্ষণাৎ শেষ ও নিবৃত্ত হইবেক ইতি।

৬৮ ধারা।

এবং কোন বন্ধক পরিশোধ করণেতে কোন অনুপযুক্ত পক্ষপাত না হইবার জন্যে ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা যখন উক্ত বন্ধকের মধ্যে এক বা ততোধিক বন্ধক অথবা যে টাকা ঐ বন্ধকের দ্বারা ধার্য্য হইল তাহার কোন ভাগ পরিশোধ করিতে ক্ষম হন তখন যে ক্রমে বন্ধক পরিশোধ হইবেক তাহা গুলিবাঁটের দ্বারা অথবা "বালটের" দ্বারা নির্ণয় করিবেন। এবং ঐ গুলিবাঁট অথবা "বালট" অনুসারে যে ব্যক্তির টাকা পরিশোধ করিতে হয় তাঁহাকে তাঁহারদের মুহুরীর এক এত্তেলানামা সহী করিয়া দিবেক এবং সেই এত্তেলানামার মধ্যে যে আসল টাকা পরিশোধ করিবার কল্প হইয়াছে তাহা লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো লেখা থাকিবেক যে ঐ টাকা সুদ সমেত এত্তেলা দেওনের তারিখের পর ছয় মাস অতীত হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও ঘণ্টায় উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরখানায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যদি উচিত বোধ হয় তবে তাঁহারা এই আইনের বিধিঅনুসারে কোন এক বন্ধকক্রমে যে টাকা কর্জ করিয়াছিলেন তাহা সমুদয় সুদ সমেত পরিশোধ করণের জন্যে মিয়াদ নিরূপণ করিতে পারেন এবং এইমত গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই মিয়াদ বন্ধকপত্রের মধ্যে লিখিতে হুকুম দিবেন এবং সেই মিয়াদ শেষ হইলে যে ব্যক্তি আসল ও সুদ পাইবার স্বত্ব রাখেন সেই ব্যক্তির দাওয়াক্রমে উক্ত আসল টাকা সুদ সমেত তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং যদি টাকা দেওনের কোন স্থান বন্ধকপত্রে নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে আসল টাকা ও সুদ উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরখানায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ কর্জ করা টাকা পরিশোধ করণার্থ যদি কোন মিয়াদ বন্ধকপত্রে নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে যে ব্যক্তি সেই টাকা পাইবার

স্বত্ব রাখেন সেই ব্যক্তি সেই বন্ধকের তারিখের পর বারো মাস অতীত হইলে অথবা অতীত হওনের পর কোন সময়ে সেইরূপ ধার্য্য হওয়া আসল টাকা ও সকল সুদ দাওয়া করিতে পারেন কিন্তু তাহার ছয় মাস পূর্ব্বে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং সেইরূপে ঐ কমিস্যনরেরা সেই প্রকার এত্তেলা দিলে পর কোন সময়ে কর্জ্জকরা টাকা পরিশোধ করিতে পারেন এবং এইরূপ প্রত্যেক এত্তেলা লিখিত অথবা ছাপা হওয়া কাগজে অথবা কতক লিখিত কি কতক ছাপা কাগজে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা মহাজন সেইরূপ এত্তেলা দেন তবে পূর্ব্বোক্ত মুহ-রীরকে তাহা দিতে হইবেক অথবা তাহার দফ্তরে দিয়া আসিতে হইবেক। এবং যদি উক্ত কমিস্যনরেরা সেইরূপ এত্তেলা দেন তবে তাহা ঐ বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা মহাজনকে নিজে দিতে হইবেক কি তাঁহার নিবাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক কিম্বা যদি তাঁহার এক্ষণকার বাস স্থান জানা না যায় তবে সে ব্যক্তি শেষে যে স্থানে বাস করিলেন তথায় দিয়া আসিতে হইবেক অথবা যদি সেই বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি কি মহাজম উক্ত কমিস্যনরেরদের পরিচিত না থাকেন অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় এবং তাহার শেষ বাস স্থান জানা না যায় তবে এক ইশ্‌তিহারের দ্বারা কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং একাদিক্রমে তিন সপ্তাহ-পর্য্যন্ত একবার কলিকাতার দুইটা খবরের কাগজে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা যদি এই আইনের লিখিত নিয়মক্রমে এইমত কোন বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে আপনারদের মানসের বিষয়ে এত্তেলা দেন তবে সেই এত্তেলার মিয়াদ শেষ হইলে পর সেই বন্ধকী পত্রের উপর আর সুদ চলিবেক না কিন্তু যদি সেই এত্তেলাক্রমে টাকার দাওয়া হয় এবং যদি সেইরূপ দাওয়া রীতিমত হইলে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই বন্ধকী টাকার উপর তৎসময়ে দেনা আসল টাকা সুদ সমেত না দেন্ তবে সুদ চলিতে থাকিবেক ইতি।

৭২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা সেইরূপ বন্ধক-ক্রমে যে টাকা কর্জ্জ হইয়াছিল তাহা পাইবার অন্য যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে সেই ব্যক্তি আপনার পাওনা আসল টাকা ও সুদ জোর করিয়া আদায় করিতে পারেন অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিতমতে এক জন রিসিবর নিযুক্ত করণের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বন্ধকলওনিয়া বা লওনিয়ারা কিম্বা মহাজন বা মহাজনেরা সেইরূপ দরখাস্ত করেন তাঁহারদের যদি দশ হাজার টাকার ন্যূন পাওনা থাকে তবে সেইরূপে রিসিবর নিযুক্ত হইতে পারেন না ইতি।

৭৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ বন্ধকী খতের উপর আসল টাকা কি কোন সুদ দেনা হইলে এবং লিখনের দ্বারা তাহার দাওয়া হইলে পর যদি ছয় মাসের মধ্যে তাহা না দেওয়া যায় তবে বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা পূর্ব্বোক্তমত

কোন মহাজন যদি কেবল তাহার পাওনা টাকা দশ হাজার সংখ্যা হয় অথবা তাহার পাওনা তৎসংখ্যক না হইলে অন্য বন্ধকলওনিয়া যে ব্যক্তিরদের পাওনা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে দাওয়া হওনের পর বাকী পড়িয়াছে তাঁহারদের সেই টাকা ও তাঁহার পাওনা টাকা সর্ব্ব সুদ্ধ যদি দশ হাজার হয় তবে তাঁহারা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে দরখাস্ত করিয়া এক জন রিসিবর নিযুক্ত করণের দাওয়া করিতে পারেন। কিন্তু ইহার দ্বারা আসল টাকা ও বাকীপড়া সকল সুদের বিষয় কোন ক্ষমতাপন্ন আইন অথবা একুটির আদালত বা আদালতসকলে নালিশ করিতে তাঁহার যে স্বত্ব আছে তাহার কিছু হানি হইবেক না ইতি।

৭৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রিসিবর নিযুক্ত করণের প্রত্যেক দরখাস্ত বাঙ্গলা দেশস্থ কোর্ট উলিয়মের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এক কি ততোধিক জজ সাহেবের নিকটে করা যাইবেক এবং সেইরূপ দরখাস্ত হইলে ঐ জজ অথবা জজ সাহেবেরা দরখাস্তকারিরদের এজহার শুনিয়া কর এবং ঘরের টাক্সের সমুদয় অথবা তাহার প্রচুর অংশ লইতে এক জন উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং সেই ব্যক্তি সেই টাকা লইয়া সেই সুদ অথবা বিষয়বিশেষে আসল টাকা ও সুদ এবং সকল খরচা এবং ঐ আসল টাকা ও সুদ এবং সেই সকল খরচা ও খরচ পরিশোধ না হওনপর্য্যন্ত ঐ কর এবং ঘরের টাক্স আদায় করণে যে সকল খরচ পড়ে তাহা দিবেন এবং এইরূপ এক জন রিসিবর নিযুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল কর ও টাক্স সেইরূপে নিযুক্তহওয়া ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহা লইবেন এবং তন্নিমিত্ত উত্তম ও মাতবর ফারখৎ দিতে তাঁহার প্রতি ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল। এবং তিনি এইরূপে যে সকল টাকা পান্ যে ব্যক্তির সেই সুদ অথবা বিষয়বিশেষে সেই আসল টাকা ও সুদ সেই সময়ে পাওনা থাকে অথচ যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ রিসিবর নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই ব্যক্তির দ্বারা অথবা সেই ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ টাকা পাওয়া গিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং সেই সুদ ও খরচা অথবা আসল টাকা ও সুদ ও খরচা পরিশোধ করা গেলে ঐ রিসিবরের ক্ষমতা নিবৃত্ত হইবেক ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

বন্ধকপত্রের পাঠ।

এত টাকার অমুক নম্বরী বন্ধকপত্র। ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের ১৮৪৭ সালের ১৬ নম্বরী এবং ২২ নম্বরী আইনক্রমে। আমরা উক্ত আইনানুসারে কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত হইয়া ও উক্ত আইনের শক্তিক্রমে আমারদিগকে অমুক স্থাননিবাসি শ্রী অমুক কোম্পানির এত টাকা দিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত আমরা উক্ত অমুককে ও তাঁহার অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈনকে উক্ত আইনের শক্তিক্রমে কলিকাতা নগরের যে সকল টাক্স ও অন্য টাকা উৎপন্ন হয় তাহা এবং উক্ত টাক্সপ্রভৃতিতে উক্ত

কমিস্যনরেরদের অর্থাৎ আমারদের যে ইষ্টেট ও স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্কথাকে তাহা অর্পণ করিয়াছি। এবং সালিয়ানা শতকরা এত টাকা সুদ সমেত এত টাকা যাবৎ না পরিশোধ হয় তাবৎ উক্ত অমুক ও তাঁহার অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈন তাহা ভোগ দখল করিবেন (ঐ আসল টাকা পরিশোধ করণের কোন বিশেষ মিয়াদ নিরূপণ হইলে এই কথাও লেখা যাইবেক যে) এই পত্রের তারিখঅবধি এত বৎসরের মধ্যে ঐ আসল টাকা পরিশোধ যাইবেক।

ইঙ্গরেজী অমুক সালের অমুক তারিখে আমারদের সাধারণ মোহরযুক্ত হইয়া উক্ত দিবসে আমারদের বৈঠকে সহী হইল।

অমুক কমিস্যনর।
অমুক ঐ।
অমুক ঐ।

B চিহ্নিত তফসীল।

বন্ধক খারিজদাখিল করণের পাঠ।

আমি অমুক স্থাননিবাসি অমুক অমুক স্থান নিবাসি অমুক এত টাকা আমাকে দেওয়াপ্রযুক্ত আমি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের ১৮৪৭ সালের ১৬ নম্বরী এবং ২২ নম্বরী আইনের দ্বারা ও তাহার শক্তিক্রমে নিযুক্ত ও কর্ম্মকারি কমিস্যন-রেরদের স্থানে অমুক তারিখের অমুক নম্বরী কোং এত টাকার ও সুদের জামিনস্বরূপ যে বন্ধকপত্র পাইয়াছি তাহা আমি উক্ত অমুককে ও তাঁহার অছিকে ও তাঁহার আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈনকে দিয়াছি (অথবা যদি পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা খারিজদাখিল করা যায় তবে তাহার লিখিত জামিনপত্র) এবং তৎক্রমে ধার্য্য টাকাতে ও তৎক্রমে সমর্পিত টাক্স ও সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব ও ইষ্টেট ও সম্পর্ক আছে তাহা উক্ত অমুককে সমর্পণ করিয়াছি।

তাহার সাক্ষিস্বরূপে আমি ইঙ্গরেজী অমুক সালের অমুক তারিখে এই পত্রে দস্তখৎ করিয়া মোহর করিলাম।

অমুক। (মোহর)

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনের ১৭ ধারাতে হুকুম আছে যে যে কোন ব্যক্তি অন্যের স্থানহইতে বলপূর্ব্বক কিছু অপহরণ করে অথবা অন্যের গাত্রহইতে কোন সম্পত্তি চুরী করে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে পনের বৎসরের অনধিক ও দশ বৎসরের অন্যূন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের অথবা তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের উক্ত ধারার যে ভাগে হুকুম আছে যে ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট দ্বীপান্তর প্রেরণের মিয়াদ দশ বৎসরের ন্যূন হইবেক না সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.